সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 37
20 - 26 October 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ৩৭
০৫ কার্তিক ১৪২৪
২৯ মহররম ১৪৩৯ হিজরী

খালেদা জিয়াকে বরণ

বিমানবন্দর এলাকা জনসমুদ্র

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : টানা তিন মাসের বেশি সময় চিকিৎসার পর লন্ডন থেকে দেশে ফিরে লাখো নেতাকর্মীর ভালোবাসায় সিক্ত হলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বিমানবন্দরে তার অবতরণের সময় ঘনিয়ে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে জনসমুদ্রে পরিণত হয় বিমানবন্দর সড়ক ও আশেপাশের এলাকা। নেতাকর্মীদের পদচারণায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না ওই এলাকায়। নেতাকর্মীদের যেন ঢল নেমেছিল।

বেগম জিয়াকে শুভেচ্ছা জানাতে বিএনপি নেতাকর্মীরা প্রখর রোদ উপেক্ষা করে হাজারো নেতাকর্মী খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিমানবন্দর সড়কে জমায়েত হতে থাকেন। ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দল, শ্রমিক দল, ওলামা দল ও ঢাকা মহানগর ছাড়াও ঢাকার আশেপাশের বিভিন্ন বেশ কয়েকটি জেলার হাজার হাজার নেতাকর্মী তাদের দলের চেয়ারপারসনকে শুভেচ্ছা জানাতে ছুটে আসেন। এসব নেতাকর্মীর মুহুর্মুহু স্লোগান আর করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ পিকআপ ভ্যান নিয়ে মাইকিং করেছে, যাতে রাস্তায় গাড়ি চলাচল আটকে না যায়।

বুধবার বিকেল সোয়া ৫টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণের কিছুক্ষণ পর তিনি ভিআইপি টার্মিনাল হয়ে বের হন খালেদা জিয়া। এরপর তিনি সাড়ে পাঁচটার দিকে গাড়িতে ওঠে গুলশানে বাসার উদ্দেশে রওয়ানা হন। নেতাকর্মীদের উপচেপড়া ভিড় থাকায় গাড়ির গতিও শ্লথ হয়ে যায়।

জানা গেছে, দলের চেয়ারপারসনের দেশে ফেরা নিয়ে দলীয় কোনো কর্মসূচি ছিল না বিএনপির। কিন্তু নেত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে দুপুরের পর

পৃষ্ঠা ২৫

ব্রেক্সিটের পর অপরাধের ভয়াবহ বিস্তার

এক বছরে ৮০ হাজার হেইট-ক্রাইম সংঘটিত

দেশ ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হেট ক্রাইম বা বিদ্বেষমূলক অপরাধ। মঙ্গলবার ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, চলতি বছর নথিভুক্ত হওয়া

ধর্মীয় স্থানগুলো সুরক্ষায় ২৪ লাখ পাউন্ড বাড়তি ব্যয়

হেট ক্রাইমের পরিমাণ আগের চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি। এই হেট ক্রাইমের অধিকাংশেরই উৎস মূলত জাতিগত ঘৃণা বা বিদ্বেষ। ২০১৬-১৭ সালে (এক বছরে) যুক্তরাজ্যে সংঘটিত ৮০ হাজার ৩৯৩টি হেট ক্রাইমের নথি রয়েছে সরকারের কাছে। ২০১৫-১৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ৫১৮। ২০১১-১২ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে হেট ক্রাইম সংক্রান্ত নথি নিবন্ধন শুরু হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে হেট ক্রাইম বৃদ্ধির হার এটাই সর্বোচ্চ।

ব্রিটিশ পুলিশের কাছে নথিভুক্ত হওয়া মাসভিত্তিক

হেটক্রাইমের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। চলতি বছরের জুনে এ সংখ্যা ছিল ছয় হাজার; যা এখন পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে এ সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার ৫০০। ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে গণভোটে জনরায়ের মতো বিষয়গুলোর ফল বা পরিণতি হিসেবে হেট ক্রাইম বৃদ্ধিকে দেখছেন কেউ কেউ। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতবছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের বিষয়ে গণভোটের সময় থেকে বিদ্বেষমূলক অপরাধ বেড়েছে। ২০১৭ সালের মার্চে ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ এলাকায় সন্ত্রাসী হামলার পরও হেট ক্রাইমের হার

পৃষ্ঠা ২৫

বিপজ্জনক গাড়ি চালকদের সাজা হতে পারে যাবজ্জীবন

৯০ শতাংশ মানুষ নতুন ও কঠোর আইন প্রণয়নের পক্ষে

দেশ ডেস্ক: মদ্যপ অবস্থায় বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে বা গাড়ি ড্রাইভিংয়ের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু হলে বা গুরুতর আহত হলে সেই অভিযুক্ত ড্রাইভারকে যাবজ্জীবন জেলদন্ড ভোগ করতে হবে। বৃটেনে গাড়ি দুর্ঘটনার ভয়াবহতা প্রতিরোধে নতুন এই আইন করার পরিকল্পনা করছে সরকার। বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া ড্রাইভারদের যাবজ্জীবন জেল ভোগ করতে হবে নতুন আইনে। যাবজ্জীবন দন্ডের বিধান রেখে নতুন আইন করার পক্ষে মত দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালিয়ে কাউকে গুরুতর আহত করলেও একই

পৃষ্ঠা ২৫

আইনি লড়াইয়ে উবার

দেশ ডেস্ক : অ্যাপভিত্তিক ট্যাক্সি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান উবার ১৩ অক্টোবর শুক্রবার লন্ডনের পরিবহন নিয়ন্ত্রক কর্তৃক উবার বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য

পৃষ্ঠা ২৫

জাঁকজমক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ইউকেবিসিসিআই অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭

১২ ক্যাটাগরিতে সেরা ব্যক্তিরা অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলেন

দেশ ডেস্ক: উৎসবমুখর আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ১৫ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হলো ইউকেবিসিসিআই বিজনেস অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনার এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭। গত বছরের মতো এবারও মর্যাদাকর এ পুরস্কার প্রদান আয়োজনের ভেন্যু ছিল দ্য লন্ডন হিলটন অন পার্ক লেনের সুবৃহৎ হল। ব্রিটিশ বাংলাদেশি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের

পৃষ্ঠা ২৫

অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান নিয়ে বিশেষ আয়োজন ২০-২১ পৃষ্ঠায়

simplecall®

simplecall is...
honest

- Genuine minutes
- No hidden charges
- No connection fees

simplecall.com

020 343 50181

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

WWW.WEEKLYDESH.CO.UK

এসিড বহনে দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে ৬ মাসের জেল

আসছে নতুন আইন

দেশ ডেস্ক: জনসমক্ষে অ্যাসিড বহনরত অবস্থায় দুবার ধরা পড়লেই ছয় মাসের কারাদন্ড দেওয়ার প্রস্তাব করেছে যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশটিতে অ্যাসিড-সন্ত্রাসের ঘটনা ব্যাপক বেড়েছে। গত পাঁচ বছরে দ্বিগুণ বেড়েছে এই অপরাধ। গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার এ প্রস্তাব করা হয় বলে বিবিসি অনলাইনের খবরে জানানো হয়।

একের পর এক অ্যাসিড হামলার ঘটনায় বৃটেনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্নস্তরে এই হামলা ঠেকাতে সাজা কঠোর করার বিধান আনার দাবি ওঠে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বার রুড অ্যাসিড হামলার ঘটনায় কঠোর শাস্তির নিশ্চিত করার পক্ষে মত দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাম্বার রুড বলেন, ১৮ বছর বয়সের নিচে কারও ক্ষতিকর দাহ্য পদার্থ কেনা নিষিদ্ধ করতে চান তিনি। ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালে ঘটা ক্ষতিকর দাহ্য পদার্থবিষয়ক সব সন্ত্রাসী কার্যক্রমের

২১ শতাংশই সংঘটিত হয়েছে কিশোরদের দ্বারা। তিনি বলেন, সরকার এই বার্তা দিতে চায়, যেসব কাপুরুষ এটিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে, তারা আইনের হাত থেকে পালাতে পারবে না।

নতুন আইনটি পাস হলে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষতিকর পদার্থ বহনের বিষয়টি কমবে বলে আশা করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তারা বলছে, কেউ যদি ক্ষতিকর পদার্থসহ ধরা পড়ে, তাদের এটি বহন করার যুক্তিযুক্ত কারণ প্রমাণ করতে হবে। ১৮ বছরের বেশি বয়সী কারও কাছে যদি দুবার অ্যাসিড পাওয়া যায়, তাহলে তাঁকে ছয় মাসের কারাদন্ড ভোগ করতে হবে।

চলতি বছর কনজারভেটিভ পার্টির সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ১৮ বছরের নিচে কারও ক্ষতিকর পদার্থ কেনার বিষয়টি নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি বলেন, 'অ্যাসিড হামলা একেবারে বিদ্রোহের মতো। এই সন্ত্রাসের শিকার মানুষগুলো পুরোপুরি সুস্থ হয় না। একের পর এক অস্ত্রোপচার চলতে থাকে, এভাবে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।'

এর আগে গত আগস্টে অ্যাসিড হামলা ঠেকাতে এ অপরাধের সাজা বৃদ্ধি করে যুক্তরাজ্য। অবৈধভাবে অ্যাসিড বহন করলে চার বছরের কারাদণ্ড আর কারও ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করলে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন সাজা দেওয়ার নীতিমালা ঘোষণা করা হয়।

পৃষ্ঠা ৩৮

দ্বিতীয় বৃটিশ এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ৩১ জানুয়ারি : চলছে প্রস্তুতি

বৃটিশ-বাঙালি কৃতী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের আহবান

দেশ রিপোর্ট: বিগত বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আগামী ৩১ জানুয়ারি ম্যানচেস্টারের হিলটন হোটেলে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বৃটিশ এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস। অনুষ্ঠান আয়োজনে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। সারাদেশের স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটি থেকে

পৃষ্ঠা ৩৮

বৃটিশ পাসপোর্ট সংস্কারে টিউলিপ সিদ্দিকের ক্যাম্পেইন

'শিশুর পাসপোর্টে বাবা-মা উভয়ের নাম থাকা উচিত'

দেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে পাসপোর্ট সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিরবার্ণ এন্ড হ্যামস্টেড আসনের লেবার পার্টির এমপি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক। এই সংস্কার আন্দোলনের দাবি হচ্ছে, সন্তানের

পৃষ্ঠা ৩৮

'জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন'

সিইসি নূরুল হুদার বক্তব্যে নতুন বিতর্ক তুঙ্গে

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বহুদিন ধরেই সংবাদ শিরোনামে। তার গতিপথ এখন অনেকটাই নির্ধারিত। এবার আকস্মিকভাবে শিরোনামে এলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নূরুল হুদা।

নিয়োগের পর 'জনতার মঞ্চের লোক' হিসেবে বর্ণনা করে যার সমালোচনা করেছিলো বিএনপি। রোববার অবশ্য তার বক্তব্য শুনে বিএনপি এখন কিছুটা আশাবাদী। বিএনপির সঙ্গে সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একটি বক্তব্য রাজনীতির মাঠে ঝড় তুলেছে। সেদিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, জিয়াউর রহমান এ দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ারও প্রশংসা করেন সিইসি।

পৃষ্ঠা ৩৮

কাউন্সিলার মুফতি মিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপে যোগদান

ব্রমলি নর্থ ওয়ার্ডের নির্বাচিত ওয়ার্ড কাউন্সিলার মুফতি মিয়া টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বৃহত্তম বিরোধী দল ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপে যোগদান করেছেন ।

পৃষ্ঠা ৩৮

তেলাপোকা ও ইঁদুরের সংক্রমন

ঢাকা বিরিয়ানী রেস্টুরেন্টকে ৪০ হাজার পাউন্ড জরিমানা

দেশ ডেস্ক: নিয়মিত পরিদর্শনে গিয়ে কাউন্সিলের অফিসাররা তেলাপোকা ও ইঁদুরের মারাত্মক সংক্রমন প্রমাণ পাওয়ায় পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড রোডের ঢাকা বিরিয়ানী ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টকে ৪০ হাজার পাউন্ডেরও বেশি অর্থ দন্ড জরিমানা করেছে আদালত। গত বছরের জুলাই মাসে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কর্মকর্তারা নিয়মিত পরিদর্শনের অংশ

পৃষ্ঠা ৩৮

দুঃসহ ইউরোপ যাত্রা

মৃত্যুমুখ থেকে যেভাবে ফিরলেন বিয়ানীবাজারের খালেদ

সিলেট, ১৮ অক্টোবর : বাংলাদেশিদের কাছে ইউরোপের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছে। এক আতঙ্কে পরিণত হচ্ছে এমন স্বপ্নময় যাত্রা। পথে দালালের খপ্পরে পড়ে নির্যাতিত

পৃষ্ঠা ৩৮

LMC Business Wing, Suite 2
Floor 2, 46 Whitechapel Road, E1 1JX
T: 020 7096 1188
M: 07539 316 742
E: info@eastendtraining.co.uk
W: www.eastendtraining.co.uk

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call 02070961188

EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning

Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন অসম্ভব

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা। তারা মনে করেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণেই প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন নিশ্চিত করতে পারে। অংশীদারমূলক সরকার না হলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ঢাকা ফোরাম আয়োজিত 'বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণতন্ত্র' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ঢাকা ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সালেহউদ্দিনের সভাপতিত্বে বৈঠকে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত সিরাজুল ইসলাম। সালেহউদ্দিন বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তাদের কর্মকাণ্ডে সরকারের কাছে বার্তা পৌঁছে দেয়া যে, একতরফা নির্বাচন মেনে নেবো না। সব দলের অংশগ্রহণ ছাড়া জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, অংশীদারমূলক সরকার না হলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন আমরা ভালোভাবে করতে পারব না। আসছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ দেশের মানুষের ভোট দেয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার ?ফিরিয়ে আনবে বলেও আলোচনায় বলেন- কয়েকজন বক্তা। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি মন্তব্য করে আগামী নির্বাচনকে স্বাধীন ও সুষ্ঠু করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রয়োজন বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত সিরাজুল। তিনি বলেন, আমরা ২০১৪ সালের নির্বাচনে কেউ ভোট দিতে পারিনি, ভবিষ্যতেও দিতে পারব কিনা জানি না। রুলিং পার্টির অধীনে কখনোই ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন সম্ভব নয়, যদি সম্ভব করতেই হয় তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দিতে হবে। নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন আইনজীবী ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সবার

কাছে গ্রহণযোগ্য করতে সব দলের অংশগ্রহণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতেই হবে এবং সবাই যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য সামরিক বাহিনীর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম. হাফিজউদ্দিন খান বলেন, সরকার না চাইলে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সোচ্চার হতে হবে। সরকার যাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, এ জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার লাগবে। সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় হিসেবে দেখতে নারাজ সাবেক সিইসি শামসুল হুদা ও সালেহউদ্দিন আহমেদ। শামসুল হুদা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি না হয়, তাহলে কী করবো এ পরিকল্পনা আমাদের করতে হবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটি সংস্কৃতি রয়েছে কিছু হলেই সংসদ বয়কট। এর ফলে সংসদ অকার্যকর হয়ে যায়। গত নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় বিএনপি'র সমালোচনা করে সাবেক এই সিইসি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সম্মান করতে হবে। অনেক অঞ্চলে শুধু নির্বাচনে দাঁড়ালেই তাদের (বিএনপি) প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, নির্বাচন না করে বিরোধীদলহীন একটি সংসদ গঠনে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন- সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার প্রমুখ।

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

খোঁয়াজ জুয়েলার্স

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।

আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।

310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

ভারত থেকে এক লাখ টন সিদ্ধ চাল কিনবে সরকার

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : দেশের চাহিদা মেটাতে ভারত থেকে এক লাখ টন নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল আমদানি করছে সরকার। ভারত সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশ সরকার সরাসরি এই চাল আমদানি করবে।

ভারতের সরকারি প্রতিষ্ঠান পিইসি লিমিটেড এবং বাংলাদেশের জি টু জি পদ্ধতিতে (সরকারিভাবে) ক্রয়বিষয়ক কমিটির মধ্যে এ বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। প্রতি টন চালের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫৫ ডলার। এই দরে ভারত থেকে এক লাখ টন চাল আমদানি করার প্রস্তাব এরই মধ্যে অনুমোদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে আজ বুধবার এই ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন পেতে পারে। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে এই বৈঠক হওয়ার কথা। খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

অন্তত এক দশক পরে ভারত থেকে সরকারিভাবে চাল আমদানি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর আগে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকারিভাবে ভারত থেকে চাল আমদানির চেষ্টা করলেও তাতে সফল হয়নি। এক লাখ টন সিদ্ধ চাল আমদানি করা সম্ভব হলে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি চালু রাখা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

ভারতের পিইসি লিমিটেড এবং বাংলাদেশের জি টু জি পদ্ধতিতে ক্রয়বিষয়ক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঋণপত্র খোলার ৬০ দিনের মধ্যে পুরো চাল সরবরাহ করবে ভারত। ১৫ হাজার টন চালের প্রথম চালান বাংলাদেশে পাঠাবে ঋণপত্র পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে। ২০১৭ সালে উৎপাদিত চাল সরবরাহ করতে হবে ভারতকে। এই চালে ৫ শতাংশ ভাঙা দানাসহ অন্যান্য প্যারামিটারে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। তবে চালের আর্দ্রতার সর্বোচ্চ মাত্রা ১৩ শতাংশের বদলে ১৩.৫ শতাংশ স্থির করেছে উভয় পক্ষ।

বন্যা ও ব্লাস্ট রোগের কারণে এ বছর চাহিদার তুলনায় চাল কম উৎপাদন হওয়ায় দেশে চালের বাজারে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় জি টু জি পদ্ধতিতে চাল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। ভিয়েতনাম থেকে আড়াই লাখ টন চাল সরবরাহ প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কম্বোডিয়ার কাছ থেকে আড়াই লাখ টন চাল আমদানির চুক্তি হওয়ার পর ঋণপত্র খোলা হয়েছে। এ ছাড়া মিয়ানমার থেকে এক লাখ টন চাল আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ৫ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারের গুদামে তিন লাখ ৬৬ হাজার টন চাল এবং এক লাখ চার হাজার টন গমসহ মোট খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ চার লাখ ৭০ হাজার টন।

খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য এই ক্রয় প্রস্তাব উত্থাপন করা হচ্ছে। কমিটির আজকের বৈঠকের জন্য তৈরি করা সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে, সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ক্রয়ের চুক্তি হলে তা সরবরাহ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে না। বর্তমান পর্যায়ে সরকারি ভাণ্ডারে খাদ্য মজুদ বাড়িয়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা, জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বলয় সুসংহত করা, সরকারের নির্ধারিত বিতরণ চ্যানেল নির্বিঘ্নভাবে পরিচালনা করা এবং খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

খাদ্যসচিব মো. কায়কোবাদ হোসেনের সই করা ওই সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে, ভারতের কাছ থেকে যে দরে চাল আমদানি করা হচ্ছে তা বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার দরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ অবস্থায় দেশের চালের মজুদ সুসংহত করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জরুরি সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে ভারত থেকে সরকারিভাবে এক লাখ টন সিদ্ধ চাল আমদানি করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন করা এবং খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. কামরুল ইসলামের সই করা সার-সংক্ষেপ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ভারতের সরকারি প্রতিষ্ঠান পিইসি লিমিটেড গত ১৭ মে বাংলাদেশের কাছে সিদ্ধ ও আতপ চাল রপ্তানির আগ্রহ প্রকাশ করে চিঠি পাঠায়। পরে ভারত থেকে পাঁচ লাখ টন সিদ্ধ চাল আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে অনুরোধ করে ৩১ মে চিঠি দেয় খাদ্য মন্ত্রণালয়। গত ১৬-১৭ জুলাই পিইসির দুই সদস্যের সঙ্গে বাংলাদেশের জি টু জি পদ্ধতিতে ক্রয়বিষয়ক কমিটির মধ্যে আলোচনা হয়। তখন ভারতের সরকারি প্রতিষ্ঠানটি দুই লাখ টন চাল বাংলাদেশকে দিতে রাজি হয়। তবে তারা প্রতি টন সিদ্ধ চালের দর হাঁকে সিআইএফ-এলও (কস্ট, ইনস্যুরেন্স, ফ্রেইট-লাইনার আউট) ৪৯৫ ডলার। আর বাংলাদেশ ৪২৫ ডলার দর প্রস্তাব করে। দরদামে একমত না হয়েই ১৮ জুলাই সময় অফার ভ্যালিডিটি ধার্য করে বাংলাদেশ ত্যাগ করে পিইসির প্রতিনিধিদল।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ভারতের পিইসি লিমিটেডের দর অত্যধিক বিবেচিত হওয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয় তাদের বেঁধে দেওয়া সময় ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে কোনো সাড়া দেয়নি। পরে গত ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে চাল সরবরাহের বিষয়ে আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আবারও চিঠি পাঠায় ভারতের প্রতিষ্ঠানটি। পরে পিইসি কর্তৃপক্ষকে ঢাকায় আসার আমন্ত্রণ জানায় বাংলাদেশ। গত ৫ অক্টোবর ঢাকায় আসা পিইসি প্রতিনিধির সঙ্গে বাংলাদেশের জি টু জি পদ্ধতিতে ক্রয়বিষয়ক কমিটির সভা হয়। ওই সভায় আলোচনা শেষে ৪৫৫ ডলার মূল্যে সিআইএফ-এলও টার্মে ৫ শতাংশ ভাঙা দানাবিশিষ্ট এক লাখ টন সিদ্ধ চাল সরবরাহ করতে রাজি হয়ে মিটিংয়ের কার্যবিবরণীতে সই করে দুই পক্ষ।

খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ভারত থেকে তুলনামূলকভাবে কম খরচে এই চাল আমদানির সুযোগ পাওয়া গেছে। এর আগে খাদ্য অধিদপ্তর ভিয়েতনাম থেকে ৪৭০ ডলার দরে ৫০ হাজার টন নন-বাসমতি ৫ শতাংশ ভাঙা দানাবিশিষ্ট সিদ্ধ চাল আমদানি করে। বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারদর অনুযায়ী, ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে চাল আমদানির ব্যয় সিঅ্যান্ডএফ মূল্য (কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট) প্রতি টন ৪৫০ ডলার ও ৪৬৫ ডলার। এর সঙ্গে বীমা, পারফরম্যান্স সিকিউরিটি খরচ, দরদাতার মুনাফার জন্য ৫ শতাংশ হিসেবে যোগ হবে আরো ২১ দশমিক ৫০ ও ২০ দশমিক ৭৫ ডলার। তাতে বাংলাদেশে বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাতে চালের মূল্য দাঁড়াবে ৪৭১ দশমিক ৫০ ডলার এবং ৪৮৫ দশমিক ৭৫ ডলার।

Capstone's Offer
50% DISCOUNT
* T&C apply
for CAB DRIVERS
* T&C apply
30% Discount for
Restaurant, Takeaway & Other Businesses
with an experienced, reliable & friendly service.

Our Services
- Statutory Accounts & Audit
- Sole Trader & Partnership Accounts
- Property Rental Accounts
- Business Plan & Projections
- Company Formation
- Self Assessment Tax Returns
- Capital Gain Tax
- Corporation Tax Returns
- VAT Returns & Payroll (RTI)

A K M Jalal Uddin ACCA
Chartered Certified Accountant

Call us today on
020 3490 6705, 07944 286 718

CAPSTONE
ACCOUNTANTS & TAX ADVISERS

50e Greatorex Street, London E1 5NP
e: info@capstoneaccountants.co.uk | www.capstoneaccountants.co.uk
* Offers end 3 months after this advert published. For full terms and conditions please call us.

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE for nurses/ health & social care workers

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965
Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেছেন প্রধান বিচারপতি সিনহা

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া পৌঁছেছেন প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা। গত শনিবার তিনি অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে পৌঁছান। সেখানে তার বড় কন্যা সূচনা সিনহা বসবাস করছেন। শুক্রবার রাতে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তিনি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান তার স্ত্রী সুষমা সিনহা।

গত ৩ অক্টোবর এক মাসের ছুটিতে যান প্রধান বিচারপতি। পরে ওই ছুটির মেয়াদ দশদিন বৃদ্ধি করা হয়। এর মধ্যে তিনি তিন বছরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ভিসা পান। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে তিনি সাংবাদিকদের কাছে একটি খোলা চিঠি দেন। তাতে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। কিন্তু ইদানীং একটা রায় নিয়ে রাজনৈতিক মহল, আইনজীবী ও বিশেষভাবে সরকারের মাননীয় কয়েকজন মন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে সমালোচনা করেছেন, এতে আমি সত্যিই বিব্রত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকারের একটা মহল আমার রায়কে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে পরিবেশন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার প্রতি অভিমান করেছেন, যা অচিরেই দূরীভূত হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

ঘরে মরে কঙ্কাল, ৬ মাসেও খোঁজ নেয়নি স্বজনেরা

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : পুরান ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় একটি পুরনো দোতলা বাড়ি। বাইরে থেকে দেখে যে কেউ বুঝবে বাড়িটি পরিত্যক্ত।

এই বাড়ির দোতলায় একা থাকতেন আখলাক উদ্দিন নামের ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি। ছয় মাস ধরে তাঁর কোনো খোঁজ রাখেনি স্বজন-প্রতিবেশীরা। এর মধ্যে সোমবার রাতে তাঁর একমাত্র বোন মুক্তা বেগম ওই বাড়িতে যান। দেখেন দরজা বন্ধ, ভেতরে সাড়া-শব্দ নেই। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে, একজন মানুষ মরে পড়ে আছে। শরীরের মাংস পচে পোকামাকড় ধরেছে। লাশের শরীর থেকে মাংস আলাদা হয়ে কঙ্কাল হয়েছে। কঙ্কালটি আখলাক উদ্দিনের বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কঙ্কালটি পাঠানো হয়। কঙ্কালটি আখলাকের কি না এ নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এত দিন মরে পড়ে থাকলেও প্রতিবেশীরা দুর্গন্ধ টের পেত। কিন্তু তেমন কিছু ঘটেনি। তাহলে এই কঙ্কাল কার? আবার আখলাক ছয় মাস থেকে নিখোঁজ। এই কঙ্কাল যদি তাঁর হয়ে থাকে তাহলে এটা মৃত্যু নাকি হত্যা। এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে স্থানীয়দের মধ্যেও। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ছয় মাস ধরে আখলাক উদ্দিনের কোনো খোঁজ রাখেনি স্বজনরা। এরপর গত সোমবার রাতে তাঁর একমাত্র বোন মুক্তা বেগম ভাইয়ের খোঁজ নিতে ওই বাড়িতে যান। দরজা বন্ধ থাকায় ডাকাডাকি করেন। কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁর সন্দেহ হয়। একপর্যায়ে খবর পেয়ে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তাঁর লাশ উদ্ধার করে। ওই সময় বিছানায় শোয়ানো অবস্থায় তাঁর কঙ্কালটি পাওয়া যায়। আলামত মিলিয়ে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আখলাকেরই কঙ্কাল। তবে সন্দেহ থাকায় ময়নাতদন্ত ও ডিএনএ পরীক্ষার পর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বংশাল থানার ওসি শাহিদুর রহমান বলেন, চানখাঁরপুল এলাকার ৭৮/৩-ক নম্বর বাড়ির দোতলার একটি ঘরের দরজা ভেঙে কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়। প্রায় পরিত্যক্ত ওই বাড়িটির মালিক আখলাক নিজেই। তবে সেখানে অন্য কেউ থাকত না। তিনি অবিবাহিত ও মাদকাসক্ত ছিলেন। তবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে নাকি অন্য কোনো কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তাঁর তদন্ত চলছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আখলাক উদ্দিন নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। এলাকায় তাঁর পূর্ব পুরুষের অনেক সম্পত্তি ছিল। সেগুলো বিক্রি করে নেশার টাকা জোগাতেন তিনি। কোনো কাজ করতেন না। যে বাড়ি থেকে তার কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে, একমাত্র ওই বাড়িটি ছাড়া এখন আর তাঁর তেমন কোনো সহায় সম্পত্তি নেই। এই বাড়িতে তিনি কাউকে ঢুকতে দিতেন না। মাঝে মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে মাদক সেবন করে হঠাৎ একদিন বের হতেন। এ কারণে তাঁর একমাত্র বোনের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো ছিল না।

দুই ভাই-বোনের মধ্যে আখলাক উদ্দিন ছিলেন বড়। তাঁর একমাত্র বোনের নাম মুক্তা বেগম। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আখলাক উদ্দিন তাঁর একমাত্র ভাই ছিল। কিন্তু মাদক সেবন করে নষ্ট হয়ে যান তিনি। এ কারনে ছয় মাস ধরে ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। খোঁজও রাখতেন না। তাঁর ভাই অবিবাহিত ছিলেন। ওই বাড়িতে তাঁর ভাই একাই থাকতেন। বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে কাউকে বাসায় ঢুকতে দিতেন না। মাদক থেকে ফেরাতে অনেকবার চেষ্টা করেছেন তিনি। বিয়ের পর তিনি স্বামীর সংসারে চলে যান। এরপর ভাইয়ের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা করলেও তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন।

মুক্তা বেগম আক্ষেপ করে বলেন, 'মাদকই আমার শেষ করে দিয়েছে। অনেকবার তাকে এ পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কোনো কথা শোনেননি। এ কারণে ছয় মাস ভাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল না। রাগ করে দেখাও করিনি।'

তবে কিভাবে তার মৃত্যু হয় তা তার জানা নেই। পুলিশকে বলেছি তদন্ত করে বের করতে। আখলাক উদ্দিনকে হত্যা করা হয়েছি নাকি মাদক সেবনের কারণে তার মৃত্যু হয় তার তদন্ত চলছে। যদিও পুলিশ এখনো পর্যন্ত জানতে পারেনি তাঁর মৃত্যু রহস্য। ময়না তদন্তের জন্য গত সোমবার রাতে তার কঙ্কালটি ঢাকা মেডিক্যাল (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়।

সিইসির বক্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট ও সংবিধানের লঙ্ঘন- যুবলীগ

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর : বিএনপিকে নিয়ে সিইসির বক্তব্য অসাংবিধানিক ও পক্ষপাতদুষ্ট বলে মন্তব্য করে আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী বলেছেন 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপির মুখপাত্রের মতো কথা বলেছেন। এই বক্তব্যের কারণে তার নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সে জন্য অবিলম্বে সিইসির বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। না হলে যুবলীগ তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে।'

গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিশ্চিত ভাবেই বিএনপিকে খুশি করতে এবং বিএনপির 'আস্থা' অর্জনের জন্য এমন অযাচিত, অপ্রাসঙ্গিক স্তুতি করেছেন। কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি শুধু মিথ্যাচার করেননি, ইতিহাস বিকৃতি এবং সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন।'

কিছু চেয়ারে এখনো পাকিস্তানি ভূতের আছর রয়ে গেছে মন্তব্য করে তিনি আরো বলেন, প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে একরকম ভূতে পেয়েছিল। এ জন্য তিনি ষোড়শ সংশোধনীর রায়ে বলেছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কারো একক নেতৃত্বে হয়নি। এবার ভূতে পেয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদাকে। সেজন্য তিনি জিয়াকে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা বলেছেন। জিয়া যদি বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা হন তাহলে জাতির পিতা কি গণতন্ত্রের হত্যাকারী?

সিইসির মুখে মিথ্যার ফুলঝুরি জাতিকে হতবাক করেছে মন্তব্য করে যুবলীগ চেয়ারম্যান বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাকে খুশি করতে ইতিহাস বিকৃতি এবং মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন, আমরা জানি না। কিন্তু এটি বুঝি তার একটা মতলব আছে। আর তার মতলবের সাথে বিচারপতি সিনহার মতলবের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি বলেন, কিছু দিন ধরেই লক্ষ্য করছি, চারিদিকে নানা চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র ডালপালা মেলছে। আর এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, সরকারের ভেতর থেকে। ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে কোনো পদে বসাতেই তিনি পা্ যাচ্ছেন। নিরপেক্ষতার ভড়ং ধরছেন। ভূত তাড়ানোর জন্য যে শস্য তাতেই ভূত বাসা বাঁধছে। আমি অবিলম্বে তাকে তার অসত্য বক্তব্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাচ্ছি, না হলে যুবলীগ তার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে।

BENECO
financial services
মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
■ পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
■ ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
■ লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
■ সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা

চিন্তার কোনো কারণ নেই। 'বিনিকো ফাইন্যান্স' আপনার পাশে রয়েছে। আপনার স্বপ্নে বাড়ি ক্রয়ে আমরা সবধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

ফ্রি মর্গেজ এসেসমেন্ট

সাক্ষাতের জন্য আজই
020 3633 2575
নাম্বারে ফোন করুন

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 3633 2575
Email :
info@benecofinance.co.uk

mrprinters
digital • design • print • promotional items
QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991
Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.
SPECIAL OFFERS
Roller Banners
from £39
With Stand & Carry Case.
VAT & design extra.
Limited period only
5000 A5 Leaflets
from £65
Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

50,000 A4 Menus
from £600
Printed full colour on 130gsm gloss.
Excludes design and delivery

creative flair...
• Concepts
• Corporate ID
• Illustration
• Print
• Display
• Web
print vibrant...
• Menus • Brochures
• Stationary • Calendars
• Flyers • NCR Bill Books
• Leaflets • Wedding Cards
• Posters • Magazines
• Folders • Books
displays big impact...
• Posters
• Vinyl Banners
• Pull-up Banners
• Pop-up Stands
• Prints on Canvas
• A Boards
020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ

বাংলাদেশে ১০ শতাংশ ধনীর হাতে ৩৮ শতাংশ আয়

ঢাকা, ১৮ অক্টোবর : দেশের মোট আয়ের ৩৮ শতাংশই করেন ওপরের দিকে থাকা ১০ শতাংশ ধনী আর মোট আয়ের মাত্র ১ শতাংশ করেন সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষ। যদিও সামগ্রিকভাবে দেশের দারিদ্র্য কমেছে। যেমন, গত ছয় বছরে সার্বিক দারিদ্র্যের হার সাড়ে ৩১ শতাংশ থেকে কমে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ হয়েছে। মূলত ধনী-গরিব নির্বিশেষে আয় বৃদ্ধির কারণেই দারিদ্র্য কমেছে। তবে এই আয় বৃদ্ধির দৌড়ে গরিবের চেয়ে ধনীরাই বেশি এগিয়ে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ খানার আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ২০১৬-তে এই চিত্র পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার এই প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। আগারগাঁওয়ের বিবিএস মিলনায়তনে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই জরিপ করা হয়েছে। সাধারণত প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই জরিপ করা হয়। এবারে জরিপের তথ্য অবশ্য ২০১৬ সালের।

দেশে অতি দারিদ্র্যের হারও কমেছে। বিবিএসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ সালে অতি দারিদ্র্যের হার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ, যা বিশ্বের গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে কম। বিশ্বের গড় দারিদ্র্যের হার ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ। বিবিএসের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ২০ লাখ। সেই হিসাবে, দেশে ৩ শোটি ৯৩ লাখ দরিদ্র মানুষ আছে। হতদরিদ্রদের সংখ্যা ২ কোটি ৮ লাখ।

মৌলিক চাহিদার ব্যয় (কস্ট অব বেসিক নিডস) পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিমাপ করেছে বিবিএস। জরিপ করে খানা বা পরিবারের আয়-ব্যয়, ভোগ, পুষ্টিমান, জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির তথ্য নেওয়া হয়। কোনো ব্যক্তি যদি দিনে ২ হাজার ১২২ কিলোক্যালরির খাবার কেনার সামর্থ্যের পরও কিছু টাকা খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে খরচ করতে পারেন, তাহলে তাঁরা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন বলে ধরে নেওয়া হয়। আর যাঁদের দৈনিক মোট খরচ করার সামর্থ্য ২ হাজার ১২২ কিলোক্যালরির খাদ্য কেনার সমান, তারা হতদরিদ্র।

দারিদ্র্য কমার গতি কমেছে ঃ জরিপ অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার কমার প্রবণতা ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ। পরের পাঁচ বছরে ১ দশমিক ৭৮ শতাংশীয় মানে কমে দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে। আর ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল সাড়ে ৩১ শতাংশ। ২০০৫ থেকে ২০১০ সময়ে প্রতিবছর গড়ে ১ দশমিক ৭ শতাংশীয় মানে দারিদ্র্য কমেছে। এরপরের ছয় বছরে দারিদ্র্য কমেছে গড়ে ১ দশমিক ২ শতাংশীয় মানে।

গ্রামে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়েছে বেশি : প্রতিটি পরিবারের আয় যেমন বেড়েছে, খরচও বেড়েছে। বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি পরিবারের মাসিক গড় আয় ১৫ হাজার ৯৪৫ টাকা। ছয় বছরের ব্যবধানে মাসিক গড় আয় বেড়েছে ৪ হাজার ৪৬৬ টাকা। সার্বিকভাবে শহরের একটি পরিবার এখন গ্রামের আরেকটি পরিবারের চেয়ে প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি আয় করে। শহরের পরিবারের গড় আয় ২২ হাজার ৫৬৫ টাকা, গ্রামের পরিবারের আয় ১৩ হাজার ৩৫৩ টাকা।

এবার আসি খরচ কোথায় কেমন। বিবিএস বলছে, গ্রামের একটি পরিবার মাসে যত আয় করে, এর চেয়ে বেশি খরচ করে। গ্রামের পরিবার মাসে গড়ে ১৪ হাজার ১৫৬ টাকা ব্যয় করে, যা আয়ের চেয়ে ৮০৩ টাকা বেশি। শহরের পরিবারের গড় খরচ ১৯ হাজার ৬৯৭ টাকা। শহর গ্রাম নির্বিশেষে একটি পরিবারকে সংসার চালাতে মাসে গড়ে ১৫ হাজার ৯১৫ টাকা খরচ করতেই হয়।

ভাত খাওয়া কমেছে : এ দেশের মানুষ আগের চেয়ে ভাত খম খায়। তবে শাকসবজি, ডাল, মাংস ও ডিম খাওয়া বেড়েছে। ২০১০ সালে একজন মানুষ দিনে গড়ে ৪১৬ গ্রাম চাল বা ভাত খেত। ২০১৬ সালের জরিপে দেখা গেছে, এখন তারা দিনে গড়ে ৩৬৭ গ্রাম চাল বা ভাত খায়। এর ফলে সার্বিকভাবে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে গেছে। এখন দিনে একজন মানুষ ৯৭৬ গ্রাম খাবার খায়। ২০১০ সালে এর পরিমাণ ছিল ১ কেজি বা ১ হাজার গ্রাম।

দেশের মানুষের খরচের খাতগুলোও পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগে মোট খরচের ৫৪ শতাংশই খাবার কেনায় যেত। এখন তা কমে ৪৭ শতাংশ নেমে এসেছে। বিবিএস বলছে, প্রথমবারের মতো খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় খাদ্যের তুলনায় বেড়েছে, যা উন্নয়নের একটি অন্যতম নির্দেশক।

আয় বৈষম্য বেড়েছে ঃ গরিবদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ কমে গেছে, ধনীদের তা বেড়েছে। বিবিএস বলছে, দেশের সব মানুষের যত আয়, এর মাত্র ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ আয় করেন সবচেয়ে গরিব ১০ শতায়শ মানুষ। ছয় বছর আগেও মোট আয়ের ২ শতাংশ এই শ্রেণির মানুষের দখলে ছিল। অন্যদিকে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় মোট আয়ের ৩৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। ছয় বছর আগে এর পরিমাণ ছিল ৩৫ দশমিক ৮৪ শতাংশ। বিবিএস জরিপে আরও বলা হয়েছে, দেশের মোট আয়ের দুই তৃতীয়াংশের মালিক ওপরের দিকে থাকা ৩০ শতাংশ মানুষ।

সবচেয়ে বেশি গরিব কুড়িগ্রামে, কম নারায়ণগঞ্জে: এবারের খানার আয় ও ব্যয় জরিপে প্রথমবারের মতো জেলা পর্যায়ে দারিদ্র্য পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, কুড়িগ্রাম জেলায় দারিদ্র্যের হার ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ। অর্থাৎ কুড়িগ্রামে প্রতি ১০০ জনে ৭০ জনের বেশি গরিব। সবচেয়ে কম গরিব মানুষ থাকে নারায়ণগঞ্জ জেলায়। সেখানে দারিদ্র্য মাত্র ২ দশমিক ৬ শতাংশ। রাজধানী ঢাকায় প্রতি ১০ জনে একজন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামে দারিদ্র্যের হার ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ।

জানুয়ারি-মার্চে গরিব মানুষ বাড়ে: এবারের খানা জরিপে প্রান্তিকভিত্তিক দারিদ্র্যের হার কেমন– তাও তুলে ধরা হয়েছে। জরিপটি ২০১৬-১৭ অর্থবছর জুড়ে করা হয়েছে। জরিপের হিসাবে দেখা গেছে, জানুয়ারি-মার্চ মাসে দেশের গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। ওই তিন মাসে দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে ২৭ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ বাস করেন। এ সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে কম। আবার এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে গরিব মানুষের সংখ্যা কমে যায়। ওই সময়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন সাড়ে ২২ শতাংশ মানুষ। এ ছাড়া জুলাই-সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে এই হার যথাক্রমে ২৩ শতাংশ ও ২৬ দশমিক ১ শতাংশ।

আলোচনা ঃ প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, এ দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হয়েছে। আগের চেয়ে তারা ভাত কম খাচ্ছেন, কার্বোহাইড্রেট কম খাচ্ছেন। এতে বেশি দিন বাঁচবেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে হতদরিদ্রের হার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় এই হার ১৬ শতাংশ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কারণেই দারিদ্র্য কমছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, এই জরিপের ভালো ও খারাপ দুটি দিকই আছে। ভালো দিক হলো, দারিদ্র্য কমেছে, ভোগ ব্যয় বেড়েছে। আবার খারাপ দিক হলো, দারিদ্র্য কমার গতি কমেছে। আয় বৈষম্যও বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর রাজশ্রী পালালকার বলেন, ২০০০ সালের পর থেকে এই পর্যন্ত বাংলাদেশ দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে, যা একটি বিরাট সাফল্য। তখন প্রতি দুজনে একজন গরিব মানুষ ছিল। কত মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠল, নীতিনির্ধারণের জন্য তা জানা দরকার।

জগন্নাথপুর উপজেলার ১নং কলকলিয়া ইউনিয়নের
দুই বারের সফল চেয়ারম্যান
জনাব হাজি আব্দুল হাসিম
এর সম্মানে

মতবিনিময় সভা

তারিখ ঃ ২৩ অক্টোবর সোমবার ২০১৭
সময় ঃ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা
স্থান ঃ মক্কা গ্রীল রেস্টুরেন্ট
১১০ হোয়াইট চ্যাপেল রোড, লন্ডন ই১

উক্ত অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কলকলিয়া ইউনিয়নের সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

সাইফুল আলম -07538 355 446, জাহাঙ্গীর আলম - 07725 841 192,
শাহীন আলম - 07545 485 692, শাহাব উদ্দিন - 07534 505 975,
শামীম আহমদ - 07984 156 111

বি:দ্র: চেয়ারম্যান আব্দুল হাসিম
07404 316 367

Whitechapel College
Serving the community since 2005

Good News for Minicab/PCO Drivers
NO PASS NO FEE

We are the only recognised and most reputable Institution in East London for TFL approved B1 English Language Test or NVQ Level-3.

On your admission we guarantee your Pass

We offer A2 for Spouse Visa, B1 for Settlement and British Citizenship according to the new Law of the Home Office
With 100% guarantee

Call us for FREE Assessment

We do Life in the UK test course with intensive care. Level-4, 5 and 6 funding courses are available for UK and EU Nationals.

We are very specialised on CCTV, Door supervisor & Security courses.

Whitechapel College
67 Maryland Square, Startford
London E15 1HF
Mob: 07943 173 554
Tel: 0208 555 3355

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EMDQ edexcel

Email: info@whitechapelcollege.org.uk
Web: www.whitechapelcollege.org.uk

প্রধান বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে ১১টি অভিযোগ

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর : ছুটিতে থাকা প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, নৈতিক স্খলনসহ ১১টি অভিযোগের কথা জানিয়ে গত শনিবার এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। দেশের ইতিহাসে কোনো প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের তরফে এ ধরনের বিবৃতি এই প্রথম।

সুপ্রিম কোর্টের এই বিবৃতির ঘণ্টা দুয়েক পর সন্ধ্যা ৬টায় অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, দেশে ফিরে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দায়িত্ব নেওয়াটা 'সুদূরপরাপত' বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে মাননীয় প্রধান বিচারপতি নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছেন। লিখিত একটি বিবৃতি সাংবাদিকদের দিয়ে গেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীকে অন্ততপক্ষে সত্যিকার কতগুলো তথ্য জানানো প্রয়োজন ছিল। তাঁর মতে, সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

গত শুক্রবার রাতে প্রধান বিচারপতি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন। তিনি গণমাধ্যকর্মীদের কাছে লিখিত বক্তব্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রধান বিচারপতির কার্যভার পালনরত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবীণতম বিচারপতির উদ্ধৃতি দিয়ে মাননীয় আইনমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন যে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অচিরেই সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসনে পরিবর্তন আনবেন। প্রধান বিচারপতির প্রশাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কিংবা সরকারে হস্তক্ষেপ করার কোনো রেওয়াজ নেই।

প্রধান বিচারপতির ওই লিখিত বক্তব্যকে বিভ্রান্তিমূলক বলে অভিহিত করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিবৃতিতে। গত শনিবার বিকেলে ৪টার দিকে দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের এই বিবৃতিতে সই করেছেন রেজিস্ট্রার জেনারেল সৈয়দ আমিনুল ইসলাম। বিবৃতিটি সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটেও দেওয়া হয়েছে। বিবৃতি দেওয়ার আগে আপিল বিভাগের বিচারপতিরা বৈঠক করেন বলে আদালত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়।

বিবৃতির শুরুতে বলা হয়, ছুটি ভোগরত প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ১৩ অক্টোবর বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে একটি লিখিত বিবৃতি উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে হস্তান্তর করেছেন। লিখিত বিবৃতিটি সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ওই লিখিত বিবৃতি বিভ্রান্তিমূরক।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা (সুরেন্দ্র কুমার সিনহা) ছাড়া আপিল বিভাগের অন্য পাঁচ বিচারপতিকে বঙ্গভবনে আমন্ত্রণ জানান। বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলী দেশের বাইরে থাকায় ওই আমন্ত্রণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। অপর চার বিচারপতি অর্থাৎ বিচারপতি মো. আবদুলওয়াহহাব মিঞা, বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী এবং বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দীর্ঘ আলোচনার একপর্যায়ে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে ১১টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ-সংবলিত দালিলিক তথ্যাদি হস্তান্তর করেন। তন্মধ্যে বিদেশে অর্থ পাচার, আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি, নৈতিক স্খলনসহ আরও সুনির্দিষ্ট গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

বিবৃতিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, বিচারপতি মোহাম্মদ ইমান আলীর ঢাকায় ফেরার পর ১ অক্টোবর আপিল বিভাগের উল্লিখিত পাঁচ বিচারপতি বৈঠক করেন। বৈঠকে ওই ১১টি অভিযোগ বিশদভাবে পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে এসব গুরুতর অভিযোগ প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করা হবে। তিনি যদি এসব অভিযোগের ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক জবাব বা সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার সঙ্গে বিচারালয়ে বসে বিচারকাজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। এরপর ওই দিনই বেলা সাড়ে ১১টায় প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার অনুমতি নিয়ে বাসভবনে তার সঙ্গে পাঁচ বিচারপতি সাক্ষাৎ করেন এবং অভিযোগগুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। দীর্ঘ আলোচনার পরে তার কাছ থেকে কোনো প্রকার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বা সদুত্তর না পেয়ে আপিল বিভাগের উল্লিখিত পাঁচ বিচারপতি তাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে ওই অভিযোগগুলোর সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তার (প্রধান বিচারপতি) সঙ্গে একই বেঞ্চে বসে তাদের পক্ষে বিচারকাজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। এ পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি সুস্পষ্টভাবে বলেন, সে ক্ষেত্রে তিনি পদত্যাগ করবেন। তবে এ ব্যাপারে পরের দিন অর্থাৎ ২ অক্টোবর তিনি তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন। অতঃপর ২ অক্টোবর তিনি উল্লিখিত বিচারপতিদের কোনো কিছু অবহিত না করেই রাষ্ট্রপতির কাছে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত দিলে রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করেন।

সুপ্রিম কোর্টের বিবৃতিতে বলা হয়, তৎপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি মো. আবদুল ওয়াহহাব মিঞাকে দেশের প্রধান বিচারপতির অনুরূপ কার্যভার পালনের দায়িত্ব প্রদান করেন।

রেজিস্ট্রার জেনারেলের সই করা বিবৃতির শেষাংশে বলা হয়, প্রধান বিচারপতির পদটি একটি প্রতিষ্ঠান। সেই পদের ও বিচার বিভাগের মর্যাদা সমুন্নত রাখার স্বার্থে ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্টের তরফ হতে কোনো প্রকার বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করা হয়নি। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে ওই বিবৃতি প্রদান করা হলো।

ব্লু হোয়েলের ফাঁদে পড়ে কলেজছাত্রীর আত্মহত্যা!

ঢাকা, ১৬ অক্টোবর : ভয়ঙ্কর অনলাইন গেম 'ব্লু হোয়েল'-এর ফাঁদে পড়ে শ্রাবণী মল্লিক (১৫) নামে এক কলেজছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার রাতে সে নিজ ঘরে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে।

শ্রাবণী সদর উপজেলার তালতলী বাজার এলাকার মামুন মল্লিকের মেয়ে এবং বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। খবর পেয়ে রাতেই বরিশাল মেট্রোপলিটন কাউনিয়া থানার ওসি নুরুল ইসলামসহ একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। লাশ উদ্ধার করে শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

ওই ছাত্রীর পারিবারিক সূত্র জানায়, বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজে ভর্তির পর থেকে বদলে যেতে থাকে শ্রাবণী। সে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করে। সম্প্রতি সে একটি দামি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনও ব্যবহার শুরু করে।

স্থানীয়দের ধারণা, শ্রাবণী ঢুকে পড়ে ইন্টারনেটের এক নিষিদ্ধ গেমে। আর ওই গেমের নির্দেশেই সে আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিয়েছে।

কাউনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুল ইসলাম পিপিএম জানান, বিষয়টি নিয়ে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ব্লু হোয়েল গেমের ইন্টারনেট লিংক বন্ধের নির্দেশ

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর : প্রাণঘাতী ব্লু হোয়েল গেমের ইন্টারনেট গেটওয়ে লিংক ছয় মাসের জন্য বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসাথে মোবাইল অপারেটরদের রাত্রিকালীন বিশেষ ইন্টারনেট অফার (রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত) বন্ধ রাখতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ব্লু হোয়েলসহ এ জাতীয় ইন্টারনেট-ভিত্তিক গেমে আসক্তদের চি ত করতে এবং প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং দিতে অভিজ্ঞদের নিয়ে একটি 'মনিটরিং সেল' গঠন করতেও বলা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগযোগ মন্ত্রণালয় এবং বিটিআরসিকে এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলেছেন আদালত।

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি জেবিএম হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল রুলসহ এ নির্দেশনা দেন।

আদালতে রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মুহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব; রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু।

আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারী ব্লু হোয়েল গেমের সব লিংক বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে গত রোববার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট দায়ের করা হয়। রিটে মোবাইল অপারেটরদের রাত্রিকালীন বিশেষ ইন্টারনেট অফার বন্ধের নির্দেশনা চাওয়া হয়।

কথিত ব্লু হোয়েল গেমের 'ফাঁদে পড়ে আত্মহত্যাকারী' রাজধানীর হলিক্রস স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী অপূর্বা বর্ধন স্বর্ণার (১৪) বাবা অ্যাডভোকেট সুব্রত বর্ধন, ব্যারিস্টার মোহাম্মদ কাওসার ও ব্যারিস্টার নূর আলম সিদ্দিক গত রোববার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এই রিট আবেদন করেন।

সাইন লিংক
Sign Link
signlink@yahoo.com
সাইন, ব্যানার, স্ট্যাম্প, প্রিন্টিং এন্ড আর্ট সার্ভিস
Signs, Banners, Stamps, Printing & Art Services
PFC, Restaurant, Takeaway, Grocery, Office, Shop Sign Specialist

SPECIAL OFFERS
Banner from £30.00
MENU
10,000 £299
25,000 £460
50,000 £699
IN MENU from £3.00
Rubber Stamp from £20.00
Bill Books
50/50 - 100 Books £110
100/100 - 100 Books £199
Business Card
500 £35.00 1000 £45.00
2000 £60.00 5000 £99.00
A5 Leaflets
1000 £50.00
2000 £60.00
5000 £80.00
£10000 £130

258 Saffron Indian Diner
www.saffronindiandiner.co.uk
Takeaway Service Available
Free Home Delivery

www.signlinklondon
Email: signlink@yahoo.com
T: 0207 377 7513
M: 07951 697797
2A Heneage Street, (Brick Lane) London E1 5LJ

BRITISH BANGLA EDUCATION TRUST JAGANNATH PUR
G I qvW Abyôvb
RMbv_cÖ wewUk evsjv GW‡Kkb Uvó

hy³ iv‡R¨ emevmiZ RMbœcÖ Dc‡Rjvi ‡hmKj wkÿv_x©2017 mv‡i wRwmGmB Ges G †i‡fi cixÿvq mvd‡i¨i mv‡ DËxY© n‡q‡Q †m mKj wkÿv_x©i RMbœcÖ ewUkevsjv GW‡Kkb U¶ó পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থী অথবা অভিভাবকবৃন্দকে আগামী ৫ই নভেম্বর ২০১৭ সালের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

AWARD CEREMONY
JAGANNATHPUR BRITISH BANGLA EDUCATION TRUST
The JBBET award ceremony is to be held in honour of the students who have successfully passed their GCSE & A Level exams. Residents of Jagannathpur Upozila living in the UK whose children have achieved their GCSE & A Level are requested to apply by 5th of November 2017.

For more information please call or text
Abdul Ashik Choudhury, Chairman, 07854 161862
Mohib U Choudhury, General Secretary, 07904 507767
Alfazur Rahman Jakir, Treasurer, 07941 344996
Iqbal M Hussain, Senior Vice Chairman, 07931 643378

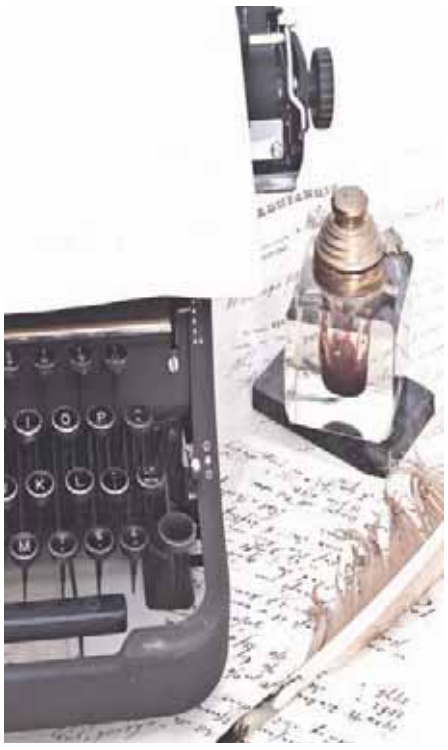

অবিলম্বে রোহিঙ্গা নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে

মিয়ানমার একদিকে বিশ্বের চোখে ধুলা দিতে সমঝোতা, পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়াসহ নানা ধরনের কথা বলছে, অন্যদিকে মিয়ানমারে থাকা অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদেরও বিতাড়িত করতে ব্যাপক নিষ্ঠুরতা চালিয়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে রাতে কারফিউ থাকে।

কেউ ঘর থেকে বেরোলেই গুলি করে হত্যা করে। ঘরে ঢুকে যুবতী মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়। রাখাইন যুবকরা রোহিঙ্গাদের ঘরে থাকা চাল-ডালসহ সব খাদ্যবস্তু ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। এমনকি রোহিঙ্গাদের গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি পর্যন্ত নিয়ে যায়। এভাবে রোহিঙ্গাদের বাধ্য করা হয় বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে। গতকাল কালের কণ্ঠে এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনটি করা হয়েছে, এখনো মিয়ানমারে আছেন কিংবা সদ্য পালিয়ে এসেছেন এমন রোহিঙ্গাদের সঙ্গে মোবাইলে ও সরাসরি কথা বলে। কালের কণ্ঠ'র প্রতিবেদক জানান, সেখানে থাকা রোহিঙ্গাদের গোপনে করা অনেক ছবি ও ভিডিও এসেছে তাঁর হাতে। সেগুলোতে লুটপাট ও নির্যাতনের দৃশ্য রয়েছে। মিয়ানমার সরকার তাহলে কিসের ভিত্তিতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলছে? এমন অবাধে লুটপাট ও নির্যাতন বন্ধ না হলে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা আবার প্রাণ দিতে সেখানে ফিরে যাবে কি? রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের ন্যূনতম আন্তরিকতা থাকলে তারা তো আগে সেখানে চলমান সেনা অভিযান, লুটপাট ও নির্যাতন বন্ধের উদ্যোগ নিত। ফলে মিয়ানমার সরকারের উদ্দেশ্য নিয়েই সন্দেহ থেকে যায় এবং পুরো বিষয়টিকে ছলচাতুরী বলেই মনে হয়।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী যে মিয়ানমার সরকারকে ন্যূনতম গুরুত্ব দিচ্ছে না, তাও এখন স্পষ্ট। দেশটির স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার, নিরাপত্তা দেওয়ার ও আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। আনান কমিশনের সুপারিশে স্পষ্টতই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা রয়েছে। অন্যদিকে দেশটির সেনাপ্রধান বলে চলেছেন, রোহিঙ্গারা সে দেশের কোনো জাতিগোষ্ঠী নয়, তারা বাঙালি। তাদের মিয়ানমারে থাকার কোনো অধিকার নেই। সেনাপ্রধানের সেই বক্তব্যেরই প্রতিফলন দেখা যায় এখনো চলমান সেনা অভিযানে এবং অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদেরও বিতাড়িত করতে নেওয়া নানা কৌশলে। সেনাবাহিনীর সমর্থনে রাখাইনের উগ্রপন্থী বৌদ্ধরাও রোহিঙ্গা নিপীড়নে অংশ নিচ্ছে। এ অবস্থায় মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে এমন আশা করা কতটা যুক্তিসংগত হবে?

সে ক্ষেত্রে সমাধানের জন্য আমাদের জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেই যেতে হবে। দৃশ্যত চীন-রাশিয়া এখন মিয়ানমারকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ভারতেরও রয়েছে মৃদু সমর্থন। এই দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সঙ্গেও রোহিঙ্গা সমস্যার আশু সমাধান নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা দেশের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার পাশাপাশি অনেক সামাজিক সমস্যাও তৈরি করছে। কক্সবাজারের জনজীবন রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পর্যটন সম্ভাবনা প্রায় ধ্বংসের পথে। এই সমস্যাগুলো নিয়েও আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে এবং বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা চাই, দ্রুত রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হোক।

তারিখ যত ঘনিয়ে আসছে সেনা মোতায়েনের দাবি জোরালো হচ্ছে

ইকতেদার আহমেদ

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী-পরবর্তী মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এর আগে যে বিধান ছিল সে বিধান অনুযায়ী মেয়াদ অবসান বা মেয়াদ অবসান ছাড়া অন্য যেকোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চদশ সংশোধন প্রবর্তন পরবর্তী ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানকালীন সংসদ বহাল ছিল। সে নির্বাচনটি ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। দশম সংসদ নির্বাচন দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বর্জন করে। এ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হওয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৪টি আসনের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে এরশাদ নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি প্রকৃত অর্থেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল কি না তা ধূম্রজালে আবদ্ধ। এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে এরশাদ তার দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তিনি নিজে এবং তার ভাই জি এম কাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানকালীন এরশাদকে অসুস্থতার অজুহাতে জোর করে সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, এরশাদ স্বয়ং মন্ত্রীপদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত, এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ বিরোধীদলীয় নেত্রী, আবার এরশাদের দলের তিনজন সংসদ সদস্য মন্ত্রীপদমর্যাদায় আসীন। পৃথিবীর কোনো দেশে কখনো এ ধরনের সরকারের আবির্ভাব হয়েছিল কি না তা এখন রাজনৈতিক গবেষকদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম এ চারটি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে প্রথমোক্তটি কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারের অধীনে এবং শেষোক্তটি অসাংবিধানিক পন্থায় গঠিত সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যবর্তী দু'টি নির্বাচন সাংবিধানিক পন্থায় গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এ চারটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের আগমন পূর্ববর্তী যে দল ক্ষমতাসীন ছিল সে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে না পারায় সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়েছে। অপর দিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও দশম এ ছয়টি সংসদ নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিটি নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। উপরিউক্ত ছয়টি নির্বাচনের মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটির ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্তির আগেই সরকারের পতন ঘটে। দশম সংসদের মেয়াদকাল ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ পূর্ণ হবে। একাদশ সংসদ নির্বাচনটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলে সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পরবর্তী নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম এ চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সময় পূর্বে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এ চারটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেনাসদস্যদের অবদান প্রশংসার দাবি রাখে। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাসদস্যদের নিয়োগ করা হয়েছিল। নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে নিয়োগের কারণে এ ধরনের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানে অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা নিয়োগ কার্যকর অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

একাদশ সংসদ নির্বাচন অত্যাসন্ন বিধায় ইতোমধ্যে নবগঠিত দ্বাদশ নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপে বসতে শুরু করেছে। দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে সংলাপ অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী জাতীয় পার্টিসহ অপরাপর অধিকাংশ দলের সাথে সংলাপ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে বিএনপির সাথেও সংলাপ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে জাতীয় পার্টির সহযোগী ভাবা হয়। জাতীয় পার্টি নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপকালীন নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য সময় পূর্বে সেনা মোতায়েন এবং জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এমন সব দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপকালীন জাতীয় পার্টির ব্যক্ত অবস্থান এ বিষয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অবস্থান হতে যে ভিন্নধর্মী সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। অবশিষ্ট যেসব দল নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ করেছে এদের অধিকাংশের পক্ষ থেকে সেনা মোতায়েন ও নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।

নির্বাচনকালীন কোন ধরনের সরকার ক্ষমতাসীন থাকবে এটি সরকার ও দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিনির্ধারণী বিষয়। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সরকারের অবস্থানের বিপরীতে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণের সুযোগ নেই। আমাদের দেশে নির্বাচন-পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনে যে দু'টি দল সবচেয়ে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছিল সে দু'টি দল হলো আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী। এ বিষয়ে বিএনপির মনোভাব ভিন্নধর্মী হলেও ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারই সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রণয়নের মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস যে আওয়ামী লীগ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল প্রবক্তা এ দলটির হাতেই এ ব্যবস্থাটির কবর রচিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ না হলেও আওয়ামীপন্থী বুদ্ধিজীবীদের আলাপ-আলোচনা হতে জানা যায়, আওয়ামী লীগ দলগতভাবে নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য সময় পূর্বে নির্ধারিত দায়িত্ব দিয়ে সেনা মোতায়েনের বিপক্ষে; তবে নির্বাচনের এক বা দু'দিন আগে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা মোতায়েনে দলটির আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে বিএনপি বরাবরই নির্ধারিত দায়িত্ব দিয়ে সেনা মোতায়েনের পক্ষপাতি। আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপকালীন দলটি এ বিষয়ে তার ব্যক্ত অবস্থান থেকে বিচ্যুত হবে এমন ধারণা করার কোনো যৌক্তিক কারণ আপাতদৃষ্টিগ্রাহ্য নয়।

সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকাবস্থায় অধ্যাদেশের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ সংশোধনী আনয়নপূর্বক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় সশস্ত্রবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে দলটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন করে সংজ্ঞা থেকে সশস্ত্রবাহিনীকে বাদ দেয়। বর্তমানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞায় সশস্ত্রবাহিনী অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচনকালীন সময়ে সশস্ত্রবাহিনী অথবা সশস্ত্রবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সেনাবাহিনী নিয়োগ কোনো বাধা নয় এ কারণে যে, সংবিধানে শৃঙ্খলাবাহিনীর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তাতে সেনাবাহিনী অন্যান্য বাহিনীর সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১২০ ও ১২৬-এর প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে দেখা যায় প্রথমোক্ত অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে– এ ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। শেষোক্ত অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে– নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সব নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে। নির্বাচন কমিশনকে সাংবিধানিকভাবে যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো– জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা। এ দায়িত্বটি পালনের আগে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের কাজ সমাধা করে থাকে।

নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের দেশে ইতঃপূর্বে কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকার, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন যেসব নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল এর প্রতিটির ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে সর্বতোভাবে জাতির সামনে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়েছেন।

দশম সংসদ নির্বাচনটি দলীয় সরকারের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশনের অধীন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি। এ নির্বাচন কমিশনে যাদের ঠাঁই হয়েছিল ব্যক্তি হিসেবে জাতির সামনে তারা কেউই নিজেদের সৎ, দক্ষ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বিগত নির্বাচন কমিশন যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক গঠন করা হয়েছিল বর্তমান দ্বাদশ নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে। বর্তমান নির্বাচন কমিশনে যাদের ঠাঁই মিলেছে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ কমিশনারদের মধ্যে ন্যূনতম দু'জন যে ক্ষমতাসীন দলীয় মতাদর্শী এ বিষয়টি নিয়োগ-পরবর্তী বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়। নির্বাচন কমিশনে অবস্থানকালীন স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে যে ব্যক্তিত্ব, সততা, দক্ষতা, যোগ্যতা, মেধা ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তাদের দায়িত্ব পালন ও আচরণে তা প্রতিফলিত হবে কি না এযাবৎকালীন তাদের পালিত দায়িত্বের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়নি।

আমাদের দেশে অতীতে অনুষ্ঠিত দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হলে নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য সময় আগে নির্ধারিত দায়িত্ব প্রদানপূর্বক সেনা মোতায়েন অপরিহার্য। জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে তা দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্য সহায়ক। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের বিকাশ এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধাহীনভাবে এগিয়ে যেতে হলে সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনই হলো একমাত্র বিকল্প। এ দেশের জনমানুষের কাছে সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনা মোতায়েন ফলদায়ক বিবেচিত হওয়ায় বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের অবস্থান জনমানুষের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। আর তাই দলীয় ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির কারণে সেনা মোতায়েন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান এ দেশের সাধারণ জনমানুষের অবস্থান থেকে ভিন্নতর হলে তা স্বাধীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনায় অন্তরায় হিসেবে দেখা দেবে।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান ও রাজনীতি বিশ্লেষক

আনোয়ার শাহজাহান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন

গোলাপগঞ্জ উপজেলায় আনোয়ার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত আনোয়ার শাহজাহান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন গত ১৫ অক্টোবর রোববার উদ্বোধন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে নতুন ভবন উদ্বোধন করেন ট্রাস্টের বাংলাদেশের চেয়ারম্যান রোটারিয়ান কবি আলী মিরাজ মোস্তাক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। জাতির মেরুদন্ড ঠিক রাখতে হলে তাদেরকে সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অপরিসীম।

বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষায় নয়, একজন সু-শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের জন্য মাদক এবং জঙ্গীবাদ দু'টোই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অভিভাবকদেরকে সচেতন হতে হবে। আজকের শিশুদের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য আনোয়ার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।

আনোয়ার শাহজাহান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আনোয়ার হুমায়ুনের সভাপতিত্বে ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সাংবাদিক ইমরান আহমদের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেইলি বিডি নিউজ ডটনেটের সম্পাদক ফারহানা বেগম হেনা, আব্দুল মুতলিব ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আনোয়ার আলমগীর, গীতিকার লোকমান সরকার, মামুন আহমদ প্রমুখ। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মাজেদ আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম। শেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পঞ্চদশ বছরে বাংলা পোস্ট কেটে জন্মদিন উদযাপিত

কমিউনিটি ও সমাজের প্রয়োজনেই বাংলা পোস্ট এগিয়ে যাবে। গত ১১ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের ১৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তারা এই মন্তব্য করেন। বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১৪ বছর একটানা ঠিকে থাকা একটি কমিউনিটি সংবাদপত্রের জন্য সত্যিই গর্বের এবং আনন্দের।

বাংলা পোস্টের চেয়ারম্যান শেখ মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলা পোস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব তাজ চৌধুরী, চ্যানেল এস এর প্রতিষ্ঠাতা মাহী ফেরদাউস জলিল, বাংলা পোস্টের সাবেক প্রধান সম্পাদক ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কে এম আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বেলাল আহমেদ, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও পত্রিকার সম্পাদক এমদাদুল হক চৌধুরী, সাপ্তাহিক সুরমার সম্পাদক আহমদ ময়েজ, সুরমার বার্তা সম্পাদক কবি আব্দুল কাইয়ুম, বাংলা পোস্টের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু রুফিয়ান, সাংবাদিক আব্দুল হাই সনঞ্জু, বাংলা পোস্টের হেড অব প্রডাকশন সালেহ আহমদ, সাব এডিটর জয়নাল আবেদীন ও সাংবাদিক রাশেদ আদনান।

বাংলা পোস্টের সম্পাদক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কমিউনিটিকে সেবা করার যে অঙ্গীকার করেছিল বাংলা পোস্ট তা অটুট রেখেছে। সম্পাদক তারেক চৌধুরী বলেন, বাংলা পোস্ট মুলধারার নিউজ এজেন্টে প্রথম বাংলাদেশী সংবাদপত্র হিসেবে ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে। কে এম আবু তাহের চৌধুরী বলেন, বাংলা পোস্টের এই অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে পেরে আত্মতৃপ্তি বোধ করছি।

তাজ চৌধুরী বলেন, বাংলা পোস্টের সৃষ্টি ও অগ্রযাত্রা আমার আমৃত্য অস্তিত্বের অংশ হয়ে ঠিকে থাকবে। মাহী ফেরদাউস জলিল বলেন, ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া একে অপরের অংশীদার। যার যার অবস্থান থেকে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে সকলের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিরুল হক সুমন, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, ব্যবসায়ী লুৎফুর রহমান প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে শেখ মফিজুর রহমান বলেন, বাংলা পোস্টের মাধ্যমে কমিউনিটির সেবার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় তা অব্যাহত থাকবে। তিনি বাংলা পোস্টের এই পথচলায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি বাংলা পোস্ট পরিবারের কৃতজ্ঞ প্রকাশ করেন।

বাংলা পোস্ট অফিসে কেক কেটে বর্ষপূতির অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলা পোস্টের সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী। এক প্রীতিভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গান্ধি ক্যাশ এন্ড কারি

দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত এশিয়ান কমিউনিটির সেবায় নিবেদিত

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা

Tel: 020 8593 2286 / 020 7537 6001

Open: Mon-Sat: **9am - 6.30pm** Sun: **10am - 5pm**

OPENING SOON

GOF CASH & CARRY

(BARKING)

640 RIPPLE ROAD

BARKING, ESSEX

IG11 0SN

www.gandhiorientalfoods.co.uk

আমাদের তিনটি ক্যাশ এন্ড কারি

GANDHI CASH & CARRY

Ripple Road
GOF House , Unit 5,
A13 Approach (Rima House)
Ripple Road, Barking,
Essex IG11 0RG

Thomas Road
GOF House
42-44 Thomas Road
London E14 7BJ

Mile End Road
Gandhi Cash & Carry
231/233 Mile End Road
London E1 4AA

We accept major debt/credit cards

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভয়েস ফর বাংলাদেশ'র উদ্যোগে ২৮তম আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ভয়েস ফর বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ২৮তম আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার বিষয়ক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১০ অক্টোবর মঙ্গলবার হাউস অব লর্ডস এর প্রভাবশালী সদস্য লর্ড ক্রিষ্টপার জন রেনান্ড এমবিই'র সভাপতিত্বে ও ভয়েস ফর বাংলাদেশের ফাউন্ডার আতাউল্লাহ ফারুকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসাইন। মানবাধিকার বিষয়ে মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাবেক দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান আব্বাস ফায়েজ। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লর্ড এড্রিও স্টার্নেল ওবিই, লর্ড আহমদ, লর্ড হোসাইন, আফজাল খান এমপি, কেবিন ব্রিননান এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সদস্য ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমদ অসিম, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট প্রতিনিধি, ইউরোপীয়ান কমিশন প্রতিনিধি, হিউম্যান রাইটস ওয়াস প্রতিনিধি প্রমূখ।

প্রধান আলোচক খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে একটি অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরাধীন, সীমাহীন মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। খুন, অপহরণ, ক্রসফায়ার, রাজনৈতিক হয়রানি একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ কথা বলতে পারে না, স্বাধীন সাংবাদিকতা সমূলে ধ্বংসের পথে। প্রধান বিচারপতি অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন। বিভিন্ন তথ্যমতে প্রধান বিচারপতিকে জোরপূর্বক ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, এতে সরকারের দূর্বলতা স্পষ্ট হয়েছে। কারণ ১৫৩ জন অনির্বাচিত এমপির বিষয়ে আপিল বিভাগে শুনানিতে যেনো প্রধান বিচারপতি উপস্থিত না হতে পারেন। মূলত বিচার ব্যবস্থা যাতে সরকারের সম্পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণে থাকে ঠিক সেই কারণে প্রধান বিচারপতির রহস্যজনক ছুটি! আমরা আইনজীবী হাজার চেষ্টা করেও প্রধান বিচারপতির সাক্ষাত করতে পারিনি।

লর্ড এড্রিও স্টার্নেল বলেন, সব দলের আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনই দিতে পারে সকল সমস্যার সমাধান। তিনি বলেন, এভাবে কোন বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠানো দুঃখজনক।

আফজাল খান এমপি বলেন, সরকারকে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে এটাই নিয়ম, কিন্তু ক্রসফায়ার, গুম, খুন ও বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড অগ্রহণযোগ্য। বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। যেনো সবাই সঠিক বিচার পায়। নির্বাচনে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ও আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন জরুরি।

সভাপতির বক্তব্যে লর্ড ক্রিস্টপার রেনান্ড এমবিই বলেন, যতদ্রুত সম্ভব উভয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নিরপক্ষে সরকার গঠন করতে হবে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্টুডেন্ট ইউনিয়নের আহবায়ক এসএইচ সোহাগ, ভয়েস ফর বাংলাদেশ ইউকে শাখার আহবায়ক ফয়সল জামিল।

সম্মেলনে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কানিজ ফাতেমা, এম. আবদুর রহিম, আলাউদ্দিন রাসেল, ডলার বিশ্বাস, নূর হোসেন, আকলিমা ইসলাম, লুৎফুর রহমান লিংকন, মাহমুদুল হাসান, আবদুল্লাহ আল নোমান, লুৎফুর রহমান, গরীব হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, মোঃ পারভেজ আজম, আবুল হোসেন নিজাম, মনোয়ার মোহাম্মদ, শাম্মী হুদা, মিনহাজ খান, আনজুম আরা মুন্নি, ফরিদ আহমদ বুলবুল প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা, প্রশিক্ষন ও রি-টেইল জগতের সহযোগী অ্যাপস 'আউগমেন্টেড বিল্ডস' বাজারে আসছে

মিউনিখে অনুষ্ঠিতব্য AWE Euroup 2017 প্রদর্শনীর একদিন পূর্বে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সফটওয়্যার কোম্পানি (Klaspad) ক্লাসপ্যাড ১৮ অক্টোবর তাদের Augmented Builds নামে নতুন প্রডাক্ট অ্যাপস-এর উদ্বোধনী ঘোষণা প্রদান করবে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্লাসপ্যাডের এই নতুন প্রডাক্টটির পরিষেবা গ্রহণকারিদের কোনো পূর্ব প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রয়োজন নেই এবং এটি ব্যায়বহুলও নয়। এই অ্যাপস-এর মাধ্যমে ব্যবহারকারিরা সহজেই তারা তাদের প্রডাক্টের Augmented View প্রদর্শনে সক্ষম হবেন।

বিশ্ববিখ্যাত তথ্য ও প্রযুক্তির এআর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই ক্লাসপ্যাড তাদের ক্লায়েন্টদের জন্যে ইউরোপে Augmented Builds প্রডাক্টটির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। Augmented Builds প্রডাক্টটির ব্যাবহার খুবই সহজ। এর রয়েছে তিনটি স্তর, প্রথমে মার্কারটি আপলোড করতে হবে। তারপর ভিডিও বা থ্রিডি অবজেক্টে যাবে। এরপর অটোমেটিক লিংকে এআরের সব কিছু Augmented Builds এর অ্যাপস দেখা যাবে।

ক্লাসপ্যাডের (Klaspad) চীফ এক্সিকিউটিভ অম্বরীশ বনসাল এই প্রডাক্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের কোম্পানি এ ধরনের একটি বিশাল প্লাটফরম প্রযুক্তি জগতে নিয়ে আসতে পেরেছে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বড় ধরনের ব্যয়ের দিকে না গিয়েই পরিবেষা গ্রহনকারিরা নিখুতভাবে এই প্রডাক্ট ব্যাবহার করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ক্লাসপ্যাড (Klaspad) যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি কোম্পানি ইতোমধ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং রিটেইল সেক্টরে তাদের পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। ক্লাসপ্যাডের ক্লায়েন্টদের মধ্যে রয়েছে শেফ অনল-াইন, কন্ডেনাস্ট ছাড়াও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত Klaspad.com ওয়েবসাইট ভিজিট করে বিস্তারিত জানা যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Apex Cartridge
Toner & Cartridge Specialists

APEX CARTRIDGE CHARITY DINNER FOR ROHINGYA MUSLIMS

Apex Cartridge Ltd, a London based ink cartridge & toner supplier, is hosting a charity dinner in conjunction with Amanah Aid to raise awareness and support for the Rohingya people.
The Rohingya people are in desperate need of food, clothing, shelter and medical assistances. We are requesting your participation and kind donation.
All proceeds will go towards meeting these costs, directly delivered on the ground by Amanah Aid.

Date:
20 Oct 2017

Time:
6.30pm-10.00pm

Venue:
Sonargaon Restaurant
199 Whitechapel Road
London E1 1DE

Sponsors
LEXPERT SOLICITORS LLP
Eastend Training
দেশ
Microtimes IT · SOUND · SECURITY
SYLDON & CO Syldon
STUDENT CONNECT
EASTERN CARRIAGES LTD

For further information contact Rukon 07825 887 687

বায়ূ দূষণ রোধে যানবাহনের ওপর নতুন চার্জ আরোপ

লন্ডনের বায়ু দূষণ রোধে পুরনো গাড়ি থেকে নির্গমন সমস্যা মোকাবেলায় আগামী মাস থেকে লন্ডনে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর নতুন চার্জ আরোপ করা হচ্ছে।

টোক্সিসিটি চার্জ নামের নতুন এই চার্জ কার্যকর করছে ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন বা টিএফএল কর্তৃপক্ষ। লন্ডনের বিপদজনক দূষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করার উদ্যোগে সাহায্য করবে নতুন এই চার্জ।

বর্তমানের কনজেশন চার্জের পাশাপাশি কার্যকর হবে টি-চার্জ এবং যে সকল গাড়ি ইউরো ৪ স্ট্যান্ডার্ড অনুস্মরণ করতে ব্যর্থ হবে, প্রাথমিকভাবে সেইসব গাড়ির ক্ষেত্রে ১০ পাউন্ড করে চার্জ আরোপ করা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২০০৬ সালের আগের রেজিস্ট্রিকৃত গাড়ি অথবা ১০ বছরের পুরনো গাড়িগুলোকে এই সাপ্টিমেন্টারি চার্জ গুনতে হতে পারে।

এটি বলবৎ হবে শুধুমাত্র কনজেশন চার্জ সময়সীমা অনুযায়ি, অর্থাৎ সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এবং একই এলাকার মধ্যে। ব্যাংক হলিডের দিনগুলো এবং ক্রিসমাস ডে ও নিউ ইয়ার্স ডেতে কোন চার্জ আরোপ হবেনা।

সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা ৯০ শতাংশ ডিসকাউন্ট পাবেন এবং ব্লুব্যাজধারী গাড়ি চালকরা ১০০ ভাগ ডিসকাউন্ট পাবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে বায়ু দূষণ কিভাবে অকাল মৃত্যুর কারণ হচ্ছে, তা আমাদের সবারই জানা। আমাদের বাচ্চাদের লাংস থেকে শুরু করে বয়স্কদের ডিমেনশিয়া, স্ট্রোক ইত্যাদিতে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বায়ু দূষণ অন্যতম কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

টিএফএল এর ওয়েবসাইট www.tfl.gov.uk/t-charge ভিজিট করে আপনার গাড়িটি এমিশনস স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ি কি-না তা চেক করতে পারবেন।

লন্ডনের বাস ও টেক্সি পরিবেশ বান্ধব হতে শুরু করলেও ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন হিসাব অনুযায়ি লন্ডনের বায়ু দূষণে ডিজেল চালিত গাড়ির অবদান ২০১৩ সালে যেখানে ছিলো ২৪ শতাংশ, তা ২০২০ সালে ৪০ শতাংশে গিয়ে দাড়াবে। লন্ডন মেয়রের এয়ার কোয়ালিটি প্রোগ্রামকে টাওয়ার হ্যামলেটস সমর্থন করছে। এ প্রসঙ্গে মেয়র জন বিগস বলেন, কাউন্সিলের সবচেয়ে অগ্রাধিকার হচ্ছে বায়ু দূষণ রোধ করা। লন্ডন মেয়র সাদিক খান কর্তৃক আরোপিত নতুন টক্সিসিটি চার্জকে আমি স্বাগত জানাই।

কেবিনেট মেম্বার ফর স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট, ওয়েস্ট এন্ড এয়ার কোয়ালিটি, কাউন্সিলর র‍্যাচেল ব্ল্যাক বলেন, লন্ডনে বাতাসের মানকে উন্নত করতে আমাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টি-চার্জ হচ্ছে অনেকগুলো উদ্যোগের একটি। আমাদের বারার বাসিন্দারা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ডিসকাউন্ট এবং ব্লু ব্যাজ ধারীরা শত ভাগ ডিসকাউন্ট পাবেন।

বার্মিংহামে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

আসছে আরবী মাস মাহে রবিউল আওয়াল। এ মাসে ধরাধামে আগমন করেন বিশ্বনবী হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর আগমনের মাসে বিশ্বব্যাপি আশেকে রাসুল ও নবী প্রেমিকগণ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) মাহফিলের আয়োজন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে ঐতিহ্যবাহী লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈদে মিলাদুন্নবী (স:) উদযাপন উপলক্ষে গত ২ অক্টোবর সোমবার দুপুরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির আহ্বানে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। স্যান্ডওয়েল কাউন্সিলের মেয়র আলহাজ আহমেদ উল হক এমবিই'র সভাপতিত্বে ও লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির কো-অর্ডিনেটর মাওলানা রফিক আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে 'শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহা সম্মেলন' এর পালনের উদ্যোগ ও কমপ্লেক্সের ফাউন্ডার মেম্বার ও লাইফ মেম্বারদের সার্টিফিকেট প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন করার লক্ষে সভায় বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এমএ কাদির আল হাসান, ফাউন্ডার মেম্বার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ কাজী আংগুর মিয়া, ওয়ালছাল সুন্নী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নোমান আহমদ, আলমরক গাউছিয়া জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আতিকুর রহমান, এলএফসি'র সেক্রেটারি মোঃ মিসবাউর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোঃ খুরশিদ উল হক ও মোঃ আব্দুল হাই, ক্যাশিয়ার আমিরুল ইসলাম জামাল, কমিউনিটি নেতা আলহাজ গৌছ আহমদ, লজেলস বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এন্ড জামে মসজিদের খতিব মাওলানা হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দী, মাওলানা বদরুল হক খান, মাওলানা গুলজার আহমদ, মাওলানা আব্দুল মুনিম, মাওলানা এহসানুল হক, হাজী সাহিদ মিয়া, হাফিজ উসমান খান, হাজী সাহাব উদ্দিন, মোঃ সাইফুল আলম, ক্বারি মাহফুজুল হাসান খান, মোঃ আহমদ আলী, মোঃ সামির উদ্দিন, মাকন মিয়া, মজলু মিয়া, শমসের আলী, আরিফুল ইসলাম, মোঃ মতিউর রহমান, হাজী জয়নাল আবেদীন, সাদ উদ্দিন, মাসুম আহমদ, জাকওয়ান আহমদ গিলমান, সমুজ খান, হাফিজ আলী হোসাইন বাবুল, মোঃ ইসমাইল মিয়া, হাজী হাসন আলী হেলাল, মোহাম্মদ ক্বারী সাহিন আহমদ, সাহিদ আলী, মোঃ তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফারুক আলী রোফজান প্রমূখ।

শেষে বিশ্ব মুসলিমের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

Example, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।

আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com

Serving for last 8 years

(We do not help CAB/TRADE Insurance)

TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

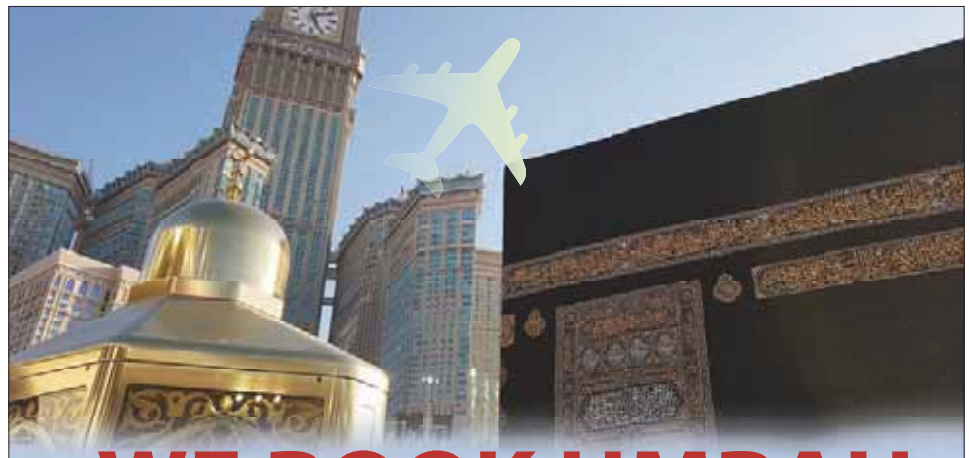

WE BOOK UMRAH
FULL PACKAGE

TICKET ● HOTEL 3-5 STARS ● VISA ● TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH
SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS
MONEY TRANSFER AND CARGO
388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP
0208 470 1155
zamzamtravelsuk@gmail.com

বিবিবিএফ অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে বক্তারা

কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে হলে সাংগঠনিক উদ্যোগের বিকল্প নেই

বিবিবিএফ তৃতীয় অ্যাওয়ার্ডস বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৯ অক্টোবর সোমবার লুটনের ক্রিসেন্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ফয়সল আহমদ, সেক্রেটারি জেনারেল সেলিব্রেটি শেফ অলি খান ও ট্রেজারার শামসুল আলম মাখনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং জনপ্রিয় উপস্থাপক মিনারা মেঘনা উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ার্ডস বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিয়ন্ড ট্রেইলর- হাই শারীফ অব বেডফোর্ডশায়ার, লর্ড বিল ম্যাকেঞ্জি, বিসিএ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল ইয়াকুব, বিবিসিএ'র প্রেসিডেন্ট ইয়াফর আলী, বিবিসিএ'র সেক্রেটারী শাহানুর খান, বিসিএ'র চিফ ট্রেজারার সাইদুর রহমান বিপুল, রয়েল বারা অব উইন্ডসর কাউন্সিলের কাউন্সিলার শামসুল ইসলাম সেলিম, সিওয়াইসিডি'র এমডি বব বার্টন, কিংফিশার বিয়ারের সিইও ডামন সোয়াব্রিক, টিভি ওয়ানের এমডি গোলাম রসুল, কমিউনিটি নেতা আবুল হোসেন চৌধুরী, মলভ্যালী ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারপার্সন কাউন্সিলার জাহাঙ্গির হক, বেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমেদ, লুটন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার তাহির খান, কাউন্সিলার তারেক চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক বারবারা ঘোষ, আশুক আহমদ এমবিই, শহীর উদ্দিন মিন্টু এলবিসি ও শাহরিয়ার আহমদ শুমন এলবিসি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্পন্সর কমিটির প্রধান এমআর চৌধুরী রুহুল, এওয়ার্ড কমিটির প্রধান ফিরোজুল হক, আপ্যায়ন কমিটির পক্ষে মালিক উদ্দিন, খলিলুর রহমান, ছুরুক মিয়া ও প্রকাশনা কমিটির প্রধান এবং সংগঠনের প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি মোহাম্মদ মজনু।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজ অথবা যেকোন একটি কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে হলে রাষ্ট্রের পাশাপাশি সাংগঠনিক উদ্যোগের বিকল্প নেই। যার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ব্রিটিশ বাংলাদেশী বিজনেস ফোরাম (বিবিবিএফ) ইউকে। বৃটেনের এ্যাথনিক বাংলাদেশী কমিউনিটির ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিওনে ২০০৮ সালে কয়েকজন উদ্যোমী মানুষের প্রচেষ্টায় যাত্রা শুরু করে ব্রিটিশ বাংলাদেশী বিজনেস ফোরাম (বিবিবিএফ) ইউকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহুমুখী কল্যাণকর কর্মকান্ডের মাধ্যমে সংগঠনটি সকল মহলের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়।

এ বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ২১টি এওয়ার্ড প্রদান করা হয়- এর মধ্যে ২০১৭ সালের জিসিএসই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২ কৃতি শিক্ষার্থীকে এ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন- আমব্রিন খানম, আম্মারা আহমেদ, আনজুমান শাহ মোস্তফা, মাসুমা আক্তার, মোহাম্মদ চৌধুরী, মোহাম্মদ দিলওয়ার হোসাইন, মোহাম্মদ নাভেল হোসাইন, রিজওয়ান তাছমিন উদ্দিন, শামীমা আক্তার, মাহিসা জান্নাত, আনিসা হোসাইন, এবং সরকারী বৃত্তি নিয়ে ইটন কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য চান্স পাওয়া কৃতি শিক্ষার্থী মোঃ আববিদুর রহমান।

এছাড়া এ লেভেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থী নুমা খানম এবং আল হিকমা স্কুলের তিন জন আলিমাকে এ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। তারা হলেন- আবিদা খানম, মোসাম্মৎ তাছমিয়া মুসলেহা, রহিমা চৌধুরী।

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় এ বছর যেসব ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এওয়ার্ড প্রদান করা হয় তাদের মধ্যে, বেষ্ট ট্রাভেল অব দ্য ইয়ার এয়ার এক্সপ্রেস লুটন ব্রাঞ্চ, বেষ্ট রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার কারি গার্ডেন ডান্সটেবল, বেষ্ট টেকওয়ে অব দ্য ইয়ার এইচ-বি কারি লুটন, বেষ্ট শেফ অব দ্য ইয়ার মোহাম্মদ মোস্তফা বাফেলো গ্রীল লুটন, বেষ্ট হোলসেল অব দ্য ইয়ার এ-কে গ্রুপ লুটন। এওয়ার্ড অনুষ্ঠান সফল করতে যে সব প্রতিষ্ঠান স্পন্সর করেছে তারা হলো- পিকল কোয়ালিটি সিডর, লায়ন লাগার, এয়ার এক্সপ্রেস টেভেল এজেন্সী, কাওছার এন্ড কোম্পানী চার্টার একাউনটেন্ট, ট্রেনিং ফর ইউ, অ্যাপ ট্রেভেল নেট, সিম্পলী মুভ (লেটিং এজেন্সী), এ-ওয়ান ফ্রোজেন ফুড, এ-কে গ্রুপ হোলসেল ক্যাশ এন্ড কারি, এস এ এন্ড কোম্পানী চার্টার একাউনটেন্ট, বেঙ্গল ফুড (ফ্রোজেন ফুড সাপ্লায়ার), লিটন লন্ড্রী, সামাদ ওয়ারজিস সার্ভিস। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিলো টিভি-ওয়ান এবং চ্যারিটি পার্টনার হিসেবে ছিলো লুটন ব্রিটিশ বাংলাদেশী হ্যান্ডিং হ্যান্ড এলবিবিএইচএইচ।

শীতের আগেই ফ্লু জাব নিতে বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান

শীতের মওসুম শুরুর আগেই ফ্লু'র টিকার নেয়ার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস্ বারার ঝুঁকিতে থাকা বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

৬৫ বা তদোর্ধ বয়সী এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগে যেমন ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনী রোগ, ফুসফুসে রোগে ভুগছেন, অথবা যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল, তাদেরকে ফ্লু টিকা নিতে অনুরোধ করেছে এনএইচএস।

স্বাস্থ্য ও সোশ্যাল কেয়ারের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং পার্সোনাল কেয়ারারদেরকেও ফ্লু জাব নিতে বলা হয়েছে, যাতে করে তাদের কাছাকাছি আসা লোকজন যেন এই ভাইরাসে আক্রান্ত না হোন।

মেয়র অব টাওয়ার হ্যামলেটস্, জন বিগস বলেন, যারা সবচেয়ে অসহায় ও দুর্বল, ফ্লুতে আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা গুরুতর হতে পারে। টাওয়ার হ্যামলেটসের যেসকল বাসিন্দা ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন, তাদেরকে ফ্লু জাব নেয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও কম বয়সী ছেলেমেয়েরা বিনা মূল্যে এই ফ্লু ভ্যাকসিন লাভ করবে। ২ থেকে ৮ বছর বয়সী বাচ্চাদের বিনামূল্যে নজল স্প্রে দেয়া হবে।

ফ্লুর ঝুঁকি এড়াতে সব সময় হালকা গরম পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য, কাশি বা হাঁচির সময় টিস্যু ব্যবহার করতে এবং ব্যবহৃত টিস্যু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিনে ফেলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

কেবিনেট মেম্বার ফর হেলথ এন্ড এডাল্ট সার্ভিসেস, কাউন্সিলর ডেনিস জোনস বলেন, এটা জানা থাকা দরকার যে, ফ্লু এমন একটি ভাইরাস বা সংক্রামক রোগজীবাণু, যা প্রতি বছর পরিবর্তন হতে পরে এবং আক্রান্তের জন্য তা অনেক গুরুতর হতে পারে। তাই যারা ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হন, তাদেরকে শীত কালের আগেই ফ্লু জাব বা টিকা নেয়ার জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ করে থাকি।

বিনা মূল্যে ফ্লু জাব পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে নিজেদের জিপি কিংবা স্থানীয় ফার্মেসীর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

KUSHIARA
• Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460
Open 7 days a week 10am-8pm
TRAVEL SERVICES
■ CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
■ HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
■ LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
■ WORLDWIDE CARGO SERVICE
■ WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters
CARGO SERVICES
■ আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
■ বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
■ আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি
Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি
■ Worldwide Money Transfer
■ Bureau De Exchange
We buy & sell BDTaka, USD, Euro
313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com
ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।
St> is-04-cont

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
Instant Cash Service
ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক
আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক
বারাকাহ সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
রাত ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস
SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM
*T&C Apply
barakah Whitechapel
131 Whitechapel Road
London E1 1DT, 020 7247 2119
(Oposite East London Masjid)
barakah Manor Park
425 High St North Manor Park
London E12 6TL, 020 8552 6067
(Oposite Baitur Rahman Masjid)
প্রতি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info
হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
Taka Rate Line : 020 7247 0800

গ্লোবাল এইড এর উদ্যাগে ৫ম কেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গ্লোবাল এইড ট্রাস্ট্রের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে ৫ম কেরাত প্রতিযোগিতা (কিউ ফ্যাক্টর ৫) গত ১৫ অক্টোবর রোববার পূর্ব লন্ডনের রয়্যাল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসিফ চৌধুরীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার শায়েখ আব্দুল আজিজ।

কেরাত প্রতিযোগিতায় সিনিয়র ও জুনিয়র গ্রুপে কয়েক'শ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত সবাইকে বিমোহিত করে। কয়েক ধাপে বাছাই পর্ব শেষে দুই গ্রুপ থেকে ৬ জনকে নির্বাচিত করা হয়। কেরাত প্রতিযোগিতায় জুনিয়র গ্রুপে প্রথম হন ইদ্রিস বান্না হাসান। দ্বিতীয় মোহাম্মদ ইসমাইল বিন মাইদি এবং তৃতীয় হন রায়য়ান শরিফ। সিনিয়র গ্রুপে প্রথম হন মোহাম্মদ নাদিমুল আহসান নাহিন। দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ নোমান আল-মাদানী ও তৃতীয় হন হাবিব মাতলিব। অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট্রি ও আমন্ত্রিত অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করেন ইসলাম চ্যানেলের জনপ্রিয় উপস্থাপক রহিম জঙ্গ। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার ছিল 'চ্যানেল এস টিভি'। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক আলেম, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শেষে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হিথ্রোতে খালেদা জিয়াকে বিদায় জানালেন মহানগর বিএনপি নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে হিথ্রো বিমানবন্দরে বিদায় জানালেন লন্ডন লন্ডন মহানগর বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ।

লন্ডন মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজার নেতৃত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, সহ-সভাপতি শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাবু, আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুর রব, এমদাদ হোসেন খান, মাহবুব হাসান সাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল আহমেদ, জামাল উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউর রহমান, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, সহ-গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মামুন রশিদ, ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ আতাউর রহমান, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক সিহাব আহমেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মিলাদ হসেন রুবেল, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আবেদিন, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন, সহ-প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ওমর গনি, কার্যনির্বাহী সদস্য আব্দুল হামিদ, মোঃ শিবলি, মোঃ মোমিন মিয়া, মোঃ ফরিদউল্লাহ মুন্সী, আরিফুল হক, হাসান জাহেদ, শাকিল আহমদ, সালাউদ্দিন, নাসিম উদ্দিন খান, আল ফেরদৌস, আবদুল সামাদ রাজ, শাকিল আহমদ, তারেক আহমদ, আলিনুর আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আত্মপ্রকাশ ২৪ অক্টোবর মতবিনিময় সভা

সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে নামে একটি নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। এই নতুন ট্রাস্ট গঠন উপলক্ষে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত উক্ত ইউনিয়নের জনসধারণকে নিয়ে আগামী ২৪ অক্টোবর এক মতবিনিময় সভার আহবান করা হয়েছে।

১২, ব্রিকলেনের সোনার গাঁ রেস্টুরেন্টে ওইদিন সাড়ে ৭টায় অনুষ্ঠিতব্য মতবিনিময় সভায় সকলকে উপস্থিত হতে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শাহ আলম কামালী, মোঃ নজমুল ইসলাম লিটন, লুৎফুর রহমান মিয়া বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে ০৭৪৬২ ৬৯৭ ৫৩৫ নাম্বারে যোগযোগ করা যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?

তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্থ

TAJ ACCOUNTANTS

HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs

Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843

Our Popular Services

- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Nurujjaman

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk

We are registered licence holder in public practice

বৃহত্তর ইশাকপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র সভা অনুষ্ঠিত

বৃহত্তর ইশাকপুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে'র এক সভা গত ১৬ অক্টোবর সোমবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ইসলাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সম্প্রতি বাংলাদেশে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ও ইশাকপুর পাবলিক হাই স্কুলের গরীব শিক্ষার্থীদের মাঝে এককালীন বৃত্তি প্রদান করায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং সংগঠনের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাহার, প্রবীণ শিক্ষক সৈয়দ চান্দ আলী মাষ্টার, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল আলী রউফ, কমিউনিটি নেতা শাহ জিল্লুল করিম, সংগঠনের সহ সভাপতি শাহ রেজাউল করিম, কোষাধ্যক্ষ সমর আলী, ইরন খান, জনাব কাছা মিয়া, আনাস উদ্দিন, আব্দুস সালাম, সিরাজ মিয়া, সফিক মিয়া, সমর আলী, আব্দুল রউফ, আনহার মিয়া, জিলু মিয়া, তৈমুছ আলী, আবুল কালাম, আব্দুল করিম, মুজাম্মুল করিম, আব্দুল মহিম, সফু মিয়া, সাবুল মিয়া প্রমূখ।

সভায় ১৩ জন নতুন ট্রাস্টিশীপ গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন- আজিজুর রহমান, আনহার মিয়া, মোঃ আবুল কালাম, মোঃ আব্দুর রউফ, মুসা করিম, ওয়াফিজ উল্লাহ, আনফর উল্লা, বদিউজ্জামান, কামাল হোসেন, আছমত উল্লা, কামাল হোসেন, আবু সাহিদ, মইনুল হক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হবিগঞ্জ স্পোর্টস ট্রাস্ট ইউকে'র যাত্রা শুরু

লন্ডনে বসবাসরত হবিগঞ্জের সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের নিয়ে 'হবিগঞ্জের ক্রীড়া ক্ষেত্রের সমস্যা ও সম্ভবনা এবং প্রবাসীদের করণীয় বিষয়ক' এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৬ অক্টোবর সোমবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্তুরাঁয় ক্রীড়া সংগঠক ও হবিগঞ্জ মর্ডান ক্লাবের সাবেক সভাপতি এডভোকেট চৌধুরী ফয়জুর রহমান মোস্তাকের সভাপতিত্বে ও শামসুল ইসলাম মঞ্জুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন হবিগঞ্জ ফাউন্ডেশন ইউকে'র সভাপতি দেওয়ান সৈয়দ রব মুর্শেদ। মূল বক্তব্যের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শামসুল ইসলাম মঞ্জু, সাবেক ক্রীড়াবিদ ও ইয়ুথ এসোসিয়েশন অব হবিগঞ্জ এর সভাপতি চৌধুরী নিয়াজ নিষ্কন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমল খান, সাবেক ক্রীড়াবিদ গৌরব রায় মিঠুন, বৃন্দাবন সরকারি কলেজ এক্স স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ইউকে'র সাধারণ সম্পাদক খাইর জামান জাহাঙ্গীর, সাবেক ক্রীড়াবিদ বিপ্লব পাল, সাবেক ক্রীড়াবিদ শাহ রাসেল প্রমূখ।

সভায় উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে হবিগঞ্জের ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃটেনে বসবাসরত হবিগঞ্জবাসীকে নিয়ে হবিগঞ্জ স্পোর্টস ট্রাস্ট ইউকে নামে একটি সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়।

এ সময় সাবেক ক্রীড়াবিদ বাকি বিল্লাহ জালালকে আহ্বায়ক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। আহবায়ক কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- চৌধুরী নিয়াজ নিষ্কন, নজমুদ্দীন তালুকদার মিঠু, ইমরানুল রব চৌধুরী উজ্জ্বল, সৈয়দ আশফাকুল রহমান ফারহান, গৌরব রায় মিথুন, বিপ্লব পাল, খাইর জামান জাহাঙ্গীর, আদিত্য সাদি, দেওয়ান সৈয়দ রব মুর্শেদ, মোঃ আলামিন মিয়া, শাহ রাসেল, সুলতান মাহমুদ কয়েস, আল-মনসুর সোহাগ ও এনাম আহমেদ খান সজীব। সভায় জানানো হয়, উক্ত আহ্বায়ক কমিটি বিলেত প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীদের সংঘটিত করার উদ্যোগ নিবেন এবং শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোজাম্মেল হক শাহজাহান, আবুল আজিজ, মামুন রশিদ, বাবলু আহমেদ, এনামুল হক জুবায়ের, শাহজাহান কবির, সৈয়দ মারুফ, মাহমুদ বশির, আলাল আহমেদ, এমরান আহমেদ, সালেক আহমেদ, লিলু আহমেদ প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ২৮। উচ্চতা ৬ ফুট। বৃটিশ-বাংলাদেশী মুসলিম পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বাংলাদেশী স্টুডেন্ট অথবা ভিজিটর হলেও চলবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: M.R. Chowdhury 07852 520 993

(WD:34-37)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Doctor's Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996, 07931 750 250
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

লন্ডন ব্রীজের কাছে টেকওয়ে বিক্রি

লন্ডন ব্রীজের সন্নিকটে অত্যন্ত চমৎকার লোকেশনে একটি ইণ্ডিয়ান টেইকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৫,৫০০ পাউন্ড। রেইট নাই। ব্যবসা খুবই ভালো। সপ্তাহে সাড়ে ৫ হাজার পাউন্ড ব্যবসা হয়। দাম আলোচনা সাপেক্ষ। পরিচালনার অভাবে বিক্রি হচ্ছে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: Mr. Anwar: 07944 771 391
Mr. Shahin: 07397 553 674

(WD: 36-39)

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

- Extension
- Plumbing
- Tiling
- Loft Conversions
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.

পাত্রি আবশ্যক

বয়স ৩৫। উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। লন্ডনে রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্টে কর্মরত বৃটিশ পাত্রের জন্য পাত্রি আবশ্যক। পাত্রি বৃটিশ অথবা বাংলাদেশ থেকে আগত স্টুডেন্ট কিংবা ভিজিটর হলেও চলবে। তবে ভালো পরিবারের ধার্মিক ও সুশিক্ষিত হতে হবে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা পাত্রের অভিভাবকের সাথে নিম্নোক্ত নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

Contact: 07763 464 271

WD: 32-38

হাউস অব লর্ডসে ইউনির্ভাসেল ভয়েস ফর জাস্টিস'র কনফারেন্স

লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ইউনির্ভাসেল ভয়েস ফর জাস্টিস'র উদ্যোগে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন, আইনের শাসন ও মানবাধিকার রক্ষার বাস্তবতা এবং প্রত্যাশা শীর্ষক এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ অক্টোবর সোমবার বৃটিশ পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ হাউস অফ লর্ডসে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন হাউস অব লর্ডসের মেম্বার লর্ড হোসাইন ও লর্ড শেখ। কনফারেন্সে বাংলাদেশের উপর ২০১৬ সালের মানবাধিকারের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর জাস্টিস'র চেয়ারম্যান সাঈদ বাকির পরিচালনায় কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইউকে'র বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর জেরি এলান, কুইন ম্যারি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের বাংলাদেশ এম্বাসেডর ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান মাহিদুর রহমান, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মুখলেসুর রহমান চৌধুরী, ইউনিভার্সাল ভয়েস ফর জাস্টিস'র ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুব আলী খানশূর, পিএইচডি ফেলো আবু সালেহ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, জাস্টিস ফর বাংলাদেশের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ।

সভায় জেরি এলান বাংলাদেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যদি এ সমস্যার উত্তরণ না করা যায়, তাহলে অচিরেই বাংলাদেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

ব্যারিস্টার নজির আহমেদ সাংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে কী কী ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে তা তুলে ধরেন। প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে সরকারের নজিরবিহীন নাটকের চিত্রও তুলে ধরেন তিনি।

মুখলেসুর রহমান চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ যদিও ওয়েস্টমিনস্টার পার্লামন্টেকে অনুসরণ করে বলে বলা হয় কিন্তু তা শুধুমাত্র কাগজে কলমে, বাস্তবে নয়। আগামী নির্বাচনে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করে তিনি বলেন, গত ২০১৪ সালের নির্বাচনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনুপস্থিতির কারণে একতরফা নির্বাচন করতে সমর্থ হয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার। মাহিদুর রহমান বলেন, প্রায় ১০ বছর ধরে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গনতন্ত্রের নামে স্বৈরশাসন কায়েম করেছেন।

মাহবুব আলী খানশূর বলেন, বাংলাদেশে অনির্বাচিত সরকার কর্তৃক গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় দেশে গণতন্ত্র নেই। অবৈধ সরকার জোর করে অনেকগুলো পত্রিকা, টিভি অফিস ও অনলাইন সংবাদ মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে। আবু সালেহ মোহাম্মদ ইয়াহহিয়া বাংলাদেশের বিচার বর্হিভূত হত্যা এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের খুন ও গুমের ঘটনা সকলের সামনে তুলে ধরেন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গুমের শিকার ইয়াহহিয়া নিজের উপর চালানো অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র বর্ণনা করেন।

কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফরিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাকিল উদ্দিন, শহিদুল ইসলাম, মেহেরুন নেসা ,আবুল কাশেম, এসএম মাহাবুব, বেলাল মোল্লা, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন, মনির হোসাইন, আলী শাহাজাদা, এজেএম তোফায়েল চৌধুরী, রোকতা হাসান, গোলাম হাফিজ, ওসমান গনি, শহিদুল ইসলাম খান, মোহাম্মদ শাহজাহান প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টোরি, লিবডেম ও ইন্ডিপেনডেন্ট কাউন্সিলারদের না ভোট : ১৭টি কাউন্সিল হাউজ নির্মাণ আটকে গেলো

টাওয়ার হ্যামলেটসের প্ল্যানিং কমিটিতে টোরী, লিবডেম এবং ইন্ডিপেনডেন্ট কাউন্সিলারের না ভোটে লাইম হাউস এলাকায় আটকে গেল ১৭টি নতুন কাউন্সিলের বাড়ী নির্মাণ প্রক্রিয়া।

গত ১১ অক্টোবর আলোচনা শেষে প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান বিষয়টি ভোটাভুটিতে দিলে সভায় উপস্থিত লেবারের দুজন কাউন্সিলার যথাক্রমে জন পিয়ার্স এবং ড্যানি হ্যাসেল বাড়ী নির্মানের পক্ষে ভোট দিলেও লিবডেম কাউন্সিলার এন্ড্র ক্রেগান, টোরী কাউন্সিলার ক্রিস চ্যাপম্যান এবং ইন্ডিপেনডেন্ট কাউন্সিলার সুলুক আহমেদ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। ফলে কাউন্সিলের এই ১৭টি বাড়ী নির্মান আটকে যায়।

উল্লেখ্য, বাড়িগুলোর ভাড়া সাধারন বাসিন্দাদের শতভাগ সামর্থ্যের মধ্যে রেখে বানানোর পরিকল্পনা ছিলো।

এদিকে প্ল্যানিং কমিটিতে ৩ জন কাউন্সিলারের না ভোটে লাইম হাউস এলাকায় কাউন্সিল বাড়ী নির্মান প্রক্রিয়া আটকে যাওয়ায় নির্বাহী মেয়র জন বিগস ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, যেসব কাউন্সিলার প্রকল্পের প্ল্যানিং পারমিশন আটকে দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার প্রশ্ন রয়েছে, সম্ভবত আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মেয়র আরো বলেন, বাড়ীর জন্য অপেক্ষায় থাকা ১৮ হাজার পরিবারের জন্য আমাদের সক্রিয় হওয়া উচি। সামর্থ্যের মধ্যে থাকার মতো বাড়ী তাদের অধিকার। মানুষের চাহিদা এবং ডেভেলাপমেন্টের মধ্যে ভারসাম্য একটি কঠিন কাজ। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্বেগকে শুনার পর প্রকল্পের পুরো ডিজাইনে উল্লেখ করার মতো পরিবর্তন আনা হয়েছিলো। ব্ল্যাকওয়াল এন্ড কিউবিট টাউন, আইল্যান্ড গার্ডেনস এবং স্পিটালফিহ্বস এলাকার শত শত পরিবার যখন বাড়ীর জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তখন তাদের কাউন্সিলাররা এফোর্ডেবল এবং এনার্জি এফিসিয়েন্ট এসব বাড়ী নির্মানে বাধা দিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

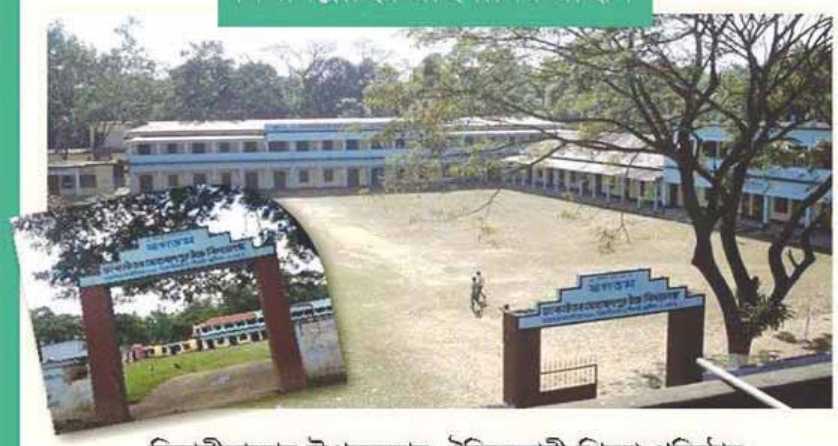

বিয়ানীবাজার উপজেলার ঐহিত্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ঢাকা উত্তর মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়

এর প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং শুভাকাঙ্খীদের পূনর্মিলনী করার লক্ষ্যে আহবায়ক কমিটির

প্রথম মতবিনিময় সভা

তারিখ ঃ ২৪শে আক্টোবর ২০১৭, মঙ্গলবার
সময় ঃ বিকাল ৬.৩০ মিনিট

স্থান ঃ ব্লু-মুন সেন্টার
88 Mile End Road,
London E1 4UN

এতে যুক্তরাজ্য বসবাসরত উক্ত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এবং শুভাকাঙ্খীদের উপস্থিত থেকে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুরোধ ক্রমে
মঞ্জুরুস সামাদ চৌধুরী মামুন এবং গৌছুল বারী চৌধুরী নানু
আহবায়ক ঃ পূনর্মিলনী বাস্তবায়ন কমিটি (ইউ.কে)
যোগাযোগ ঃ 07956 236 644 / 07930 224 519

ফ্রেন্ডস অফ ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সিলেট-এর বিশেষ অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন আয়োজনে-

৪১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রতিশ্রুতি

- ডঃ ইকবাল আহমদ ওবিই ১০ লক্ষ টাকা
- মুসলেহ আহমদ ৫ লক্ষ টাকা (ঢাকা রিজেন্সী)
- মনজুরুসামাদ চৌধুরী মামুন ৫ লক্ষ টাকা (বেড ডোনার)
- আব্দুল মুনাফ ৫ লক্ষ টাকা (বেড ডোনার)
- আরো ১৬ জন নতুন ডোনার

গত রোববার ৮ অক্টোবর (২০১৭) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট-এর এডভাইজারী কমিটির প্রেসিডেন্ট এম এ আহাদ-এর বাসভবনে এক সংক্ষিপ্ত আয়োজনে ৬ লক্ষ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট-এর ডাইরেক্টর ও সিইও কর্ণেল (অবঃ) শাহ আবিদুর রহমানের হাতে চেকখানা তুলে দেন চেয়ারম্যান মাহমুদুর রশীদ, সেক্রেটারী মিছবাহ জামাল, ভাইস চেয়ারম্যান এম এ মতিন, ট্রেজারার আবদাল মিয়া, মেম্বারশীপ সেক্রেটারী আখলাছুর রহমান আলী, নতুন বেড ডোনর আবদুল মনাফ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এনএইচএফ সিলেট-এর ডাইরেক্টর ও সিইও কর্ণেল (অবঃ) শাহ আবিদুর রহমানের হাতে চেকখানা তুলে দিচ্ছেন চ্যানেলএস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাজ চৌধুরী

এফএনএইচএফ সিলেট-এর সেক্রেটারী মিছবাহ জামালের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মিঃ মঞ্জুরুস-সামাদ চৌধুরী (বেড ডোনর)

হিলসাইড ট্রাভেল্স্-এর ডাইরেক্টর মিঃ হেলাল খান এর সাথে এফএনএইচএফ সিলেট-এর সাথে সেক্রেটারী মিছবাহ জামাল

এফএনএইচএফ সিলেট-এর সেক্রেটারী মিছবাহ জামাল ডোনার কার্ড হস্তান্তর করছেন জেনারেল অটো সার্ভিসের ডাইরেক্টর মিঃ রবীন পাল-এর হাতে।

ডব্লিউআইএফএ কমিউনিটি লিগ্যাল এডভাইজার মিছবাউল হক ও মিছবাহ জামাল।

ডোনর মোঃ আজিজুর রহমান ও মিছবাহ জামাল

এফএনএইচএফ সিলেট-এর ইউকে কমিটি সদস্য ও ডোনর মিঃ ইসলাম উদ্দিনের সাথে সেক্রেটারী মিছবাহ জামাল।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন– Mahmadur Rashid, (Chairman) 07956289748 | Misbah Jamal, (Secretary) 07957124487 | M.A.Ahad (President, UK advisory committee) 07438028482 | Abdal Miah, (Treasurer) 07981796894

মানিক কোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

মানিক কোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ৫০ বছর পূর্তি ও প্রাক্তণ ছাত্রীদের এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান গত ১৬ অক্টোবর রোববার দুপুর ১২টায় পূর্ব লন্ডনে ফরেস্ট গেটের স্থানীয় একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদযাপন কমিটির সভাপতি আবু সামীহুরের সভাপতিত্বে ও উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুক্তাদীর আলী মকতু, মানিকুর রহমান গনী, সোহর আলী রিংকু, সাচ্চু মিয়া এবং চিত্র নায়িকা সোনিয়ার যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আলী আহমদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টহ্যামের এমপি ইষ্টিফেন টিমস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস এর নির্বাহী মেয়র জন বিগস, স্পিকার সাবিনা আক্তার, আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জে পি, কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, এসেম্বেলী মেম্বার উমেশ দেশাই, সাবেক এমপি সৈয়দা জেবুন নেছা হক, কাউন্সিলার রাবিনা খান, কাউন্সিলার আমিনুর খান, কাউন্সিলার আয়শা চৌধুরী, কাউন্সিলার শাহ আলম, কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব মুতাসিম আলী সেতু। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কাপ্তান মিয়া, আফতাব উদ্দিন, মো: সামছুল ইসলাম কয়ছর, আব্দুল আহাদ রুবেল, নিজাম উদ্দিন নিজাম, পারভেজ আহমেদসহ আরো অনেকে।

দিনব্যাপি অনুষ্ঠানজুড়ে ছিলো স্কুলের অতীত স্মৃতি নিয়ে আলোচনা, পুথি পাঠ, নাথ, কবিতা, ম্যাজিক শো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মন মাতানো গান পরিবেশন করেন শতাব্দী কর। শেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের সাথে নিয়ে বিশাল আকারের কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট জেলা এসোসিয়েশন পোর্টসমাউথের উদ্যোগে দ্বৈত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

সিলেট জেলা এসোসিয়েশন পোর্টসমাউথের উদ্যোগে ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্টের সফল আয়োজনের পর অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন ও বিপুল সংখ্যক ক্রীড়া মোদির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো দ্বৈত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। গত ১৫ অক্টোবর রোববার স্থানীয় উইম্বলডন পার্ক স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন কমিউনিটির মোট ৫৫টি টিম অংশগ্রহণ করে।

তিনটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে এ ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় দোয়েল ও রিহান জুটি, রানার্সআপ হয় সোহান ও রুহেল, ৩য় হয় বেন ও ড্যান জুটি, ৪র্থ হয় বাজিল ও আলতাফ জুটি। সি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় মিসবাহ এবং জিতু জুটি, রানার্সআপ হয় ইমু এবং ইয়াসিন জুটি, ৩য় হয় ফয়জুল এবং খালেদ জুটি, ৪র্থ হয় রিহান এবং নাসির জুটি। ডি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় আবুল হাসনাত ও এন্থনী জুটি, রানার্সআপ হয় আলতাফ এবং জুনেদ জুটি, তৃতীয় হয় সয়ফুল ও বাদশা জুটি, ৪র্থ হয় সাকিব এবং মিজান জুটি।

সংগঠনের উপদেষ্টা সমুজ আলীর সৌজন্যে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ ও ট্রফি প্রদান করা হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি খালেদ নজরুল, উপদেষ্টা আছাব আলী, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম, দপ্তর সম্পাদক মাসুম আহমেদ, শাহেদ উদ্দীন, আব্দুল কাইয়ুম, নির্বাহ সদস্য সমির আলী, সালাউদ্দিন মিন্টু, ফরহাদ আল মাহমুদ, একেএম তারেক, দুলাল আহমেদ, তাহের আলম, সামসুল ইসলাম প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

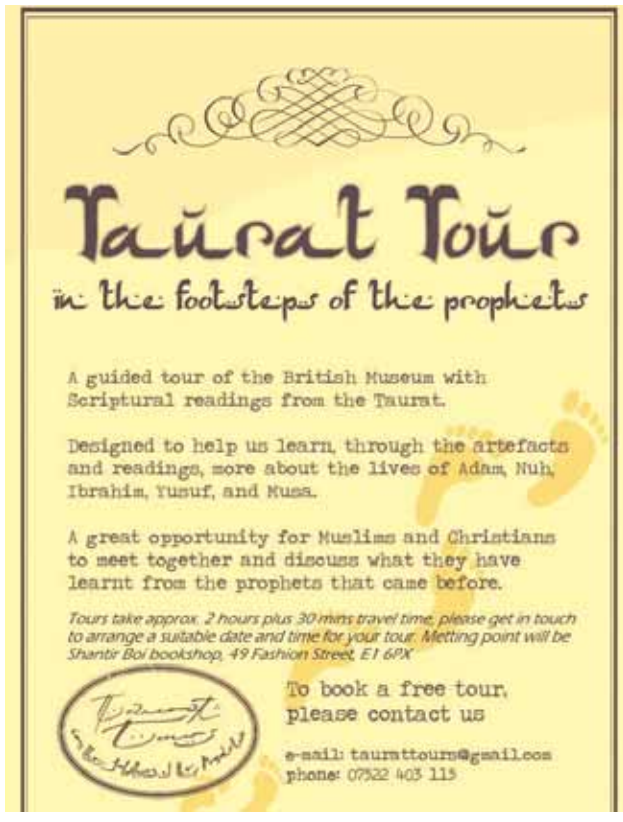

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী এশোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা প্রবাসী এশোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক বিশেষ সভা গত ১৬ অক্টোবর সোমবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দিলওয়ার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলওয়াত করেন আব্দুল শহীদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক মেয়র কাউন্সিলর মতিনুজ্জামান, ট্রেজারার মুমীন খান, উপদেষ্টা হাজী আব্দুর রাজ্জাক, উপদেষ্টা হাজী সাজ্জাদ মিয়া, সহ সভাপতি হাজী আব্দুল বাহার সোহেল, হাজী ইকবাল হোসেন, সাদেক মিয়া, আঃ শহীদ, সাইদুর রহমান, মামুন মতিন, আব্দুস সালাম, সুলতান মিয়া, উপদেষ্টা সদস্য হাজী আজিজ মিয়া, হাজী রুপা মিয়া, মারুফ আহমদ প্রমূখ।

সভায় সংগঠনের দ্বি বার্ষিক সম্মেলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং আগামী ২০ নভেম্বর দ্বি বার্ষিক নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ৩ নভেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহারের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেটে এপিপি মাহফুজুর রহমানের ক্ষমতার দাপট

হত্যা মামলা তুলে নিতে বাদীকে একঘরে, হত্যার হুমকি

সিলেট, ১৭ অক্টোবর : মাহফুজুর রহমান পেশায় একজন আইনজীবী। সিলেটের আদালতে সরকারের অতিরিক্ত কৌঁসুলি (এডিশনাল পিপি) তিনি। পাশাপাশি শাসক দল আওয়ামী লীগেরও নেতা। সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। সব মিলে মাহফুজ সিলেটে এক শক্তির আধার। যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও বখাটেদের নিয়ে নগরীতে তার রয়েছে সমন্বিত এক ক্যাডার বাহিনী। ফলে মাহফুজ চলেন দাপটের সঙ্গে। এই মাহফুজই সিলেটের বহুল আলোচিত আবদুল আলী হত্যা মামলার অন্যতম আসামি। এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী হিসেবে তার নাম উঠে এসেছে। এখন মামলা থেকে বাঁচতে তিনি বাদীসহ নিহতের পরিবারকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। হত্যাসহ নানা ধরনের হুমকিও দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, মামলা তুলে নেয়া বা আসামিদের সঙ্গে মীমাংসায় আসতে বাধ্য করার জন্য প্রভাবশালী সিন্ডিকেট দিয়ে তিনি নিহত আবদুল আলীর পরিবারকে একঘরে করে রেখেছেন। এ কারণে বাদীপক্ষ নিরাপত্তা চেয়ে থানায় চার দফা জিডি করেছে।

সিলেটে আইন ব্যবসার আড়ালেই মাহফুজ সিলেটের তার রয়েছে বিশাল অপরাধ সিন্ডিকেট। এর মধ্যে জেলার পাথর কোয়ারিগুলোর পাথরখেকো সিন্ডিকেট অন্যতম। তিনি এই সিন্ডিকেটের অঘোষিত উপদেষ্টা। তিনিই পাথর রাজ্যে অবৈধ লুটপাটের অন্যতম নেপথ্য নায়ক। তাদের সব আইনি ঝুট-ঝামেলাও তিনিই দেখে দেন। বিনিময়ে পান কোটি কোটি টাকার পাথর লুটের ভাগ। আর এই অবৈধ কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ায় খুন করা হয় আবদুল আলীকে।

সম্প্রতি মাহফুজের বিরুদ্ধে আরেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর তা হল- একজন প্রবাসীর স্ত্রীর দায়ের করা মামলাকে পুঁজি করে তিনি বড় ধরনের ফায়দা লুটেছেন। আসামিদের টাকায় বিদেশ ভ্রমণের সুযোগও নিয়েছেন তিনি। আইনজীবী ও সরকারি কৌঁসুলি হওয়ার সুবাদে নারী নির্যাতন মামলায় অভিযুক্ত প্রবাসী পরিবারকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি এসব সুবিধা নেন। ফলে স্বামী, শ্বশুরবাড়ি হারানোর পর ন্যায়বিচার থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন মামলার বাদী মমতাজ ও তার পরিবার। অভিযোগ উঠেছে, মাহফুজের ইশারায় স্বামীহারা স্ত্রীর দায়ের করা হত্যা মামলা দ্রুত বিচার আদালতে স্থানান্তরের বিষয়টি ঝুলে আছে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে। সিলেট নারী ও শিশু নির্যাতন আদালতে দায়ের করা মামলার বাদী ও পরিবারকে এখন নানাভাবে হয়রানি করছেন অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান। সিলেটের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দেয়া সালিশের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেও আসামিরা গড়িমসি করছেন তার ইন্ধনেই।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সিলেটের পাথর রাজ্যের নেপথ্য নিয়ন্ত্রক অ্যাডভোকেট মাহফুজ। তার অবৈধ পাথরখেকো সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ পাথর কোয়ারি ভোলাগঞ্জসহ প্রায় সব ক'টি কোয়ারি। এই সিন্ডিকেটের বিরোধী ছিলেন পাথর ব্যবসায়ী আবদুল আলী। যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সাহসী আবদুল আলী পাথরখেকোদের অন্যায়, অবিচার, লুটপাট, নিরীহদের নির্যাতন, হয়রানি-হত্যার প্রতিবাদ করতেন। এ কারণে কোটি কোটি টাকার অবৈধ পাথর লুটকারীদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন আবদুল হক। আবদুল হককে ২০১৪ সালের ২৪ অক্টোবর গুলি করে হত্যা করা হয়; যার নেপথ্যেও ছিলেন অ্যাডভোকেট মাহফুজ। সিলেট নগরীতে থাকা তার আইন পেশার চেম্বার ও একটি অভিজাত হোটেলে দু'দফায় বৈঠকের পর আবদুল আলীকে হত্যা করা হয়। আবদুল আলী হত্যা মামলার এজাহার ছাড়াও হত্যাকাণ্ডের একাধিক শীর্ষ আসামিসহ মামলার সাক্ষীদের দেয়া জবানবন্দিতেও বৈঠকের বিষয়টি উঠে এসেছে।

নিহত আবদুল আলীর স্ত্রী হালিমা বেগমের দায়ের করা মামলার এজাহার অনুযায়ী অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমানের চেম্বারে বসেই পাথর ব্যবসায়ী আবদুল আলী হত্যার পরিকল্পনা হয়। খুন হওয়ার আগে আবদুল আলী বিষয়টি অবগত হয়েছিলেন। আর এ কারণেই আবদুল আলী চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যাদিও শেষ পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি তিনি।

নথি ঘেঁটে দেখা যায়, ২০১৬ সালের ১০ মে অনুষ্ঠিত জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় আবদুল আলী হত্যা মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আজো সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। নিহত আবদুল আলীর স্ত্রী হালিমা বেগমের দাবি, খুনিচক্র রাজনৈতিক ও অর্থবিত্তে প্রভাবশালী হওয়ায় তারা মামলার স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে সরকারি কৌঁসুলি মাহফুজের কারণেই মামলার এমন পরিণতি। জানা যায়, সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও মামলাটি এখনও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর হয়নি। রহস্যজনক কারণে লাল ফিতায় বন্দি হয়ে আছে সিলেটের পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে।

এ ব্যাপারে জানতে সিলেটের পুলিশ সুপার মো. মনিরুজ্জামানকে ফোন দেয়া হলে তিনি পরে ফোন দিতে বলেন। আধাঘণ্টা পর ফোন আবার ফোন দেয়া হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।' এরপর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও সাবেক কোর্ট ইন্সপেক্টর পরিচয়ে শফিক আহমদ নামের একজন এসআই যুগান্তরকে বলেন, 'চাঞ্চল্যকর মামলা মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের বিশেষ কমিটি না থাকায় মামলাটি এতদিনে স্থানান্তর হয়নি। আগামি মাসের আইনশৃঙ্খলা কমিটিতে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।'

আবদুল আলী হত্যাকাণ্ডের পর আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় তৎকালীন পুলিশ সুপারের দেয়া বক্তব্য থেকেও মামলায় প্রভাব বিস্তারের আভাস পাওয়া যায়। নথি অনুযায়ী, পুলিশ সুপার আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় তার বক্তব্যে বলেছিলেন, 'মামলাটি তার জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল। নিহত আবদুল আলীর শরীরে ২০-২৮ রাউন্ড গুলি করা হয়েছিল।'

এদিকে আবদুল আলী হত্যার ব্যাপারে দায়ের করা মামলা তদন্তের পর পুলিশ ও সিআইডির দেয়া তিন দফা চার্জশিটেই মুল খুনিদের বাদ দেয়া হয় রহস্যজনক কারণে। বাদীপক্ষের দাবি এ ক্ষেত্রে পেছনে কলকাঠি নাড়েন মাহফুজ। এমতাবস্থায় কোম্পানীগঞ্জ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক শারমিন আক্তার মাহফুজসহ হত্যা মামলার আসামিদের অন্তর্ভুক্ত করে চার্জশিট গ্রহণ করেন।

নিহত আবদুল আলীর ভাই আবদুল হক যুগান্তরকে জানান, মামলার আসামিরা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিশাল সম্পদের মালিক হওয়ায় তারা আমাদের হুমকি দিয়ে চলেছে। এ কারণে আমার থানায় ৪টি জিডি করেছি। তারপরও আসামি ও তাদের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। মামলা প্রত্যাহার বা সালিশে সমাধানের জন্য আসামিরা মরিয়া। আমরা অনড় থাকায় খুনিরা ২৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানীগঞ্জে গরু জবাই করে খেয়ে আনন্দ উৎসব করেছে এবং আমাদের একঘরে করার ঘোষণা দিয়েছে। তারা আমাদের সন্তানদের অপহরণের হুমকি দিচ্ছে।

নিহত আবদুল আলী'র পরিবারের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে অ্যাডভোকেট মাহফুজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন,' আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগুলো ভিত্তিহীন। আমি থাকি সিলেটে আর অভিযোগকারীরা থাকেন কোম্পানীগঞ্জে। তাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎও হয় না। কাজেই কী করে আমি এগুলো করব।'

মামলা তুলে নিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে হয়রানির অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন। আসামিপক্ষ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি তাদের মামলা চালাচ্ছি। তারা টাকা দিতেই পারে।'

Kingdom Solicitors

Commissioner for OATHS

our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

নিজ দলের কর্মীদের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে ছাত্রলীগকর্মী নিহত

সিলেট, ১৭ অক্টোবর : সিলেট নগরীর টিলাগড়ে নিজ দলের কর্মীদের উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে ছাত্রলীগ কর্মী ওমর আহমদ মিয়াদ নির্মমভাবে খুন হয়েছে। সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রায়হান গ্রুপের কর্মীরা মোটরসাইকেলযোগে আসা ওমরকে প্রকাশ্য দিবালোকে জনাকীর্ণ স্থানে ঘেরাও করে কোপায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ওমরকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় হিরণের সঙ্গী ছাত্রলীগ কর্মী তারেক ও নাসিম আহত হয়েছেন। তাদেরকে আশংকাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত ছাত্রলীগ কর্মী ওমর আহমদ মিয়াদ সিলেট জেলা ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিরণ মাহমুদ গ্রুপের কর্মী বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর সিলেটে ছাত্রলীগের উপ-দলীয় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নগরীর টিলাগড় এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ মিয়াদ খুনের ঘটনায় ফখরুল ইসলাম নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীকে হাসপাতাল এলাকা থেকে আটক করেছে। নিহত ছাত্রলীগ কর্মী ওমর আহমদ মিয়াদ সিলেট লিডিং ইউনিভার্সিটির এলএলবি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সে ছাত্রলীগে হিরণ মাহমুদ গ্রুপের কর্মী হিসেবে প্রায় তিন বছর ধরে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তার বাড়ি জগন্নাথপুর উপজেলার আলমপুর গ্রামে। বর্তমানে পরিবার পরিজন নিয়ে ওমর বসবাস করেন নগরীর বালুচর এলাকায়। তার পিতার নাম আকলু মিয়া। স্থানীয়রা জানিয়েছেন গত তিন দিন আগে সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের হিরণ মাহমুদ গ্রুপ ও রায়হান গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিল ওমর আহমদ মিয়াদ। ওই দিন ঘটনার পর ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। এবং কলেজের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ছাত্রলীগের সব গ্রুপের কর্মীদের ক্যাম্পাসে যেতে বারণ করে দেন। এ ঘটনার পর গত দুইদিন ধরে ছাত্রলীগের কোনো গ্রুপের কর্মীরা এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে যায় নি। তবে ছাত্রলীগের রায়হান গ্রুপের কর্মীরা দলবদ্ধ হয়ে নগরীর টিলাগড়ে সব সময় মহড়া দেয়। ছাত্রলীগের হিরণ মাহমুদ গ্রুপের কর্মীরা জানিয়েছেন, এমসি কলেজের ঘটনার জের ধরে রায়হান গ্রুপের কর্মীরা প্রায় সময় ওমর ও তার সঙ্গীদের মোবাইল ফোনে হুমকি দেয়। এবং তারা টিলাগড়ে এলেই খুন করবে বলে জানায়। তারা জানান, গতকাল বিকাল ৩টার দিকে ওমর, তারেক ও নাসিম মোটরসাইকেলযোগে টিলাগড় এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। টিলাগড় মসজিদের সামনে পৌঁছামাত্র ছাত্রলীগের রায়হান গ্রুপের কর্মী মানিক, ফাহিম ও তোফায়েলের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক কর্মী তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মানিক, ফাহিম ও তোফায়েলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ কর্মীরা ওমর সহ তিনজনকে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে। এ সময় আতঙ্কেক স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন। ব্যস্ততম তামাবিল সড়কেও যানবাহন চলাচল কমে আসে।

সিলেট ইমাম সমিতির উদ্যোগে রোহিঙ্গা পল্লীতে দুটি মসজিদ নির্মাণ

সিলেট, ১৬ অক্টোবর : কক্সবাজার জেলার কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পে ইমাম সমিতি সিলেট মহানগরীর প্রচেষ্টায় মধুছড়া এলাকায় হযরত শাহজালাল (র.) জামে মসজিদ ও লম্বাশিয়া এলাকায় হযরত শাহ পরাণ (র.) জামে মসজিদ নামে দুটি মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে জুমা ও পাঞ্জেগানা নামাজ, দ্বীনি শিক্ষাসহ মসজিদ ভিত্তিক অন্যান্য কাজগুলো চলছে। হযরত শাহজালাল (র.) মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি পল্লীও গড়ে উঠেছে, যে পল্লীতে ৩১০টি তাঁবু ইমাম সমিতির অর্থায়নে করা হয়েছে। প্রায় ২ হাজার মানুষের বাস এ পল্লীতে, এদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পানিবাহিত রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করার জন্য ইমাম সমিতি ৫০টি স্যানিটারি টয়লেট স্থাপন করা হচ্ছে। নিরাপদ পানির জন্য ৪০টি নলকূপের কাজ চলছে। শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামি আদর্শ শিক্ষা দানের জন্য মসজিদ ভিত্তিক দুটি ও পৃথক আরো দুটি মক্তব স্থাপন করা হয়েছে। ৪টি মক্তবে প্রায় সাত শতাধিক ছেলেমেয়ে পড়া-লেখা করছে। কক্সবাজার জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীসহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলো ইমাম সমিতির এ কাজ করতে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। শনিবার ইমাম সমিতি মহানগর কার্যালয়ে নির্বাহী বৈঠকে সমিতির সভাপতি মাওলানা হাবীব আহমদ শিহাব উপরোক্ত তথ্য পেশ করেন। মাওলানা শিহাব আরো বলেন, ইমাম সমিতির আহ্বানে সিলেটের সর্বস্তরের মানুষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহযোগিতা করতে হাত বাড়িয়েছেন, এ জন্য সিলেটবাসীকে ইমাম সমিতির পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। ১৫ দিনব্যাপী ২টি কাফেলার মাধ্যমে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় প্রায় সবকটি ওয়ার্ডের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অবশিষ্ট কাজ পরিচালনার জন্য আরো ২টি কাফেলা কক্সবাজারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার আগে গত দু'দিনে ইমাম সমিতির কয়েকজন উপদেষ্টা বিশেষ করে সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানের সঙ্গে ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন এবং ইমাম সমিতির ১৫ দিনব্যাপী কাজের বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়। এ সময় বর্তমান ও সাবেক মেয়র ইমাম সমিতির কার্যক্রম শুনে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সোমালিয়ার গাড়িবোমা হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৩০

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর : সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর একটি হোটেলের বাইরে ভয়াবহ গাড়িবোমা বিস্ফোরণে অন্তত ২৩০ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ বলছে, শনিবারের এই হামলায় আরো তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। বড় ধরনের এই বিস্ফোরণে হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সরকারি কর্মকর্তারা।

২০০৭ সালে সোমালিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে ভয়াবহ হামলার একটি। দেশটির প্রেসিডেন্ট মোহামেদ আব্দুল্লাহি ফারমাজো নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিন দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছেন। একই সাথে তিনি আহতদের জন্য রক্ত ও অর্থ সংগ্রহেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার শহরের কে-৫ মোড়ে একটি হোটেলের সামনে একটি ট্রাক বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে সরকারি অফিস, রেস্তোরাঁসহ বেশ কয়েকটি ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে এবং কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগে। এই বোমা বিস্ফোরণের দুই ঘণ্টা পর মদিনা জেলায় আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটে।

শনিবারের এই বিস্ফোরণ শহরের কেন্দ্রস্থলের কে-৫ জংশনের কাছে ঘটে। মোগাদিসুর এই এলাকায় সরকারি বিভিন্ন অফিস ও হোটেল-রেস্তোরাঁ রয়েছে। বিস্ফোরণে বেশ কিছু ভবনে ধস ও কয়েক ডজন গাড়িতে আগুন ধরে যায়। বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলের পাশের জনপ্রিয় সাফারি হোটেলের ভেতরে এবং বাইরে সশস্ত্র বন্দুকধারীদের সাথে নিরাপত্তাবাহিনীর গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়।

পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেইন জানান, নিহতদের সংখ্যা ২৩০ জনে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানি আরো প্রায় ৩০০ জন আহত হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রোববার পুলিশ ও জরুরি সেবার কর্মীরা বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপে সন্ধান চালায়। শনিবার রাতে অনেক লাশ উদ্ধার করা হয়েছে যেগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। স্বজনদের খোঁজে কয়েক শ' মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরণের দায় কোনো সংগঠন স্বীকার করেনি। তবে সোমালিয়ার বিভিন্ন স্থানে আল শাবাব গোষ্ঠী নিয়মিত বোমা হামলা চালিয়ে আসছে।

ট্রাম্পের একক সিদ্ধান্তে কি ইরান চুক্তি বাতিল হবে?

দেশ ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সাথে ছয় বিশ্বশক্তির পারমাণবিক চুক্তি তিনি প্রত্যয়ন করবেন না। হয়তো এর মাধ্যমেই চুক্তিটির মৃত্যু হতে পারে। ট্রাম্প সব সময়ই এই চুক্তিকে 'এ যাবৎকালের সবচেয়ে খারাপ' চুক্তি হিসেবে অভিহিত করে আসছেন। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের ফলে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর ওপর আস্থার ঘাটতি তৈরি হতে পারে। কট্টরপন্থীদের সরিয়ে ইরানে ক্ষমতায় আসা সংস্কারপন্থীরা যখন পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন থেকে সরে আসছে তখনই হয়তো দেশটিকে আবারো একঘরে করে ফেলা হতে পারে। উত্তর কোরিয়াও হয়তো তাদের ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। কারণ দেশটি তখন এই অজুহাত দিতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ভবিষ্যতে তাদের অঙ্গীকার থেকে সরে যাবে। মধ্যপ্রাচ্যে তেহরানের প্রতিবেশী দেশগুলো বিশেষ করে তুরস্ক ও মিসরও পারমাণবিক কর্মসূচির দিকে ঝুকতে পারে। পাকিস্তান থেকে পারমাণবিক বোমা কেনা সৌদি আরবও হয়তো এই প্রবণতা আরো বাড়াবে।

এটি সত্য যে উদ্ভট যুক্তিতে ট্রাম্পের ইরান চুক্তিকে প্রত্যয়ন না করার ফলে চুক্তিটির ওপর একটি বড় চাপ সৃষ্টি হয়েছে। তবে চুক্তিটি টিকে যাওয়ার একটি ভালো সুযোগ রয়েছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপ হয়তো ভবিষ্যতের জন্য একটি হাস্যকর বিষয়ও হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শুক্রবার ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চুক্তিটি এখনই বাতিল করছেন না। কংগ্রেসের কাছে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অনুরোধ তিনি করবেন না। তবে চুক্তিটি মেনে চলছে কি না তা যাচাই করে দেখতে তিনি পার্লামেন্টকে আহ্বান জানাবেন। তবে তেহরান চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে তিনি বিষয়টি পার্লামেন্টে উত্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে কাজ করতে দুই মাস সময় পাবে কংগ্রেস।

ট্রাম্প এই বলে হুমকি দিয়েছেন যে, কংগ্রেস যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয় তবে তিনি পুরো চুক্তিটি বাতিল করবেন। যেকোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে কাজটি অস্বাভাবিক মনে হলেও এটি মনে রাখতে হবে যে, ডোনালড ট্রাম্প আগে থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরিয়ে নিতে আগ্রহী ছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনের আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ইরানের বিশেষ বাহিনী বিপ্লবী গার্ডের ইস্যুটিকে সামনে আনা। ট্রাম্পের ভাষণের আগের দিন অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেক্স টিলারসন বলেছেন, এই বাহিনীর কোনো কোনো ব্যক্তির ওপর সুনির্দিষ্ট কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে। তবে ট্রাম্প বলেছেন, পুরো বাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতেই তিনি মার্কিন অর্থ বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ কী হতে পারে তা স্পষ্ট নয়, তবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোর দিয়েছে বলেছে যে তারা বিপ্লবী গার্ডকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করছে না।

ট্রাম্প ইরান ইস্যুতে 'ভুল' করার জন্য বারবারই তার পূর্বসূরি বারাক ওবামাকে দুষছেন। আর তেহরানকে দোষারোপ করছেন সন্ত্রাসবাদে সহযোগিতা, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে সমর্থন দেয়া, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের হাউছি মিলিশিয়াদের সহযোগিতা দেয়ার জন্য। এই অভিযোগগুলো তিনি আগে থেকেই করে আসছেন। তবে ট্রাম্প চাইলেই যে ইরান চুক্তি বাতিল করতে পারবেন না তার মূল কারণ মিত্রদেশগুলো। এই ইস্যুতে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন ট্রাম্প।

রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স ও জার্মানি বারবারই বলছে, ইরান চুক্তি পর থেকেই কোনো রকম শর্ত ভঙ্গ করেনি। ট্রাম্পের বক্তৃতার দিন সন্ধ্যায়ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান ফ্রেডারিকা মোঘেরিনি বলেছেন, এই চুক্তিটি যথেষ্ট শক্তিশালী একটি চুক্তি, এখনো পর্যন্ত চুক্তির শর্তের কোনো ব্যত্যয় হয়নি। ট্রাম্প প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা যেমন– রেক্স টিলারসন, জেমস ম্যাটিস, জেনারেল এইচ আর ম্যাকমাস্টার সবাই চুক্তিটিকে সমর্থন করছেন।

শুরু থেকেই এই চুক্তির বিরোধিতা করেছে ইসরাইল। তবে দেশটির জনপ্রিয় পত্রিকা হারেৎজের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'ইরানের বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে এমন সব গোয়েন্দা সংস্থা এ বিষয়ে একমত যে, ভিয়েনায় চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ইরানের পক্ষ থেকে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের একটিও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এমনকি ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার কাছেও এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, ইরান পুনরায় তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শুরু করেছে।' কাজেই ট্রাম্পের খামখেয়ালিতেই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এমন সম্ভাবনা কম। --ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবলম্বনে

আমার স্বপ্নকে পুড়িয়েছেন সু চি : রোহিঙ্গা তরুণ

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর : রো মাইয়ু আলী। ২৬ বছর বয়সী রোহিঙ্গা তরুণ। স্বপ্ন ছিল লেখক হওয়া। এগোচ্ছিলেন সেভাবেই। নিজ বাড়িতে গড়ে তুলেছিলেন প্রিয় পাঠাগার। সেনাদের আগুনে পুড়ে গেছে সেই গ্রন্থশালা, ছাই হয়ে গেছে স্বপ্ন। এখন থাকেন কক্সবাজারের কুতুপালং আশ্রয় ক্যাম্পে। সেখান থেকে আল-জাজিরার মাধ্যমে লেখা এক খোলা চিঠিতে রাখাইন সঙ্কটের জন্য তিনি দায়ী করেছেন মিয়ানমারের নোবেলজয়ী নেত্রী অং সান সু চি কে। তার কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন রেখে রোহিঙ্গা তরুণ মন্তব্য করেছেন, ইতিহাসে একজন সামরিক জান্তার সমান্তরালেই উচ্চারিত হবে সু চির নাম। এখানে চিঠির বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো :

যে বছর আপনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান, আমার জন্ম সেই বছরেই। আমাদের দেশের (মিয়ানমার) যে কারো পাওয়া সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার এটি। রাখাইন রাজ্যের মংডুতে আমার জন্ম। আমরা সবাই সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল যেন আমরা নিজেরাই পুরস্কার পেয়েছি। বছরের পর বছর সামরিক জান্তার অত্যাচারে নিষপেষিত মানুষ আপনার পুরস্কার পাওয়ায় নতুন করে উৎসাহ পায়, স্বপ্ন দেখা শুরু করে। ওই ঘটনায় প্রথমবারের মতো আমরা মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্ববোধ করেছিলাম। প্রথমবারের মতো মনে হয়েছিল, আমরা মিয়ানমারের মানুষ।

সব সময় আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন আমার দাদা। আপনার দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্র্যাসির লোকজন যখন আমাদের বাড়িতে আসত, তখন তিনি (দাদা) সবচেয়ে ভালো ছাগল ও গরু জবাই করতেন। তিনি খুব উৎসাহ ভরে তাদের স্বাগত জানাতেন। নির্যাতিতদের পক্ষে আপনার সোচ্চার কণ্ঠস্বর আকৃষ্ট করেছিল আমার মাকেও। বাবা ও প্রিয় দাদা চেয়েছিলেন যেন আমি আপনার পথ অনুসরণ করি।

২০১০ সালে সামরিক বাহিনী যখন আপনাকে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেয় তখন আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র সাত বছরের মাথায় আমরাই, সেই রোহিঙ্গারা, বর্বরতা ও গণহত্যার শিকার হলাম। তাও আবার আপনারই হাতে। ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর আপনি দল থেকে মুসলিম নেতাদের (প্রতিনিধি) বের করে দিলেন। তখনই আপনার রাজনৈতিক ভীরুতা উন্মোচিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই আপনার প্রশাসন উত্তর রাখাইন রাজ্যে 'জাতিগত নিধন' অভিযান শুরু করল। এই কয়েক মাসে অসংখ্য বেসামরিক লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং অসংখ্য নারী সজ্ঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিপুল নিন্দা সত্ত্বেও আপনি সেই অপরাধের কথা স্বীকার করেননি। এমনকি আপনি আমাদের রোহিঙ্গা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অথচ আমরা যুগের পর যুগ এই রাখাইন রাজ্যে বসবাস করে আসছি এবং 'রোহিঙ্গাই' আমাদের জাতিগত পরিচিতি। গত ২৫ আগস্ট সহিংসতা শুরুর পর থেকে পাঁচ লাখের বেশি রোহিঙ্গা পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ পালিয়ে এসেছে। এক হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৫ হাজারের বেশি বাড়িঘর জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হুমকি উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণার চাপে পুয়েজমন

দেশ ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে কাতালোনিয়ায় মাদ্রিদের শাসন চাপিয়ে দেয়ার যে হুমকি স্পেন সরকার দিয়েছে, তা উপেক্ষা করে পুরোমাত্রায় স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে আঞ্চলিক সরকারের প্রেসিডেন্ট কার্লোস পুয়েজমনের ওপর চাপ বাড়ছে।

শুক্রবার কট্টর বামপন্থী দল সিইউপি মাদ্রিদের দেয়া সময়সীমা প্রত্যাখ্যান করতে পুজদেমনর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

১৩৫ আসনের কাতালান পার্লামেন্টে সিইউপির দখলে মাত্র ১০টি আসন; তার পরও বিভিন্ন আইন প্রণয়নে পুজদেমনকে তাদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হয়। সিইউপির সমর্থন ছাড়া পার্লামেন্টে পুয়েজমনের সংখ্যালঘু দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। গত ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে ৯০ শতাংশ রায় পাওয়ার পর এ নিয়ে বসা পার্লামেন্ট অধিবেশনে মঙ্গলবার ভাষণ দেন পুজদেমন। ভাষণে কাতালান আঞ্চলিক সরকারের প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতার পক্ষে একটি 'প্রতীকী ঘোষণা' দেন এবং পরে মাদ্রিদের সাথে আলোচনার পথ খোলা রাখতে ওই ঘোষণার কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আহ্বান জানান।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয় কাতালানদের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে কি না তা পরিষ্কার করতে আঞ্চলিক সরকারকে আট দিনের সময় দেন এবং 'স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন' হওয়ার চেষ্টা করলে কাতালোনিয়ার ওপর মাদ্রিদের সরাসরি শাসন চাপিয়ে দেয়ার হুমকি দেন। পুয়েজমন ও তার সঙ্গীরা এখন রাজয়ের হুমকির জবাবে কাজ করছেন বলে কাতালান আঞ্চলিক সরকারের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে। যদিও পুয়েজমন কোন পথে হাঁটতে চাইছেন তা বলতে রাজি হননি তিনি। এর মধ্যেই শুক্রবার সিইউপি পুয়েজমনকে মাদ্রিদের বেঁধে দেয়া সময়সীমা উপেক্ষা করে স্বাধীনতার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। দলটি বলেছে, 'যদি (মাদ্রিদের কেন্দ্রীয় সরকার) আমাদের ধারাবাহিকভাবে হুমকি দিতে ও কণ্ঠরোধ করতে চায়, তাহলে ইতোমধ্যেই যে প্রজাতন্ত্রের দাবি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধেই তাদের সেগুলো করা উচিত।'

মধ্য আফ্রিকায় মসজিদে ঢুকে ২০ মুসল্লি হত্যা : ওআইসি'র নিন্দা

দেশ ডেস্ক, ১৬ অক্টোবর : গত ১৩ অক্টোবর শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি মসজিদে ঢুকে হামলা চালিয়েছে এন্টি বালাকা খ্রিষ্টান মিলিশিয়ারা। তার সেখানে অন্তত ২০ জন মুসল্লিকে হত্যা করে। ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এ বর্বর হামলার নিন্দা করেছে।

এক বিবৃতিতে ওআইসির মহাসচিব ইউসুফ আল ওসাইমিন বলেছেন, 'দেশটিতে এন্টি-বালাকা সন্ত্রাসীরা তাদের অব্যাহত সহিংস অপরাধের অংশ হিসেবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।' তিনি মধ্য আফ্রিকান দেশটিতে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ওআইসির সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন। ২০১৩ সালে দেশটিতে জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আরো হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে গেছে।

হামাসকে বর্জনের সিদ্ধান্ত ছিল ভুল : টনি ব্লেয়ার

দেশ ডেস্ক, ১৭ অক্টোবর : ফিলিস্তিনের নির্বাচনে ২০০৬ সালে হামাসের জয় লাভ করার পর বিশ্ব নেতাদের হামাসকে বর্জনের সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার গার্ডিয়ান পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে প্রথমবারের মতো এ কথা স্বীকার করেছেন।

সাক্ষাৎকারে ব্লেয়ার বলেন, 'অতীতের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি, আমাদের উচিত ছিল শিগগিরই হামাসকে সংলাপে টানতে চেষ্টা করা, যাতে তাদের অবস্থান পরিবর্তন হয়।

ব্লেয়ার বলেন, 'অবশ্যই এটা অনেক কঠিন কাজ ছিল। ইসরাইল চরমভাবে এর বিরোধিতা করেছিল। তবে আমরা চাইলে একসাথে একটি উপায় বের করতে পারতাম, এতে অন্তত শেষ পর্যন্ত অনানুষ্ঠানিকভাবে তাদের সাথে কাজ করা যেত।'

গার্ডিয়ানের সূত্র অনুযায়ী, ব্লেয়ার অনানুষ্ঠানিকভাবে হামাসের সাথে যোগাযোগ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে বিবিসি সাংবাদিক অ্যালান জনসন অপহৃত হওয়ার পর এমআই৬ এবং হামাসের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। তিনি সেদিকে ইশারা করতে পারেন। ২০১৭ সালে জনসনের মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিল হামাস।

হামাসকে বর্জনের মার্কিন সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন ব্লেয়ার। এ সম্পর্কে ব্লেয়ার বলেন, হামাসকে বর্জনের সিদ্ধান্ত এসেছে ব্যাপকভাবে ইসরাইলি চাপে। মার্কিন প্রশাসনের দাবি ছিল হামাস যেন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়, সন্ত্রাসের নিন্দা জানায় এবং অতীতে পিএলওর সাথে ইসরাইলের যে চুক্তি হয়েছে সেটা যেন মেনে নেয়।

এসব দাবি প্রত্যাখ্যান করায় ১১ বছর ধরে হামাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে এবং গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের চাপে যুক্তরাজ্যসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অবরোধ আরোপ করেছে। গার্ডিয়ানের খবরে আরো বলা হয়, 'এই ঘটনার পরও ব্লেয়ারের সাথে ছয়বার খালেদ মিশালের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম দিকে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়ার সাথেও আলোচনা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে আংশিকভাবে যুদ্ধবিরতি সম্ভব হয়েছে।'

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আইএস প্রধান নিহত

দেশ ডেস্ক, ১৭ অক্টোবর : ইসলামিক স্টেটের (আইএস) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান ইসনিলন হাপিলন ফিলিপাইনের মারাবি শহরে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার ফিলিপাইনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ তথ্য জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীর অন্যতম ছিলেন ইসনিলন হাপিলন। প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতার্তে এবং নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরাক ও সিরিয়াতে পরাজয়ের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন হাপিলন।

পররাষ্ট্রসচিব ডেলফিন লরেঞ্জানা সাংবাদিকদের জানান, আমাদের সেনারা ইসনিলন হাপিলন এবং উমার মাউতিকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিল।

সোমালিয়ায় বাড়তে পারে মার্কিন সামরিক তৎপরতা

দেশ ডেস্ক, ১৭ অক্টোবর : বেশ কয়েক বছর ধরেই বিশ্বব্যাপী সহিংস চরমপন্থী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চললেও সোমালিয়া এই লাইমলাইটের বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু রাজধানী মোগাদিসুর কেন্দ্রস্থলে শনিবারের ভয়াবহ হামলার পর দেশটিতে চরপন্থীদের কার্যক্রমের বিষয়ে নজর পড়বে বিশ্বসম্প্রদায়ের। ধারণা করা হচ্ছে দেশটিতে সক্রিয় আল শাবাব গোষ্ঠীটি শনিবারের এই হামলার জন্য দায়ী। হামলায় প্রায় তিন শ' মানুষ নিহত ও তিন শতাধিক আহত হয়েছে। এই হামলা প্রমাণ করে আল শাবাব এখনো বিশ্বের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সংগঠন।

গত ৪০ বছর ধরেই সোমালিয়ায় বিভিন্ন সহিংসতা ও অসহিংস ঘটনার জন্ম দিয়ে চলেছে এই গোষ্ঠীটি। গত দশকে তারা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং এসব লড়াইয়ের বিভিন্ন দুর্বলতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার কারণেই তারা টিকে আছে। ওয়াশিংটন, লন্ডনসহ পশ্চিমা মোড়লরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আল শাবাব বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি, এর একটি কারণ যে আইএসপন্থীদের দমনে ব্যস্ত ছিল তারা। আফ্রিকা অঞ্চলে সক্রিয় হওয়ার কারণেও এটি কম মনোযোগ পেয়েছে।

২০১১ সাল থেকে এই গ্রুপটি আলকায়দার অনুগত থাকলেও তারা ইউরোপ কিংবা আমেরিকার কোনো লক্ষ্যে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেনি। যদিও তারা পশ্চিমা দেশগুলো থেকে সদস্য সংগ্রহ করেছে, তবে অন্যদের মতো এসব সদস্যকে আবার নিজ দেশে ফেরত পাঠায়নি। পূর্ব আফ্রিকায় অনেক ধারাবাহিক হামলা চালিয়েছে আল শাবাব। ২০১৩ সালে কেনিয়ার একটি শপিং মলে এই গোষ্ঠীটির হামলায় নিহত হয়েছে ৬৭ জন বেসামরিক নাগরিক।

এ কারণেই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কেনিয়াসহ আঞ্চলিক শক্তিগুলো সোমালিয়ায় সেনা মোতায়েন করছে। আফ্রিকান ইউনিয়নের ২০ হাজারের বেশি সৈনা আছে দেশটিতে। তবে সেই সৈন্যরা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সহিংস আচরণ, দুর্নীতি ও সামরিক অদক্ষতার কারণে। আফ্রিকান ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি ঘাঁটিতে আল শাবাবের ধারাবাহিক হামলা ওই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যেও আন্তরিকতার ঘাটতি তৈরি করে। তাই সর্বশেষ মোগাদিসুর এই হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে তাদের 'সন্ত্রাসবিরোধী' যুদ্ধ আরো জোরালো করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চলতি বছরের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনা্ ট্রাম্প সোমালিয়াকে 'যুদ্ধকবলিত অঞ্চল' হিসেবে আখ্যায়িত করে সোমালিয়ায় অভিযানের ক্ষেত্রে তার কমান্ডারদের বিমান হামলা, সম্ভাব্য হামলার টার্গেট বৃদ্ধি ও বেসামরিক লোকের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় অনুমোদন দেন। ১৯৯৪ সালের পর থেকে তিনি প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সোমালিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মিত বাহিনী মোতায়েনের অনুমতি দেন।

১৯৯৩ সালের বহুল আলোচিত সংঘর্ষের পর সোমালিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অনেকটাই কমে এসেছে। সে সময় দু'টি মার্কিন হেলিকপ্টার ভূপাতিত করে আল শাবাব যোদ্ধারা। নিহত মার্কিন সৈন্যদের লাশ রাস্তায় রাস্তায় টেনেহিঁচড়ে ঘুরানো হয়। গত মে মাসে স্কিরমিশ এলাকায় আল শাবাবের সাথে যুদ্ধে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর এক সৈন্য নিহত হয়। সেটি ছিল ১৯৯৩ সালের পর প্রথম কোনো মার্কিন সৈন্য নিহত হওয়ার ঘটনা। সোমালিয়ায় বড় ধরনের কোনো সামরিক তৎপরতা হতে পারে আফ্রিকাজুড়ে মার্কিন তৎপরতার অংশ হিসেবে। চলতি মাসের শুরুতেও নাইজারে মিলিশিয়াদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে চার মার্কিন সেনা।

মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান ওআইসির

দেশ ডেস্ক, ১৭ অক্টোবর : রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে মিয়ানমারের সাথে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)। ১৫ অক্টোবর রোববার ওআইসির এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানানো হয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' চলছে বলে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের রিপোর্ট নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওআইসি।

বাংলাদেশের কক্সবাজারে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘ মিশন ওই রিপোর্ট তৈরি করে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ ও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নিতে অস্বীকার করলে মিয়ানমারের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানায় ওআইসি।

সংস্থার বিবৃতিতে বলা হয়, রোহিঙ্গারা আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ নিপীড়ন ও অমানবিক দুঃখকষ্টের মুখোমুখি হচ্ছে। ২৫ আগস্টে শুরু হওয়া এই নির্মূল অভিযান থেকে বাঁচতে পাঁচ লাখের বেশি রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। জাতিসঙ্ঘের রিপোর্টে বল হয়, মিয়ানমার সরকার তার নিরাপত্তাবাহিনীর মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ওপর সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালিয়ে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করছে। তারা যাতে ফিরে আসতে না পারে সেই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

রোহিঙ্গা মুসলমানরা সেনাবাহিনীর হাতে হত্যাকা , ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং তাদের ঘরবাড়ি ও মসজিদ পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইভরি কোস্ট ও অ্যাঙ্গোলায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১১

দেশ ডেস্ক, ১৫ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার দেশ আইভরি কোস্টের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর পরই একটি কার্গো বিমান আটলান্টিক মহাসাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে কমপক্ষে চারজন আরোহী নিহত হয়েছেন। এছাড়া অ্যাঙ্গোলায় বিমান বিধ্বস্ত হয়ে আরো ৭ জন নিহত হয়েছে।

গত শনিবার দেশটির আবিদজান শহরের বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর ভারী বর্ষণ ও বজ্রপাতের কবলে পড়ে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিমানটি ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। আবিদজানের পোর্ট বোয়েত উপকূলের কাছে বিমানবিধ্বস্তের স্থানে প্রত্যক্ষদর্শী ও সরকারি কর্মকর্তারা পৌঁছেছেন। আইভরি কোস্টের সংবাদমাধ্যম কোচিডটকম বলছে, ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর জন্য মাল বহন করছিল বিমানটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিমানবিধ্বস্তের এ ঘটনায় অন্তত চারজনের প্রাণহানি ঘটেছে। বিমানের ধ্বংসাবশেষের ভেতর থেকে দু'জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ধ্বংসাবশেষের ভেতরে আরো দু'জনের লাশ আছে। তবে বিমানটির বেশ কয়েকজন ক্রু জীবিত আছেন বলে অন্যান্য গণমাধ্যমের খবরে জানানো হচ্ছে।

অ্যাঙ্গোলায় নিহত ৭ : অ্যাঙ্গোলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় লুন্ডা নর্টে প্রদেশে এক বিমান দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ছয়জন অ্যাঙ্গোলার ও একজন দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক। শুক্রবার কর্তৃপক্ষ এ কথা জানায়।

এক সংবাদ সম্মেলনে বিমান দুর্ঘটনা রোধ ও তদন্ত দফতরের পরিচালক লুইস অ্যান্টোনিও সোলো জানান, নিহতদের মধ্যে তিনজন বিমান ক্রু ও চারজন যাত্রী রয়েছেন। সরকারি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, বিমানটি স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার দিকে অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়ান্ডার উদ্দেশে দুন্দো নগরীর কামাকেঞ্জো বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে এবং এর মাত্র আধা ঘণ্টা পর বিমানটি নিখোঁজ হয়। দুন্দো থেকে ৩২০ কিলোমিটার দূরে কুইলো পৌরসভা এলাকায় বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সোলো জানান, এ দুর্ঘটনার কারণ এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

তাজমহলকে ভারতের সংস্কৃতির 'কলঙ্ক' বললেন বিজেপি নেতা

দেশ ডেস্ক, ১৭ অক্টোবর : বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি আগ্রার তাজমহলের নাম সম্প্রতি ভারতের উত্তর প্রদেশের পর্যটন তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তা নিয়ে বিতর্ক শেষ হতে না হতেই তাজমহলকে ভারতের সংস্কৃতির 'কলঙ্ক' এবং এর নির্মাণকারী সম্রাট শাহজাহানকে বিশ্বাসঘাতক বলে মন্তব্য করেছেন সঙ্গীত সোম নামে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির এক বিধায়ক।

সঙ্গীত সোম বলেন, 'উত্তর প্রদেশের পর্যটন তালিকা থেকে তাজমহলের নাম সরিয়ে ফেলার পর বহু মানুষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আমরা কোন ইতিহাসের কথা বলছি? তাজমহল সেই ব্যক্তি (সম্রাট শাহজাহান) নির্মাণ করেছেন, যিনি নিজের বাবাকে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন। তিনি আরো দাবি করেন, তিনি হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন। এটা যদি ইতিহাস হয়; তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক এবং আমরা সেই ইতিহাস

বদলে ফেলতে চাই।'

সঙ্গীত সোমের ভূমিকার কারণে ২০১৩ সালে মোজাফফর নগরে দাঙ্গায় ৬০ জন নিহত এবং কয়েক হাজার মানুষ এলাকাছাড়া হন। উত্তেজনা সৃষ্টির মতো বক্তব্য দেয়ার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। মুঘল সম্রাট শাহজাহান নিজের বাবাকে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন বলে যে দাবি করেছেন সঙ্গীত সোম, তা-ও সঠিক নয়। চলতি মাসের শুরুর দিকে নতুনভাবে প্রস্তুত পর্যটন তথ্য বই থেকে শাহজাহানের নির্মাণ করা তাজমহলের নাম বাদ দেয়া হয়। তা নিয়ে সারা বিশ্বে তুমুল আলোচনা চলে। অনেকেই উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগি আদিত্যনাথকে এ জন্য দোষারোপ করেন।

বিতর্কের মুখে ভারতের পর্যটনমন্ত্রী রিতা বহুগুনা যোশি অবশ্য বলেন, তাজমহল আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্বের বিখ্যাত পর্যটন স্থানের একটি। তিনি আরো বলেন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং সেগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা রাজ্য সরকারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন পর্যটন স্থানের নাম, বিভিন্ন জায়গা থেকে তার দূরত্ব প্রকাশ করেছে রাজ্য সরকার। তাতে গোরখপুরের গোরখনাথ মন্দিরের নামও রয়েছে; যেখানকার প্রধান স্বয়ং যোগি আদিত্যনাথ। গত জুন মাসে যোগি আদিত্যনাথ বলেছিলেন, প্রেমের নিদর্শন হিসেবে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের নির্মাণ করা 'সমাধি সৌধ' ভারতের সংস্কৃতির সাথে মেলে না।

আলোকচিত্রে ইউকেবিসিসিআই বিজনেস, এ

▲ বক্তব্য রাখছেন ইউকেবিসিসিআইর চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ ওবিই, ডিবিএ

▲ ইউকে

▲ বাংলাদেশের ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফুর রহমানের হাতে 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট' অ্যাওয়ার্ডস তুলে দিচ্ছেন (বা থেকে) ইউকেবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ এমবিই, ব্যাংক এশিয়ার চেয়ারম্যান রউফ চৌধুরী, জর্জ ফ্রিম্যান এমপি, ইউকেবিসিসিআই'র চেয়ারম্যান ইকবাল আহমদ ওবিই,ডিবিএ ও লর্ড কারণ বিলামরিয়া সিবিই

▲ কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ান রোকসানা বেগমের হাতে 'ইউকেবিসিসিআই ডাইরেক্টর চয়েস' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে) স্কাই টিভির স্পোর্টস সাংবাদিক গেরি নিউবন, ইউকেবিসিসিআই ডাইরেক্টর নাজমুল ইসলাম নুরু ও ইউকেবিসিসিআই ডাইরেক্টর জামাল উদ্দিন মকাদ্দুস।

▲ রোশনারা আলী এমপির থেকে) টাওয়ার হ্যামলেটসে খন্দকার ও ইউকেবিসি

▲ আহজাজ চৌধুরীর হাতে 'ইয়াং এন্ট্রারপ্রেনার অব দ্যা ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে) স্টিফেন টিমস এমপি, মুহাম্মদ আব্দুস সালিক মুনিম ও ইউকেবিসিসিআই ডাইরেক্টর আব্দুল খালিক জামাল।

▲ দার্জিলিং এক্সপ্রেসের আসমা খান এর হাতে 'রেস্টুরেন্ট অব দ্যা ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে) রোশনারা আলী এমপি, বিসিএ সেক্রেটারি জেনারেল অলি খান ও নিল কানসারা।

▲ এম এ মুকিত মিয়ার হাতে 'ইন্সপাইরেশনাল বিজনেস লিডার অব দ্যা ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে) ব্যারোনেস পলা মঞ্জিলা উদ্দিন, ইউকেবিসিসিআই'র ডাইরেক্টর হারুন মিয়া ও গান্ধি ওরিয়েন্টার ফুড এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জেন্টি গান্ধি

▲ রেটিনা সার্জন মাহিউল মুহাম্মদ খান মুকিত এর হা ইনোভেশন' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে) অ্যান ইউকেবিসিসিআই ডাইরেক্টর সিদ্দিকুর রহমান ও ডেমন

ন্টারপ্রেনার এণ্ড এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭

বিসিসিআই ডাইরেক্টর বোর্ড

▲ বক্তব্য রাখছেন ইউকেবিসিসিআইর প্রেসিডেন্ট বজলুর রশীদ এমবিই

হাতে 'স্পেশাল রিকগনিশন' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (বা র মেয়র জন বিগস, বিসিএ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট পাশা সিআই ডাইরেক্টর ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া

▲ সনি সাদাফ হারুন এর হাতে 'বিজনেস ওয়েম্যান অব দ্যা ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে) বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাইকমিশনের ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রধান রোজিনা হাসান ও ইউকেবিসিসিআই'র নন-এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর রহিমা মিয়া।

▲ আলিউর রহমান এর হাতে 'এন্টারপ্রেনার অব দ্যা ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে) অ্যান্ড্রু স্টিফেন এমপি, আফতাব ভাটি ও ইউকেবিসিসিআই ডাইরেক্টর কামরু আলী

তে 'বিজনেস মেইন এমপি, সাওয়ারবিক

▲ জাড চৌধুরীর হাতে 'বেস্ট প্রোডাক্ট অব দ্যা ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন আমজাদ বশির এমইপি, বুলবুল ইসলাম ও প্রেসক্লাব সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা

▲ বৃটিশ-বাংলাদেশ ফ্যাশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ফকরুল হক-এর হাতে 'বেস্ট নিউ বিজনেস' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (বা থেকে) জুলিয়ান নাইটস এমপি, ইউকেবিসিসিআই মিডল্যান্ড রিজিয়নের কনভেনর ড. এম জি মাওলা মিয়া ও জ্যান নাইটস।

▲ অর্ডারিং ডাইরেক্ট এর প্রবর্তক আতিক এলাহি ও আশিক এলাহীর পক্ষ থেকে'কন্ট্রিবিউশন টু দ্যা ইন্ডাস্ট্রি' অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন রহিমা মিয়া। অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন (ডান থেকে)পল স্ক্যালি এমপি, ইবকো'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বেলাল আহমদ ও বিসিএর প্রেসিডেন্ট কামাল ইয়াকুব

সফলদের স্বপ্ন গাথা

ঢাকার একটা হোটেলে কাজ করতাম

বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। এখনো অক্ষয় কুমারকে বলা হয় ভারতের সবচেয়ে 'ফিট' নায়ক। বলিউডে 'খান'দের রাজত্বে তিনি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। জাতীয় পুরস্কার, ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর উঠে আসার গল্প তরুণদের জন্য হতে পারে দারুণ অনুপ্রেরণাদায়ক

আমার জন্ম পুরোনো দিল্লিতে, বড় হয়েছি চাঁদনী চকে। বাবা ছিলেন অমৃতসর আর মা কাশ্মীরের বাসিন্দা। ডন বসকো স্কুলে পড়ালেখা করেছি। ছোটবেলা থেকে আমার খেলাধুলার বাইরে আর তেমন কোনো শখ ছিল না। ভলিবল, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি–সব খেলতাম। একটা মেয়েকে ভালোবেসে, তার নজর কাড়তে মার্শাল আর্ট শেখা শুরু করেছিলাম। পরে আবিষ্কার করলাম, মেয়েটার চেয়ে আমি মার্শাল আর্টকেই বেশি ভালোবেসে ফেলেছি! মাধ্যমিক পেরোনোর পর বাবাকে বললাম, মার্শাল আর্ট নিয়ে আমি আরও দূর যেতে চাই। বাবাও আমার ইচ্ছে পূরণ করার জন্য খুব কষ্ট করলেন। একটু একটু করে টাকা জমিয়ে আমাকে ব্যাংককে পাঠালেন। সেখানে পাঁচ বছর কারাতে শিখেছি। মার্শাল আর্ট শিখেছি, থাই বক্সিং শিখেছি। আর শিখেছি রান্না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাংককে টিকে থাকতে হলে আমাকে হয় রান্না শিখতে হবে, নয়তো 'না খেয়ে থাকা' শিখতে হবে। আমি রান্নাটাই বেছে নিয়েছিলাম। এরপর কলকাতা গিয়েছি, সেখানে কিছুদিন কাজ করেছি। ঢাকা গিয়েছি, সেখানে কিছুদিন কাজ করেছি। ঢাকায় আমি একটা হোটেলে কাজ করতাম। কলকাতায় কাজ করতাম একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে। ব্যবসাও করেছি। দিল্লি থেকে গয়না কিনে বম্বেতে নিয়ে বিক্রি করতাম। কুন্দানের গয়না তো চেনেন? বম্বেতে তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। ধরুন, দিল্লি থেকে ২০ হাজার রুপির গয়না কিনলাম, বম্বেতে সেটা ৩০ হাজার রুপিতে বিক্রি করতাম। পাশাপাশি কয়েকটা বাচ্চাকে মার্শাল আর্ট শেখাতাম। মাসে আয়-রোজগার মন্দ হতো না। তো আমার এক ছাত্রের বাবা একদিন বললেন, 'তুমি তো বেশ লম্বা আছ, দেখতেও বেশ সুদর্শন, মডেলিং কেন করছ না?'

আমি তো 'মডেলিং' কী জিনিস, সেটাই জানতাম না! আমার মা-বাবা কিংবা পরিবারের কারোরই এ ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিল না। তো সেই ভদ্রলোক বললেন, 'চলে এসো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

গেলাম একদিন। এসি রুমে দুই-আড়াই ঘণ্টা ফটোসেশন হলো, ভালো খাবার পেলাম। দিন শেষে তিনি আমাকে ২১ হাজার রুপির একটা চেক ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি যেতে পারো।' বললাম, 'ব্যস, কাজ শেষ!' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' আমি তো অবাক! দিনে পাঁচ ঘণ্টা মেহনত করি, মাস শেষে হাতে হয়তো পাঁচ হাজার রুপি থাকে। আর এরা দুই ঘণ্টায় ২১ হাজার দিয়ে দিল! এমন কী বিশেষ কাজ করলাম! ভাবলাম, বাহ্?, আমি তাহলে মডেলই হব। এখানে-ওখানে ছবি পাঠাতে শুরু করলাম, র‍্যাম্পে হাঁটলাম। এভাবে চলল বেশ কয়েক দিন। হঠাৎ একদিন একজন আমাকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল। আমার আজও মনে আছে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় তিনি আমাকে ৫ হাজার ১ রুপির একটা চেক দিয়েছিলেন। তিনটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম।

ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জন্য পোর্টফোলিও বানাতে হয়। অনেকগুলো ছবি তুলে আমি ইয়া মোটা পোর্টফোলিও বানিয়েছিলাম। তো ছবি তোলার জন্য গিয়েছিলাম মুম্বাইয়ের জুহু সৈকতে। সেখানে খুব সুন্দর একটা বাংলো দেখে দারোয়ানকে বলেছিলাম, আমি কি ভেতরে ঢুকে কয়েকটা ছবি তুলতে পারি? দারোয়ান সাফ মানা করে দিয়েছিল। কারণ, বাংলোটা ছিল একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বাধ্য হয়ে বাংলোর দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ফটোসেশন করেছিলাম। কয়েক দিন আগে পুরোনো ছবি ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, সেদিন যেই বাংলোতে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, এখন আমি সেই বাংলোতেই থাকি!

আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটা শিশুরই কোনো না কোনো বিশেষত্ব আছে। কেউ কম্পিউটার ভালো পারে, কেউ পড়ালেখায় ভালো, কারও বিজ্ঞান ভালো লাগে, কারও ভালো লাগে গণিত। প্রতিটা শিশুর কোনো না কোনো গুণ থাকে। মা-বাবার কাজ হলো সেই গুণটা খুঁজে বের করা এবং সেটাকে আরও বিকশিত হতে সাহায্য করা। আমার ছেলেকে নিয়ে অনেকে বলে, ও তো নিশ্চয়ই সিনেমায় নাম লেখাবে। আমি বলি, কেন? হ্যাঁ ওর যদি মন চায় তো সিনেমা করতে পারে। মন অন্য কিছুতে আগ্রহী হলে ও তা-ই করবে। ওর মনের ওপর আমি কেন জোর খাটাব? আমার ছেলে পড়ালেখায় ভালো। আবার ভালো ছবিও আঁকে। আমি ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলি, ঠিক আছে বেটা, মন দিয়ে ছবি আঁকো। আমি মনে করি, সব মা-বাবার এটা জানা জরুরি, আপনার সন্তান কী হতে চায়? কী করতে চায়?

বাবা বলতেন, 'বেটা, অন্তত বুঝদার হওয়ার মতো পড়ালেখাটুকু কর। যেন বড় বড় মানুষের মাঝখানে তুই যখন দাঁড়াবি, তখন যেন তোকে বোকা মনে না হয়। তোকে ইংরেজি জানতে হবে, জানতে হবে পৃথিবীটা গোল। ইতিহাস জানতে হবে, ভূগোল জানতে হবে। ব্যস। বলছি না তুই বিরাট জ্ঞানী হ। এটুকুই যথেষ্ট।'

যা ভালোবাসেন, সেটাই যদি আপনার কাজ হয়, তাহলে সারা জীবনই মনে হবে আপনি ছুটিতে আছেন। আমি যেমন বাঞ্জি জাম্প খুব পছন্দ করি। একসময় আমাকে টাকা খরচ করে বাঞ্জি জাম্প করতে হতো। এখন সেই একই অ্যাকশন করার জন্য উল্টো আমি টাকা পাই! সাফল্যের জন্য আমি ক্ষুধার্ত নই, আমার ক্ষুধা ভালো কাজের জন্য। প্রতিদিন নিজেকে বলি, আমার কী সৌভাগ্য, জীবনের এ পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছি।

অক্ষয় কুমারের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার অবলম্বনে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ

বিতর্কের মঞ্চে স্বাগত

সাহিব নিহাল

থমথমে পরিস্থিতি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে চলছে ফাইনাল রাউন্ডের বিতর্ক। যে চারটি দল লড়াই করছে, এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দল আছে দুটি। অপর দুটি দল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের। সমান সমান এ লড়াইয়ে শেষতক চ্যাম্পিয়ন হলো কে? স্বাগতিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়? নাকি সুদূর চট্টগ্রাম থেকে কেউ এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ট্রফি? জানাচ্ছি একটু পরে। আগে পেছনের গল্পটা বলে নিই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকা্ ডিবেটিং ফোরাম (বিএফডিএফ) আয়োজিত 'কিউট-প্রথম আলো উন্মুক্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা ১.০'-এর মূলপর্বেই মুখোমুখি হয়েছিল রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেছিল এই প্রতিযোগিতার আসর। সাধারণত বিতর্ক প্রতিযোগিতাগুলো জাতীয় পর্যায়ে হলেও এ আয়োজনটা ছিল একটু ভিন্ন। শর্ত ছিল, প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে বিতার্কিককে অবশ্যই উত্তরবঙ্গ অথবা দক্ষিণবঙ্গের কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হতে হবে। কেন এই নিয়ম? প্রধান নির্বাহী সদস্য ফাহমিদা আফরোজ জানালেন, 'আমরা চেয়েছি নতুন বিতার্কিকদের সুযোগ করে দিতে। ঢাকার বিতার্কিকেরা প্রচুর সুযোগ পায়। এটাও বিবেচনায় ছিল।'

শুধু তাই নয়। আরও বেশ কিছু দিক থেকে অনন্য এ প্রতিযোগিতাটি। এখানে প্রতিযোগীদের ইংরেজি বিতর্ক করতে হয়েছে 'ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি' নিয়মে। সনাতনী বিতর্কের চেয়ে এটা কিছুটা আলাদা। বিতর্ক প্রতিযোগিতা শুনলে সাধারণ দর্শকের চোখে ভাসে দুটো দল। এর মধ্যে এক দল পরাজিত হবে আরেক দল হবে জয়ী। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি বিতর্কে লড়াই করে চারটি দল। এর মধ্য থেকে একটি দল পায় বিজয়ীর খেতাব।

৩ আগস্ট উৎসবের পর্দা ওঠার পর প্রথম আয়োজন ছিল বিতর্ক কর্মশালা। 'উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিতার্কিকদের জন্য ইংরেজি বিতর্ক শেখার সুযোগ কম। তাই কর্মশালা আর প্রতিযোগিতা একসঙ্গে করা।' বললেন ফাহমিদা। নির্ধারিত নিবন্ধন ফি পরিশোধের পর মিলেছে কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ। কর্মশালা নিয়ে বিতার্কিকদের আগ্রহও ছিল বেশ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ৪০০ জন বিতার্কিকের সরব অংশগ্রহণ তারই প্রমাণ দেয়।

দ্বিতীয় দিন শুরু হয় মূল প্রতিযোগিতা। কলেজের ৬টি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬টি দল মিলিয়ে মোট ৪২টি দল অংশগ্রহণ করে সেখানে। এ আয়োজনের আহ্বায়ক তানভির আহমেদ জানালেন, 'ট্যাব ফরম্যাটে বিতর্কের আয়োজন করেছি আমরা। প্রথম দিন চার রাউন্ড বিতর্কের পর ১৬টি দল ব্রেক করে। এই ১৬টি দল পরে নকআউট পর্বে অংশ নেয়।'

শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল, দুটি সেমিফাইনাল আর ফাইনাল। ফাইনাল বিতর্কের পর বসে 'আমরাই বাংলাদেশ' নামের 'পলিসি ফোরাম'। পলিসি ফোরামের বক্তা ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক দলের সাবেক দলনেতা ও বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশনের (বিডিএফ) সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ মিশু। এ ছাড়া বিতার্কিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিডিএফের উপদেষ্টা অধ্যাপক আজম শান্তনু, বিডিএফের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিরূপাক্ষ পালসহ সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। তরুণেরা বাংলাদেশকে কীভাবে দেখেন, কীভাবে দেখতে চান–আলোচনা হয় এসব বিষয়ে। এরপর বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

আর পুরস্কারটা কে পেল শেষ পর্যন্ত? না। স্বাগতিক দল দুটো খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিতার্কিকদের মধ্যে চ্যাম্পিয়নের ট্রফিটা গেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির (সিইউডিএস) 'এ' দলের দখলে।

এশিয়ান ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ

এশিয়ায় সেরা বাংলাদেশ

সাহিব নিহাল

এশিয়ান ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি (এবিপি) ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্ব চলছিল থাইল্যান্ডের ক্র্যাবি শহরে। ৬ অক্টোবর। যে চারটি দল বিতর্ক করছিল, তার মধ্যে একটি বাংলাদেশের। বাংলাদেশি বিতার্কিকেরা জানতেন, এর আগে আন্তর্জাতিক শিরোপা অর্জনের সুযোগ হলেও এবিপি ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফিটা অধরা রয়ে গেছে। তাই প্রতিযোগীদের লড়াইটা শুধু বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধেই নয়, স্নায়ুর সঙ্গেও চলছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে এবার কিন্তু সেই অধরা শিরোপাটিও এসেছে বাংলাদেশের ঘরে। কারা নিয়ে এল এই সুনাম? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) থেকে অংশ নেওয়া দল 'আইবিএ ডিইউ ১'। প্রতিবছর ভিন্ন ভিন্ন দেশ 'এশিয়ান বিপি কাউন্সিল'-এর এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। থাইল্যান্ডে এবার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য কি শুরু থেকেই ছিল? দলের সদস্য সাজিদ খন্দকার অকপটে স্বীকার করলেন, এতটা তাঁরা নিজেরাও প্রত্যাশা করেননি। 'চ্যাম্পিয়নশিপ তো দূরের কথা, ফাইনালে ওঠাই অনেক বড় স্বপ্ন ছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমিফাইনালে উঠতে পারলেও সন্তুষ্ট থাকতাম। ভাবতে পারিনি আমরা এশিয়ার সেরা দল হয়ে ফিরব', বললেন তিনি। আরেক সদস্য রওনাক জাহীন ওয়াসি অবশ্য জানালেন, তিনি এই অর্জনের অপেক্ষাতেই ছিলেন। আত্মবিশ্বাস ছিল ভালো কিছু হবে। মনের ভেতরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আশাও কিছুটা ছিল। হেসে যোগ করলেন, 'আমি আবার বরাবরই একটু বেশি আশাবাদী।'

বিশ্বদরবারে বিতর্ক করতে গেলে একটা বাড়তি চাপ ভর করে প্রতিযোগীদের ঘাড়ে। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বের ভার তো কম নয়! সাজিদ বললেন, 'দেশের প্রতিনিধি হওয়ার অনুভূতি আর কোনো কিছুর সঙ্গে মেলানো যায় না। ছোটবেলা থেকেই এটা আমার স্বপ্ন ছিল।' আর ওয়াসির বক্তব্য, 'ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশের বিতর্ককে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যেখানে আমরা একটা টুর্নামেন্টে শুধু প্রিলিমিনারি রাউন্ড পার করে নকআউটে যাওয়ার স্বপ্ন দেখব না। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিতর্ক অঙ্গনে এমন একটা অবস্থানে নিয়ে যাব, যেন সবাই আমাদের একনামে চেনে। এবার বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে যে সম্মান আমরা পেয়েছি, এটা তুলনাহীন।'

এর আগে বাংলাদেশের একটি দল এবিপি ডিবেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে গেলেও সেবার ট্রফিটা ছোঁয়া হয়নি। এ নিয়ে দেশের বিতার্কিকদের মনে আক্ষেপ ছিল অনেক দিন। এবার আক্ষেপ ঘুচল। তা ফাইনালের উত্তাপ কেমন ছিল? জানতে চাই ওয়াসির কাছে। বললেন, 'একটু নার্ভাসই ছিলাম। যদিও আমরা ফাইনালে উঠেছি এ নিয়েই অনেকে খুশি ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, টুর্নামেন্টটা জিতে শেষ করতে না পারলে সারা জীবন আফসোস থাকবে। ফাইনালের শুরুতে লটারি হওয়ার পর আমরা পেলাম "ওপেনিং গভর্নমেন্ট" পজিশন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি বিতর্কে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। বিপক্ষে ছিল এশিয়ার সেরা তিনটা দল। কিন্তু বিতর্ক শুরু হওয়ার পর যখন পোডিয়ামে উঠলাম, তখন কেন যেন আত্মবিশ্বাস ভর করল। মনে হলো, নিজেদের সেরাটা দিতে পারলে এবার একটা কিছু হবে!'

কেবল কথার কথা নয়। ওয়াসি যে নিজের সেরাটা দিয়েছেন, এর প্রমাণ–সেরা বক্তার পুরস্কারও এসেছে তাঁর ঝুলিতে। শুরু থেকে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়া ওয়াসির কণ্ঠ এবার একটু বিনয়ীই শোনাল, 'আসলে এই পুরস্কারের অর্থ হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ রাউন্ডে আমার বক্তব্য সবচেয়ে ভালো হয়েছে। আমার মনে হয়, ঠিক সেভাবেই অন্যান্য রাউন্ডে সাজিদের বক্তব্যও অনেক ভালো ছিল। তার সাহায্য না থাকলে মনে হয় না এটা সম্ভব হতো।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে রওনাক জাহীন ওয়াসি পড়ছেন চতুর্থ বর্ষে। স্নাতক প্রায় শেষ, বিতর্কের ক্যারিয়ারটা তাই আর খুব বেশি লম্বা না-ও হতে পারে। কিন্তু মাত্রই প্রথম বর্ষে পড়ুয়া সাজিদ খন্দকারের হাতে এখনো বেশ খানিকটা সময় আছে। আগামী বছরগুলোতে নতুন কাউকে সঙ্গে নিয়ে দেশের হয়ে এমন আরও অনেক অর্জন তো তাঁর কাছ থেকে আশা করাই যায়।

রোবট কি সঠিক সিদ্ধান্তে যেতে পারবে

আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন গাড়ি রাস্তায় চলবে, যা আর মানুষকে চালাতে হবে না। একটি কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিক রোবটই চালাবে গাড়ি।

বিবিসির সংবাদদাতা ডেভিড এডমন্ডস লিখছেন, জাগুয়ার-ল্যান্ডরোভারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ড. এমি রিমার তাকে একটি চালকবিহীন গাড়িতে উঠিয়ে কীভাবে শহরে ঘুরেছেন।

তাকে শুধু একটি বোতাম টিপে গাড়িটি চালু করতে হয়েছিল। তার পর গাড়ি চলতে শুরু করল, ট্রাফিক সিগন্যালে থামল, ডানে-বামে ঘুরল, তার পর এক জায়গায় সুন্দরভাবে পার্কও করল।

ড. রিমার বলছিলেন, আর এক দশকের মধ্যেই এমন গাড়ি রাস্তায় নামবে। এখন চলছে তার কারিগরি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কাজ।

অনেকের অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন আছে। তাহলো চালকবিহীন গাড়ির সমস্যা শুধুই যান্ত্রিক নয়, এর একটা নৈতিক দিকও আছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, একটি রেললাইনের ওপর পাঁচজন মানুষকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। একটি ট্রেন তার খুব কাছে চলে এসেছে। যেখানে লোকগুলো বাঁধা, তার আগে লাইনের ওপর আছে একটি ওভারব্রিজ। তাতে দাঁড়ানো দু'জন লোক। একজনের সঙ্গে একটা বিরাট ব্যাগ।

একজন ভাবল, ব্যাগওয়ালা লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে লাইনের ওপর ফেলে দিলে লোকটা মারা যাবে ঠিকই, কিন্তু তার ব্যাগটা ট্রেনকে আটকে দেবে এবং তাতে লাইনের ওপরের পাঁচজন লোক বেঁচে যাবে। লোকটার কি এটা করা উচিত হবে? বেশির ভাগ লোকই জবাব দেবে, ৫ জনকে বাঁচাতে ব্যাগধারী লোকটিকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া উচিত হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো- যদি একটি রোবটচালিত গাড়ি এ অবস্থায় পড়ে, তাহলে সে কী করবে? সে কি দুটি শিশুকে বাঁচাতে একটি মোটরবাইককে আঘাত করবে? বা পথচারীদের জীবন বাঁচাতে চালককে মারা যেতে দেবে? রোবটচালিত গাড়ি যদি কোনো দুর্ঘটনার সময় পথচারীদের জীবন বাঁচাতে ড্রাইভারের মৃত্যু ডেকে আনে, তাহলে সে গাড়িতে কি আপনি চড়বেন? তা ছাড়া কে এই সিদ্ধান্ত নেবে? রাস্তায় চলমান গাড়ি কী করবে, না-করবে তার ওপর কি সরকার সিদ্ধান্ত নেবে? নাকি সেই সিদ্ধান্ত নেবে গাড়ি নির্মাতা, নাকি যে গাড়ি কিনবে, সে? রোবটের এই নৈতিকতা নিয়ে ২০০৪ সালে এক সেমিনারও হয়েছিল। ড্রাইভারবিহীন গাড়ির মতো এখন এমন ক্ষেপণাস্ত্রও তৈরি হয়েছে, যা শত্রুর পা া আক্রমণের মুখে নিজে নিজেই দিক পরিবর্তন করবে। কিন্তু এমন রোবট কি বানানো যাবে, যে ছুরি হাতে একজন যোদ্ধা এবং একজন সার্জনের পার্থক্য বুঝতে পারবে?

মানুষের নিশ্চিত করতে হবে যে, রোবটের মধ্যে যেন মানুষের মতো নানা রকম সংস্কার বা পক্ষপাত তৈরি না হয়।

যেহেতু কী হবে বলা যায় না, তাই ভালো কিছুও তো হতে পারে। হয়তো রোবট নৈতিক প্রশ্নে মানুষের চেয়েও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে- এমনও হতে পারে। -বিবিসি

প্লাস্টিকখেকো ছত্রাকের সন্ধান

প্লাস্টিক কখনও নষ্ট হয় না, মাটিতে মেশে না। এর ফলে পৃথিবী এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিক ব্যবহারের কারণে পৃথিবী পরিণত হয়েছে প্লাস্টিকের গ্রহে। তবে আশার কথা হচ্ছে, সম্প্রতি পাকিস্তানের আবর্জনার স্তূপে প্লাস্টিকখেকো ছত্রাকের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্লাস্টিককে 'খেয়ে' ফেলতে পারে এক ধরনের বিশেষ ছত্রাকজ্ঞ যারা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে প্লাস্টিক অণুগুলোকে, অর্থাৎ রাসায়নিক বন্ধনগুলোকে। ফলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় প্লাস্টিকের অণু। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মাটিতে মিশে গিয়ে নিশ্চি হয়ে যেতে পারে সেই সব প্লাস্টিক। অথচ যাদের ১০ লাখ বছরেও মাটিতে মেশার কথা নয়।

সম্প্রতি চায়নিজ একাডেমি অব সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী, গবেষকরা পাকিস্তানের গবেষকদের সঙ্গে জোর তল্লাশি চালিয়ে ইসলামাবাদের আবর্জনার স্তূপ থেকে সেই প্লাস্টিক বিনাশী ছত্রাকের হদিস পেয়েছেন। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল 'এনভায়রনমেন্টাল পলিউশান'-এর জুন সংখ্যায়। গবেষণাপত্রের শিরোনাম 'বায়োডিগ্রেডেশন অব পলিয়েস্টার পলিইউরিথেন বাই অ্যাসপারগিলাস টুবিনজেনসিস'।

সেই ছত্রাক আর সেগুলো কীভাবে উৎসেচক ছড়িয়ে দেয় প্লাস্টিকের ওপর; গবেষকরা সে ছত্রাকটির হদিস পেয়েছেন। নাম অ্যাসপারগিলাস টুবিনজেনসিস। ছত্রাকটি জন্মায় মাটিতে। তবে গবেষণাগারে ওই ছত্রাকদের প্লাস্টিকের ওপরেও জন্মাতে দেখেছেন গবেষকরা।

এই ছত্রাকটি থেকে বেরিয়ে আসে এক ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক (আদতে প্রোটিন), যা প্লাস্টিকের অণুগুলোকে বেঁধে রাখার বন্ডগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। আর সেটা করে অত্যন্ত দ্রুত

গতিতে। যাতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটা প্লাস্টিক পুরোপুরি ক্ষয়ে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতে পারে।

একইভাবে মরা গাছপালা বা প্রাণীদের জৈব বর্জ্যের ওপর বসে ছত্রাক তাদের নিকেশ করে দেয়। এটা আগেই জানা ছিল। কিন্তু অ্যাসপারগিলাস টুবিনজেনসিসের মতো বিশেষ এক ধরনের ছত্রাক যে বিশেষ এক ধরনের প্লাস্টিক পলিয়েস্টার পলিইউরেথেনের অণুগুলোকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে- এই প্রথম বিশেষ ধরনের স্পেকট্রোস্কোপিতে তা দেখা গেছে বলে গবেষকদের দাবি।

২০১৫ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রেগ ক্রিডলের নেতৃত্বে এক দল গবেষক দেখিয়েছিলেন, কোন কোন পতঙ্গের শূককীট (মিলওয়ার্ম) প্লাস্টিক খেয়ে ফেলতে পারেজ্ঞ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল 'এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি'তে প্রকাশিত তাদের গবেষণাপত্র জানিয়েছিল, ১০০ শূককীটকে বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক স্পাইরোফোম খাওয়ানো হয়েছিল। দেখা যায়, যে পরিমাণ প্লাস্টিক খাওয়ানো হয়েছিল; বাঁচার রসদ জোগাড়ে তার অর্ধেকটা ভেঙেই কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে নিয়েছে শূককীটগুলো। বাকি প্লাস্টিকটুকু তারা মাটিতে মিশে যাওয়ার মতো পদার্থে পরিণত করে ফেলেছে।

হ আসিফ, তথ্য :এবিপি

মঙ্গলে জনবসতি গড়ার রূপরেখা

মহাকাশে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও বসবাসযোগ্য পরিবেশ আছে কি-না, তা নিয়ে গবেষণা চলছে কয়েক দশক ধরে। তবে এখন পর্যন্ত শুধু মঙ্গল গ্রহকেই মানুষের মতো একই প্রাণ রাসায়নিক গঠনের জীবের অনুকূল বলে দাবি করে আসছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। সে লক্ষ্যেই মঙ্গলে বসতি গড়ার পরিকল্পনা করছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এলন মাস্ক আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মঙ্গলকে বাসযোগ্য করে তোলা এবং সেখানে বাণিজ্যিকভাবে মানুষ পাঠানোর কথা জানিয়েছিলেন ২০১৬'র সেপ্টেম্বরে। তাতে মাথাপিছু খরচ পড়ত ১ থেকে ২ লাখ ডলার। তবে ওই মাসেই স্পেসএক্সের পরীক্ষামূলক ফ্যালকন ৯ রকেটটি উৎক্ষেপণের সময় বিস্ফোরিত হয়।

পরিকল্পনাটি ভেস্তে যাওয়ার পর এলন মাস্ক তাদের মঙ্গল যাত্রা নিয়ে নতুন একটি রূপরেখা প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি। মাস্ক এতে নতুন রকেট তৈরির কথা উল্লেখ করেন। এ ছাড়া মাস্ক এক টুইট বার্তায়ও বলেছেন, শিগগিরই নতুন একটি রকেট তৈরি করা হবে, যাতে গতবারের রকেট বিস্ফোরণের সব ত্রুটি ঠিক করা হবে। সংবাদ মাধ্যম রেডডিটে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মাস্ক বলেন, মঙ্গলকে বাসযোগ্য করে তুলতে জ্বালানি ও বাতাস তৈরি করা হবে চার স্তর প্রক্রিয়ায়। এ জন্য মহাকাশযানের বিশাল জ্বালানি ট্যাংকের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। ট্যাংকটি গত নভেম্বরে সব চাপ সহনীয়তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে জানান তিনি।

সম্প্রতি স্পেসএক্স পুনর্ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান প্রযুক্তি তৈরিতে সাফল্য লাভ করেছে। এতে প্রায় ১০০ কোটি ডলার সঞ্চয় হবে বলে জানায় প্রতিষ্ঠানটি। এ ছাড়া সবকিছু ঠিক থাকলে ২০১৮ সালেই প্রতিষ্ঠানটি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী মহাকাশযান 'ফ্যালকন হেভি'র পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হবে বলে জানান মাস্ক।

ঘণ্টায় গতি প্রায় ১২ হাজার কিলোমিটার

আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া যৌথভাবে এক্স-৫১এ ওয়েব রাইডার নামে এক হাইপারসনিক এয়ারক্রাফ?ট মিসাইল পরীক্ষা করেছে। এটি সেকেন্ডে এক মাইল পর্যন্ত উড়তে সক্ষম। এ হাইপারসনিক মিসাইলের গতি শব্দের চেয়ে ৫ গুণ গতিবেগে চলতে পারে, প্রতি ঘণ্টায় ৬,২০০ থেকে ১২,৩৯১ কিলোমিটারের মধ্যে। এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, এর গতি বেড়ে ১২,৩৯১ কিলোমিটার হয়েছে প্রতি ঘণ্টায়। বহু ব্যালিস্টিক মিসাইল এই হাইপারসনিকের চেয়েও বেশি গতিবেগের হয়ে থাকে। কিন্তু সেসব ব্যালিস্টিক মিসাইলের গতিপথ উপগ্রহের মাধ্যমে নজরবন্দি করা যায়। আমেরিকার কাছে এমন ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে, যা এসব মিসাইলকে মাঝপথেই ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই এর চেয়ে হাইপারসনিক মিসাইল বেশিই কার্যকরী। কারণ এদের গতিপথ চি ত করা যায় না। এসব হাইপারসনিক মিসাইল মাঝপথ থেকে তার গতিপথও পরিবর্তন করতে সক্ষম।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মরিস পেন বলেছেন, এই হাইপারসনিকের পরীক্ষা সফল হয়েছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, এখন পর্যন্ত যত পরীক্ষা হয়েছে, তার মধ্যে এই হাইপারসনিকের পরীক্ষা সবচেয়ে জটিল ছিল।

আমেরিকার বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে জেনারেল জন হেটেন জানান, চীন ও রাশিয়ার হাইপারসনিক মিসাইল উত্তরোত্তর চিন্তা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকটি আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। পাশাপাশি এই হাইপারসনিককে আরও উন্নত করে তুলতে হবে।

মহাকাশকেন্দ্রে বহুরূপী ব্যাকটেরিয়া

মহাকাশে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেছে, যেটি রূপ বদলাতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ না থাকলেও তাদের কোনো সমস্যা হয় না। বাতাসের অভাবে মৃত্যুবরণও করে না। শুনতে অবাক লাগলেও আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন বা আইএসএস-এ এমনই বহুরূপী ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পেয়েছেন সেখানকার নভোচারীরা।

মহাকাশে পাড়ি দেওয়া নভোচারীরা এখন এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে আতঙ্কে আছেন। কেননা, এরই মধ্যে রহস্যময় এই ব্যাকটেরিয়ায় কেউ কেউ আক্রান্তও হয়েছেন। তবে ভয়াবহ বিষয়টি হচ্ছে, কোনো প্রতিষেধকই এদের কাবু করতে পারছে না। তবে পৃথিবীতে এলে এর কার্যকারিতা থাকে না।

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা'র বরাত দিয়ে দেশটির সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ সম্প্রতি জানায়, ব্যাকটেরিয়া জন্মগতভাবেই যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে ওঠার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। ফলে এদের দমন করা সহজ নয়।

এর নাম দেওয়া হয়েছে ই-কয়েল ব্যাকটেরিয়া। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটির রয়েছে প্রতিকূল পরিবেশ বোঝার ক্ষমতা। আর প্রচণ্ড ধূর্ত হওয়ার কারণেই অবস্থা বুঝে সেটি নিজের রূপ পরিবর্তন করতে পারে। সে জন্যই প্রতিষেধকের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোনো ব্যাকটেরিয়াকে ধরাশায়ী করা সম্ভব হলেও এটি তার ব্যতিক্রম।

বহুরূপী ব্যাকটেরিয়াটি পৃথিবীর যে কোনো জীবাণুর তুলনায় ১৩ গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একে নির্মূলে কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হলেই তা রূপ বদলে তাদের ধোঁকা দেয়। ফলে পৃথিবীতে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক শতভাগ কার্যকর, সেগুলো ই-কয়েলের কাছে সম্পূর্ণ অসহায়।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাকাশ কেন্দ্রে যে কোনো জায়গায় এটি বিস্তার লাভ করতে পারে বলে দেখা গেছে। এ জন্য কোনো জীবের প্রয়োজন এদের হয় না। প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ টিকে থাকতে ও সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে পারে স্বাচ্ছন্দ্যে।

এই ব্যাকটেরিয়াকে নিয়ে গবেষণা করা বিজ্ঞানী দলের প্রধান ড. লুইস জিয়া সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, মহাকাশে শক্তিশালী হলেও এটি কিন্তু পৃথিবীতে একেবারেই দুর্বল। তাই ব্যাকটেরিয়াগুলো পৃথিবীতে যখন আসে তখন তাকে ধ্বংস করা যায়। কিন্তু মহাকাশে অসম্ভব মহাকাশে এই ব্যাকটেরিয়াকে কীভাবে ঘায়েল করা যায়, তা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত বিজ্ঞানীরা। এর পাশাপাশি আরেকটি আশঙ্কা নিয়েও তারা কাজ করছেন। সেটি হচ্ছে, মহাকাশে স্বাস্থ্যঝুঁকি বিষয়ে এতকাল যে নিশ্চিন্ত বোধ করা গেছে, তার পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে মহাকাশ ভ্রমণ করা নভোচারীদের স্বাস্থ্য আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কে জানে; এমন ভয়ানক জীবাণু আরও রয়েছে কি-নাজ্ঞ যা এখনও আমাদের অজানা। -প্রবাহ ডেস্ক, সূত্র :কেবিএ

কোনোভাবেই থামছে না নারী নির্যাতন

বিবাহিত নারীদের ৮০ শতাংশই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে নিজের সঙ্গী কিংবা অন্য কোনোভাবে শারীরিক, মানসিক, যৌন কিংবা অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ৫০ শতাংশই হন শারীরিক নির্যাতনের শিকার। মানসিক নির্যাতনের প্রসঙ্গ এলে এর মাত্রা সহজেই অনুমেয়

মোহাম্মদ ওমর ফারুক

ঘটনা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। মাত্র এই চার মাসে দেশে প্রায় দেড় হাজার ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২৫৮টি ধর্ষণ ও ৫৫টি গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ১৫টি ও ধর্ষণচেষ্টার ৬০টি ঘটনা ঘটেছে। এই তথ্য দিয়েছে মহিলা পরিষদ। পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালের প্রথম চার মাসে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার, যৌন নিপীড়ন, আত্মহত্যা, বাল্যবিবাহ, অপহরণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে এক হাজার ৫৬৬টি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ধরনের ইতিবাচক স্লোগান প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হলেও বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ক্রমাগত বাড়ছে। যুক্ত হচ্ছে নির্যাতনের নতুন নতুন প্রকরণ। শারীরিক-মানসিক থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই নারী নিষ্পেষণের শিকার হচ্ছে। নারী নির্যাতনের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সমাজের প্রতিটি স্তরেই এ নির্যাতকরা রয়েছে। নারী নির্যাতিত হচ্ছে নারীর হাতেও। কিন্তু এর কারণ খুঁজতে গেলে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোটিকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এমনকি সময়ের অন্যতম আলোচিত ঘটনা তনু হত্যারও কোনো সুরাহা এখনো হয়নি। এ কারণে বিচারহীনতার সংস্কৃতিকেই নারী নির্যাতন বাড়ার প্রধান কারণ হিসেবে চি€ত করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ প্রতিবেদন বলছে, বিবাহিত নারীদের ৮০ শতাংশই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে নিজের সঙ্গী কিংবা অন্য কোনোভাবে শারীরিক, মানসিক, যৌন কিংবা অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ৫০ শতাংশই হন শারীরিক নির্যাতনের শিকার। মানসিক নির্যাতনের প্রসঙ্গ এলে এর মাত্রা সহজেই অনুমেয়। ২০১৫ সালে মাত্র নয়দিনব্যাপী পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে বিবিএস এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে, যেখানে মাত্র ২১ হাজার ৬৮৮ জন নারীর তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিসর হিসেবে এটি অনেক ছোট। প্রতিবেদনটি প্রকাশের সময় আগের তুলনায় নারী নির্যাতন কমেছে বলে দাবি করেছিল বিবিএস। অবশ্য সরকারি এ প্রতিষ্ঠানের দাবির সঙ্গে মিলছে না অন্য বেসরকারি সংস্থার তথ্য। ২০১৫ সালের জুনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে নারী নির্যাতন বৃদ্ধির ভয়াবহ রূপ। এতে জানানো হয়, ২০১৪ সালে ব্র্যাকের নিরীক্ষাধীন এলাকায় দুই হাজার ৮৭৩টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এক বছরের মাথায় ২০১৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে। অর্থাৎ ব্র্যাকের নিরীক্ষাধীন ৫৫টি জেলায় এক বছরের ব্যবধানে নারী নির্যাতন বেড়েছে ৭৪ দশমিক ৩ শতাংশ, যেখানে ৮৮ শতাংশ ক্ষেত্রেই নির্যাতনকারী একজন পুরুষ।

দেশব্যাপী নারী নির্যাতন বৃদ্ধির বিষয়টি উঠে এসেছে বাংলাদেশ পুলিশের তথ্যেও। বিভিন্ন থানায় দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে পুলিশের তৈরি করা তুলনামূলক অপরাধ পরিসংখ্যানের তথ্য মতে, ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারী নির্যাতন বেড়েছে প্রায় ৫০ দশমিক ৬ শতাংশ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীটির তথ্যমতে, চলতি বছরের মে মাসেই দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হয়েছে মোট এক হাজার ৭১৯টি। এসবই হচ্ছে তুলনামূলক সাহসী নারীদের নির্যাতনের পরিসংখ্যান, যারা অন্তত মামলা পর্যন্ত যাওয়ার সাহসটা করেন। এর বাইরে রয়ে গেছেন অসংখ্য নারী।

বাড়ছে শিশু ধর্ষণের ঘটনা: দেশে দ্রুতগতিতে বাড়ছে শিশু ধর্ষণ ঘটনাও। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, গত ২০১২ সালে ৮৬ জন, ২০১৩ সালে ১৭৯ জন, ২০১৪ সালে ১৯৯ জন, ২০১৫ সালে ৫২১ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ চিত্র থেকেই স্পষ্ট- প্রতিবছরই শিশু ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছে। সংস্থাটির বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ সালে ৬৮৬টি শিশু ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ইভটিজিং, যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন ধরনের যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ২০১৫ সালে সারা দেশে ৭২৭টি শিশু যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তবে তাদের জরিপ অনুসারে ২০১৫ সাল থেকেই শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন ও নিপীড়ন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-তে সর্বমোট ২২৪টি শিশু যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। এবং গণমাধ্যমের তথ্যমতে চলতি বছর শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে অর্ধশতাধিক।

সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে

মেহের আফরোজ চুমকি

প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। যেখানে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে সেখানে সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নিচ্ছে। অপরাধীকে আটকের ক্ষেত্রে সরকার প্রায় শতভাগ সফল। কিন্তু নির্যাতন বন্ধ করা কেবল সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। তাহলেই নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব হবে। একজন পুরুষ তার মা ও মেয়েকে যেভাবে সম্মান করে, সে যদি নারীদের ওইভাবে সম্মান করত তাহলে হয়তো এতো ধর্ষণের ঘটনা ঘটত না। পুরুষদের বিকৃত মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। নারীদের পণ্য না ভেবে মানুষ ভাবতে হবে।

০০০

বিচারহীনতার কারণেই ধর্ষণ বেড়েছে

সালমা আলী

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি

বিচারহীনতাই সমাজে ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে। একজন অপরাধীর যখন বিচার না হয় তখন অন্য অপরাধীদের মধ্যে ওই অপরাধ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। তারা নিজেদের উর্ধ্বে ভাবতে শুরু করে। আমরা কয়েক বছর ধরেই সরকারকে বলে আসছি নারী ও শিশু নির্যাতনের বিচার দ্রুত কার্যকর করতে এবং সামাজিকভাবে দুর্বৃত্তদের প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতে। বিভিন্ন সময়ে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলাগুলোর বিচার যদি হতো, তাহলে আজ এমন পরিস্থিতি হতো না। এ ধরনের অপরাধ নির্মূল করতে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আমি বলব, সরকারের পাশাপাশি শিশুদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধের দায়িত্ব সমাজকেও নিতে হবে। এ দায়িত্ব সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির।

০০০

বর্তমান কারণ পর্ণোগ্রাফির সহজলভ্যতা

তানিয়া হক

সহযোগী অধ্যাপক, উইম্যান এন্ড জেন্ডার স্ট্যাডিজ, বভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ষণ বাড়ার পেছনে পর্ণোগ্রাফির সহজলভ্যতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, পুরুষের বিকৃত মানসিকতা, মাদক, ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার, নৈতিকতাহীন জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অভাব, নারীদের ভোগের পণ্য মনে করা এবং পুরুষের মানসিক অসুস্থতাতে দায়ী করা হয়েছে। এজন্য ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, হিংস্র বিবেক, ক্ষমতার অপব্যবহার, অহংকার, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাব, নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা এসব বিষয় দায়ী। এছাড়া রয়েছে মাদক, পর্ণোগ্রাফির সহজলভ্য ব্যবহার। তবে শিশুদের এসব বিষয় থেকে দূরে রাখতে পারলেই কেবল ধর্ষণ প্রতিরোধ সম্ভব।

০০০

জাতীয় বাজেটে 'সামাজিক সুস্থতা' নিরূপণে অর্থায়ন প্রয়োজন

তৌহিদুল হক

সমাজ ও অপরাধ বিশ্লেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চলতি সময়ে নানাবিধ কারণে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অসংগতি সৃষ্টি হচ্ছে। ধর্ষণ এসব অসংগতির মধ্যে অন্যতম। তবে প্রতিটি ধর্ষণের পশ্চাতে কারণতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ ধরনের অসংগতি সৃষ্টিতে উৎসাহ জোগায়। লক্ষ্যণীয় যে, বিচারিক প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থে দ্রুতকরণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে জনবান্ধবকরণ এবং জাতীয় বাজেটে 'সামাজিক সুস্থতা' নিরূপণে অর্থায়ন, ধর্ষণ নামক সামাজিক অসুস্থতা থেকে আমাদের মুক্তি সম্ভবপর।

স্নিগ্ধার ইচ্ছে...

স্নিগ্ধা রহমান। বেড়ে উঠেছেন ঢাকায়। এসএসসি করেছেন টিকাটুলি শহীদ নবী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। পড়ছেন মহানগর মহিলা কলেজে। ছোটবেলা থেকেই শিল্পী হওয়ার ইচ্ছে মেয়েটার। বিতর্ক আর আবৃত্তি নিয়েই প্রতিনিয়ত পথ চলছেন তিনি। মডেলিং আর টেলিভিশনে উপস্থাপনার ইচ্ছে আছে। দেশকে অনেক ভালোবাসেন স্নিগ্ধা। দেশের মানুষের জন্য ভালো কিছু করার অদম্য ইচ্ছে আছে। একাধিক টেলিভিশনে ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করেছেন। সামনের দিনগুলোতে আরও করতে চাই। এ কাজগুলো করতে অনেক ভালো লাগে বলে জানালেন। উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেশ-বিদেশে পরিচিতি করতে চাই। দেশকেও বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চাই। অবসর সময়ে বই পড়তে ও ঘুরতে ভালোবাসেন। হুমায়ুন আহমেদের প্রায় সব বই পড়া হয়ে গেছে।

নারীর গার্হস্থ্য কর্মের আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ করে মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়

ফয়জুন্নেসা সীমা

খাবার তৈরি, কাপড় ধোয়া, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা থেকে শুরু করে সন্তান লালন-পালন ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সেবা-যত্নের কাজগুলো শুধুমাত্র নারীর দায়িত্ব হিসেবেই দেখা হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সচল রাখার জন্য এই কাজগুলো প্রাথমিক জ্বালানি শক্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এই কাজগুলোকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় এবং কাজ হিসেবেই স্বীকৃতি দেয়া হয় না। এই কাজগুলোর আর্থিক মূল্যমানও নির্ণয় করা হয় না। রাষ্ট্রের শ্রম ও কর্মসংস্থান পরিসংখ্যানে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু গৃহিণীর রাত-দিনের অগুণতি কাজ এই হিসাবের বাইরে থেকে যায় বরাবর। কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নীতি পরিকল্পনায়ও নারীর এই শ্রমকে উপেক্ষা করা হয়। তবে সম্প্রতি ভারতের মাদ্রাজ হাইকোর্ট একটি মামলায় নারীর গার্হস্থ্য কর্মের আর্থিক মূল্যমান নির্ধারণ করে একটি রায় দিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ১৭ মে ভারতের পুডুচেরি অঞ্চলে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে মালতী নামের একজন নারী নিহত হলে মালতীর স্বামী সাম্বাথ কুমার পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বোর্ডের বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হন। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আদালত মালতীর মাসিক আয় ৩০০০ টাকা নির্ধারণ করে চার লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে রায় ঘোষণা করলে বিদ্যুৎ বোর্ড এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে এই মর্মে যে, মালতী একজন হোমমেকার ছিলেন এবং তাঁর কোনো আর্থিক উপার্জন ছিল না বিধায় এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অগ্রহণযোগ্য। বিদ্যুৎ বোর্ডের এই আপিলের রায়ে সম্প্রতি মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কে. কে শশীধরন ও বিচারপতি এম মুরালীধরন সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ নিহত মালতীকে পরিবারের চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং পরিবারের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থাপক হিসেবে অভিহিত করে পূর্বের ঘোষিত ক্ষতিপূরণের রায়টি বহাল রাখেন। উল্লেখ্য, এই মামলায় প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে শুধুমাত্র নিহত নারীর প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য কর্মকেই আমলে নেননি, বরং তার মৃত্যুতে সন্তান ও স্বামীর মানসিক ও আবেগগত ক্ষতির দিকটিকেও আমলে নিয়েছেন।

আদালত তার রায়ে হোমমেকারের দায়িত্বকে পরিবারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করেন। এই মামলায় নিহত মালতীর যাবতীয় গার্হস্থ্যকর্মের আর্থিক মূল্যমানের নিরিখে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই রায়ের মাধ্যমে আদালত নারীদের গার্হস্থ্য কর্মের আর্থিক অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। যেখানে নারীদের গার্হস্থ্য কর্মকে কোনো কাজ হিসেবেই গণ্য করা হয় না, সেখানে এই রায় নারীদের অদৃশ্য ও পারিশ্রমিকবিহীন গার্হস্থ্যকর্মের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির উদাহরণ হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, সিপিডি পরিচালিত ২০১৪ সালের এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের নারীদের পারিশ্রমিকবিহীন গার্হস্থ্য কাজের আর্থিক মূল্যমান ২০১৩-১৪ সালের জিডিপি'র ৮৭.২ শতাংশ, যা নারীর মোট পারিশ্রমিকযুক্ত কাজের প্রায় তিনগুণ। ২০১৫ সালে প্রকাশিত নারীর অগ্রগতি বিষয়ক জাতিসংঘের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিনা পারিশ্রমিকের গার্হস্থ্য কর্ম ও অন্যান্য সেবামূলক কাজের জন্য নারীরা পুরুষের তুলনায় গড়ে ২.৫ গুণ বেশি সময় ব্যয় করে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নারীর বিনা পারিশ্রমিকের গার্হস্থ্যকর্মের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং এইসব দায়িত্বের পুনর্বণ্টনের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৫ নং লক্ষ্যেও বিনা পারিশ্রমিকের সেবাকর্ম ও গার্হস্থ্যকর্মের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা এবং নারী-পুরুষ, রাষ্ট্র ও পরিবারের মধ্যে এইসব দায়িত্বের পুনর্বণ্টনের বিষয়ে বলা হয়েছে।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের এই রায় নারী-পুরুষের ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রথাগত ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও দায়িত্বের পুনর্বণ্টন করা এবং দেশের অর্থনীতিতে নারীর পারিশ্রমিকহীন গার্হস্থ্য কাজকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে দিক-নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

এক বছরে ৮০ হাজার হেইট-ক্রাইম সংঘটিত

বেড়েছে। ২২ মার্চ ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজে পথচারীদের ওপর চলন্ত গাড়ি উঠিয়ে দেয় হামলাকারী খালিদ মাসুদ। সে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ফটকে দায়িত্বরত একজন পুলিশ সদস্যকেও ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এরপর ম্যানচেস্টার এবং লন্ডনেও সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজে হামলার ঘটনার কিছুদিন পর হেট ক্রাইম কিছুটা কমে আসে। তবে ছোট বিরতির পর সেটা আবারও বাড়তে শুরু করে। ২০১৭ সালের ১৯ জুন লন্ডনের ফিন্সবারি পার্কে হেট ক্রাইমের শিকার হন মুসল্লিরা।

যুক্তরাজ্যের হোম অফিস বলছে, ধর্মীয় স্থানগুলোর সুরক্ষায় ২ দশমিক ৪ মিলিয়ন (২৪ লাখ) পাউন্ড ব্যয় করা হচ্ছে। আলাদা করে অরক্ষিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এক মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় ধরা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি প্রজেক্টের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে নয় লাখ পাউন্ড।

এর আগে গত আগস্টে যুক্তরাজ্যের ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (সিপিএস) অনললাইন হেট ক্রাইম সংক্রান্ত নতুন একটি নির্দেশনা জারি করে। এতে অনলাইনে হেট ক্রাইমকে গুরুতর আচরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাধ মামলার বিচারিক প্রক্রিয়ায় ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের প্রধান সংস্থা সিপিএস। সংস্থাটির নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে হেট ক্রাইম বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের অনলাইন অপরাধকে অফলাইন অপরাধের মতোই গুরুত্ব সহকারে দেখার ব্যাপারে সিপিএস অঙ্গীকারাবদ্ধ। হেট ক্রাইমের বিরুদ্ধে প্রকাশনা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনেরও উদ্যোগ নিয়েছে সিপিএস। এই ক্যাম্পেইনের নাম দেওয়া হয়েছে 'হেট ক্রাইট ম্যাটর্স'। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকজনকে হেট ক্রাইম বন্ধে উদ্যোগী হতে আকৃষ্ট করা এবং সংঘটিত এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে তারা যেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করেন; সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

যুক্তরাজ্যের ডিরেক্টর অব দ্য পাবলিক প্রসিকিউশন্স অ্যালিসন সান্ডার্স। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে হেট ক্রাইমের একটা মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। ফলে সিপিএস-এর জন্য এটা একটা অগ্রাধিকার বিষয়। এটা পুরো সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এটা মানুষকে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং ভয়ের মধ্যে বাস করতে বাধ্য করে।

এই সভ্য(!) যুগেও জাতিগত বা লৈঙ্গিক কারণে মানুষ হেট ক্রাইমের শিকার হতে পারেন। সাধারণত অনলাইনে হেট ক্রাইমের জন্য ফেসবুক, টুইটার বা খ্যাতনামা নিউজ সাইটগুলোর কমেন্ট বক্সকে বেছে নেয় অপরাধীরা। 'হিটলার ঠিক পথেই ছিলেন'-সেখানে এমনটা মনে করার মতো মানুষও হয়তো মিলবে। এই একটা লাইন বা বাক্য আরও বহু কিছুর দিকে তাদের নিয়ে যেতে পারে।

অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ট্রল বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হয়েছেন। এ নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও কথা হয়েছে। খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ-কেউই এমন আক্রমণ থেকে শতভাগ সুরক্ষিত নন। কিন্তু জাতি, ধর্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে কারও সঙ্গে এমন আচরণ নিন্দনীয়। এটা অপরাধ। সেটা সামনাসামনিই হোক আর অনলাইনেই হোক। এসব কর্মকান্ড সমাজে বিভক্তি তৈরি করছে। এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতার অপব্যবহার। এসব বন্ধ হওয়া উচিত।

চলতি বছরের এপ্রিলে অনলাইনে সংঘটিত হেট ক্রাইম মোকাবেলায় বিশেষ একটি ইউনিটের ঘোষণা দেয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। ২৪ এপ্রিল সোমবার ওই ঘোষণা দেওয়া হয়। অনলাইনে হয়রানির বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রতিকারে কাজ করে যাচ্ছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পাঁচ সদস্যের এই ইউনিট। লন্ডনের মেয়র সাদিক খান বলেন, 'আমরা জানি যারা হেট ক্রাইমের শিকার হন তাদের উপর এটা কেমন ভয়াবহ প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে যারা অনলাইনে এমন নিপীড়নের শিকার হন। হামলাকারীরা মনে করে, তারা বোধহয় পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভুল।'

বিপজ্জনক গাড়ি চালকদের সাজা হতে পারে যাবজ্জীবন

দন্ডে দন্ডিত হবেন।

জাস্টিস মিনিস্টার ডমিনিক র‍্যাব জানিয়েছেন, রোড এক্সিডেন্ট নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনকে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করার জন্যে সরকার একটি পাবলিক কনসালটেশন করেছিল। তাতে বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া ড্রাইভারদের শাস্তির বিধান কঠোর করার পক্ষে প্রায় ৯ হাজার সাবমিশন গ্রহণ করে সরকার।

বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক ড্রাইভিংয়ের ভয়াবহতা এবং ভুক্তভোগিদের কষ্টের উপলব্ধি থেকেই সরকার বিপজ্জনক ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন জেল দন্ডের বিধান নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে বলে জানান তিনি। আইন মন্ত্রনালয় জানিয়েছে, পাবলিক কনসালটেশনে প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ নতুন এবং কঠোর আইনের পক্ষে মত দিয়েছে। আর ৭০ শতাংশ মানুষ প্রচলিত আইনকে আরো শক্তিশালি করার পক্ষে মত দেন।

সরকারের এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন চ্যারিটি সংস্থা ব্রেইকের ডাইরেক্টর জ্যাশন ওয়াকফোর্ড। ব্রেইক রোড সেইফটি নিয়ে কাজ করে। জ্যাশনের মতে, গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহতদের স্বজনদের জন্যে সরকারের নতুন পরিকল্পনা একটি বড় শান্তনা হবে।

আইনি লড়াইয়ে উবার

আদালতে আবেদন দায়ের করে। আপিল প্রক্রিয়াটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লন্ডনে ৪০ হাজার উবার চালক তাদের সেবা দিয়ে যেতে পারবে বলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়।

গত মাসে ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডন উবারের লাইসেন্স নবায়নে অনুমতি না দিলে শুরু হয় এই দ্বন্দ্ব। ট্যাক্সিতে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে উবারের গাফিলতি, উবারের আওতায় থাকা গাড়ি চালকদের ভুয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট, গাড়ি চালকের যথাযথ তথ্যে ঘাটতি এবং উবার অ্যাপে রেগুলেটরি অ্যাকসেস ব্লক করার জন্য বিতর্কিত গ্রেবল সফটওয়্যার ব্যবহার এসব কারণে লন্ডনে উবারের লাইসেন্স নবায়ন করা হচ্ছে না বলেও সেসময় জানানো হয়েছে। এদিকে উবারের নতুন নির্বাহী কর্মকর্তা খোশরোওশাহি লন্ডন অথোরিটির সাথে বৈঠক করেও এই সমস্যার সমাধান না করতে পেরে অবশেষে আপিলের সিদ্ধান্ত নেয়। উবারের একজন মুখপাত্র জানান, 'লন্ডনের গ্রাহকেরা যাতে আমাদের অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারে এজন্য আমরা আজ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছি আমরা আশাবাদী ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডনের সাথে গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যেতে পারবো।' সূত্র: রয়টার্স

জাঁকজমক আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ইউকেবিসিসিআই অ্যাওয়ার্ডস ২০১৭

সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ দ্বিতীয়বারের মতো এ আয়োজনে মোট ১২টি ক্যাটাগরিতে সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

বিবিসি সাংবাদিক ও উপস্থাপক জেনি বন্ডের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বজলুর রশিদ এমবিই। তিনি তাঁর বক্তব্যে পুরস্কার প্রদান আয়োজনকে ব্রিটেন ও বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন ও যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ক্যাটারিং খাতে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে আমরা সাফল্যের চিহ্ন রেখে চলেছি। অথচ পাশাপাশি অন্যান্য খাতে আমাদের মেধা বা কৃতীত্ব থাকলেও তা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হচ্ছে না। বিভিন্ন খাতের এসব উদ্যোক্তার সাফল্য সবার সামনে তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন ইউকেবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ব্রিটিশ সরকারের পলিসি বোর্ডের চেয়ার জর্জ ফ্রিম্যান এমপি বলেন, আমাদের আরো বেশি ব্যবসায়ী প্রয়োজন। এখানে উদ্যোক্তাদের কোনো বিকল্প নেই। ব্রেক্সিট পরবর্তী সরকারের পলিসির কথা উল্লেখ করে ফ্রিম্যান আরো বলেন, ইউরোপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ৫২ শতাংশ ভোটারের মতামত গুরুত্ব সহকারে দেখছে সরকার। তিনি বলেন এ কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকার সব সময়ই উদগ্রীব।

ইউবিসিসিআই চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ওবিই ডিবিএ বলেন, কমিউনিটির পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মকে তুলে ধরাসহ বাংলাদেশ ও ব্রিটেনের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টিতে সব সময় কাজ করছে ইউকেবিসিসিআই। এ সময় তিনি ভিসা প্রদান পদ্ধতি দিল্লি থেকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, গত তিন বছরের জরিপ অনুসারে ভিসা প্রাপ্তির হার প্রায় ৭০ ভাগ কমে গেছে। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বড় বড় ব্যবসায়ী সংগঠন। যারা আসতে চাচ্ছে তাদের নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি এর ফলে ব্রিটিশ সরকারও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ বছর ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের ১২টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইউকেবিসিসিআইয়ের মর্যাদাকর 'আজীবন সম্মাননা' পুরস্কার লাভ করেন ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সিইও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লতিফুর রহমান। তিনি তাঁর বক্তব্যে ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের সাফল্যের স্মারক দেখে একজন বাংলাদেশী হিসেবেও গর্ববোধ করেন বলে জানান। বাংলাদেশ বর্তমানে প্রবাসী বিনিয়োগ বান্ধব উল্লেখ করে ব্রিটেনের তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধিরও আহ্বান জানান তিনি।

এ ছাড়া ইউকেবিসিসিআই স্পেশাল রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ডসে ভূষিত হন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম ব্রিটিশ এমপি রুশনারা আলী এবং সংগঠনের চয়েস অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী হন মুয়াই থাই কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন রুকসানা বেগম। এছাড়া নতুন প্রজন্মের জন্য ইয়াং এন্ট্রেপ্রেনার অব দ্য ইয়ার, ইন্সপারেশনাল বিজনেস লিডার অব দ্য ইয়ার-সহ ১২টি অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে তাদের সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশি হাইকমিশনার মোহম্মদ নাজমুল কাওনাইন, বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী, অ্যান মেইন এমপি, পল স্কালি এমপি, ফেস মার্কেট সিইও ডা. জো ম্যানডিচ, লর্ড কারান বিলিমরিয়া, র‍্যাংস প্রপার্টিজের সত্ত্বাধিকারী ও ব্যাংক এশিয়ার চেয়ারম্যান রউফ চৌধুরী, বিসিএ প্রেসিডেন্ট কামাল ইয়াকুবসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পুরস্কার প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে শীর্ষ শিল্পীদের নাচ ও গানের পরিবেশনায় মুগ্ধ হন দর্শক শ্রোতারা।

বিমানবন্দর এলাকা জনসমুদ্র

থেকেই বিমানবন্দর সড়কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিতে শুরু করেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তারা বিমানবন্দর গোলচত্বরে অবস্থান নেয়ায় বিকাল ৪টা থেকে সড়কে যান চলাচলও কিছুটা বিঘ্নিত হয়।

বিমানবন্দর সড়কের পূর্ব পাশে জমায়েত হওয়া বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা ফুটপাথে অবস্থান নিলেও বিকেল সাড়ে ৪টার পর তারা মূল রাস্তায় নেমে এসে মিছিল করতে থাকে এবং জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নামে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় থেকে আগত নেতারা তাদের কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট অবস্থান নেন।

শিবচর উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইয়াজ্জেম হোসেন রোমানের নেতৃত্বে সিরাজুল হক খান, মো: সালাম শেখ, মো: মহিউদ্দিন, শহীদুল্লাহসহ শতাধিক নেতাকর্মী অবস্থান নেন কাওলা এলাকায়।

ইয়াজ্জেম হোসেন রোমান বলেন, দীর্ঘদিন পর আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশে ফিরেছেন। তৃণমূলের নেতাকর্মীরা তাকে স্বাগত এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে দূর থেকে ছুটে এসেছেন। আমরা মনে করি খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলবে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় অবস্থান নেয় জাতীয়তাবাদী কেন্দ্রীয় মহিলা দল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বিমানবন্দর গোল চত্বরের সামনে অংশ নেন মালয়েশিয়া বিএনপির প্রচার সম্পাদক মামুন বিন আব্দুল মান্নানের নেতৃত্বে নান্দাইল (ময়মনসিংহ-৯) উপজেলা বিএনপির শতাধিক নেতাকর্মী। বেগম জিয়াকে স্বাগত জানাতে আজ সকালে ঢাকায় আসেন মামুন।

তিনি অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, দেশনেত্রী দেশের জনগণের মাঝে ফিরেছেন। আজকে লাখ লাখ মানুষ ও দলের নেতাকর্মী তাকে স্বাগত জানাতে এসেছেন। আমিও ছুটে এসেছি। এর চেয়ে বেশি আনন্দ আর কি হতে পারে?

কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল থেকে শুরু করে বিমানবন্দর সড়কে দেখা যায়, বিমানবন্দরের ভিভিআইপি টার্মিনালের ফটকের সামনের রাস্তার দুইপাশে বিএনপির নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয়। মহাসড়ক থেকে বিমানবন্দরে প্রবেশের রাস্তায়ও জন-সাধারণের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে পুলিশ খালেদা জিয়ার ফেরা উপলক্ষে বাড়তি নিরাপত্তার কথা আগেই জানিয়েছিল। বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সাদা টি-শার্ট পরিধান করে বেগম জিয়াকে শুভেচ্ছা জানাতে মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা বের করেন। কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় অবস্থান নেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ও রুপগঞ্জ, আড়াইহাজার বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের হাজার নেতাকর্মীরা। একইস্থানে দলীয় ব্যানার নিয়ে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের বিভিন্ন শাখার হাজারো নেতাকর্মী।

বিমানবন্দর থেকে শুরু করে জিয়া কলোনির মোড় পর্যন্ত সড়কের উভয়পাশে ঢাকার বাইরে ঠাকুরগাঁও, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, যশোর জেলা ও বিভিন্ন থানার কয়েক হাজার নেতাকর্মী খালেদা জিয়াকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানায়। কাওলা এলাকায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সিনিয়র নেতা নবীউল্লাহ নবী, মীর হোসেন মিরু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে অবস্থান নিয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন।

বিমানবন্দর সড়কে যানজট : খালেদা জিয়াকে স্বাগত জানাতে রাজধানীর বিমান থেকে বনানীর কাকলী পর্যন্ত সড়কে হাজার হাজার বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা জড়ো হওয়ায় ওই সড়কে যান চলাচলের গতি একেবারেই কমে যায়। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে যান চলাচলও থমকে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন পথচলা মানুষেরা।

বেলা তিনটার আগে থেকেই দলের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকে বিমানবন্দর সড়কের আশেপাশে। বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে শুরু সড়কে যানবাহন চলাচল একেবারেই থমকে যায়। বিমানবন্দরের সামনে গোলচত্বর থেকে কাওলা পর্যন্ত রাস্তায় মিছিল করেন দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী। এতে বনানীমুখী যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরামুখী যানবাহনও স্থবির হয়ে ওই সড়কের পশ্চিম পাশও আটকে যায়। কুড়িল বিশ্বরোড পর্যন্ত গাড়ির দীর্ঘ জট চোখে পড়ে। তবে মাঝে মাঝে যানবাহন চললেও তার গতি খুব ধীর।

সরেজমিনে দেখা গেছে, বিমানবন্দর থেকে খিলক্ষেত, নিকুঞ্জ, শেওড়া, বনানীর কাকলী মোড় পর্যন্ত নেতাকর্মীরা রাস্তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে ছিলো বিভিন্ন ধরণের ব্যানার, ফেস্টুন, ছোট ছোট পতাকা। কয়েকটি জায়গায় দেখা গেছে ব্যান্ড পার্টি। বিমানবন্দর সড়কের যান চলাচলের ধীর গতির চাপ গিয়ে পড়েছে টঙ্গী পর্যন্ত। দূরপাল্লার গাড়িগুলো চলেছে শ্লথ গতিতে। খালেদা জিয়ার আগমনকে কেন্দ্র করে দুপুর থেকেই বিমানবন্দরসহ এই সড়কে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাখা ছিল জলকামান, প্রিজন ভ্যান ও রায়ট কার এবং দাঙ্গা পুলিশ। পুলিশ সদস্যরা হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করে নেতাকর্মীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বারবার অনুরোধ করতে দেখা গেছে। বিমানবন্দরের ভেতরে পুলিশ ছাড়াও সোয়াট, ব্যাটালিয়ান পুলিশ সদস্যরা ছিলেন। সিনিয়র নেতা ছাড়া কাউকে বিমানবন্দরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। ফলে বিমানে যাত্রীদের প্রবেশ করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাতে

স্ত্রীর জ্বালায় ১০ বছর বনবাস

দেশ ডেস্ক: স্ত্রীর জন্য তাজমহল গড়ার কথা জানেন। সমুদ্রপথ গাড়ি দেওয়ার কথাও শোনা গেছে। মাঝে মাঝে স্ত্রীর জন্য ঘর ছাড়ার কথা শোনা যায়। তবে যুক্তরাজ্যের এক নাগরিক স্ত্রীর যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে ১০ বছর বনে ছিলেন। ডেইলি মেইল এর খবরে বলা হয়েছে, বিয়ের পর মাত্র তিন বছর সংসার করেন ম্যালকম অ্যাপলগেট। এর পরই ম্যালকমের জীবনটা বিষিয়ে তোলেন তাঁর স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত টিকতে না পেরে বনে পালিয়ে যান তিনি। সেখানেই কাটিয়ে দেন পুরো ১০টি বছর।

ম্যালকমের বয়স এখন ৬২। পেশায় মালি। সম্প্রতি জীবনের এমন কাহিনী লন্ডনের ইমাউজ গ্রিনউইচ নামে এক সংস্থাকে জানিয়েছেন। এ সংস্থাটি যারা বাস্তুহীন তাদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। ১০ বছর ধরে না পেয়ে পরিবারের সদস্যেরা ধরেই নিয়েছিল ম্যালকম আর বেঁচে নেই। কিন্তু হঠাৎ ১০ বছর পরে ম্যালকম তার বোনকে ফোন করেন। আর বোন ফোন পেয়ে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, ভাই বেঁচে আছে। তিনি ভাইয়ের সঙ্গে এত বছর পর কথা বলছেন।

ম্যালকম জানান, বিয়ের পর তার স্ত্রী চাইতেন না সে বাসার বাইরে থাকুক। বেশি কাজ করলেও তার স্ত্রী রেগে যেত। আর তার আমার ওপর প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলছিল। উপায়ান্তর না দেখে বনে চলে যান তিনি।

মালির কাজটি বেশ পছন্দ করতেন ম্যালকম। তিনি বলেন, চাকরিটি আমি পছন্দ করতাম। আমি এখনো উদ্যানপালন করতে ভালোবাসি। আমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমার জীবন ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর কাজে বেশি সময় দেওয়াসহ নানা কিছু নিয়ে বাক বিতন্ডা হতো স্ত্রীর সঙ্গে। অতিষ্ঠ হয়ে পালিয়ে যাই।

ড. আবুল কালাম আজাদ

প্রিন্সিপাল
দারুল উলুম বার্মিংহ্যাম ইসলামিক হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ

প্রশ্নঃ শায়খ, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ। আমি আপনাদের মত উলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করি। আমি একটা বিষয় নিয়ে দুই আলেমের দুই রকম বিপরীতধর্মী বক্তব্য শুনে খুব বিভ্রান্তিতে রয়েছি। এক শায়খ কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করে বললেন, প্রত্যেক মুসলমানকে কোন ইমামের কাছে বাইয়াত হতে হবে, তা না হলে তিনি জাহেলিয়াতের মতো মারা যাবেন। অপরদিকে আরেক শায়খের আলোচনায় শুনলাম কোনো ব্যক্তির কাছে বাইয়াত হওয়ার নিয়ম নাই। কোন পীরের হাতে বাইয়াত হওয়া মানে হলো নিজের দ্বীনকে তার হাতে বিক্রি করে দেওয়ার সমান। এখন আমার প্রশ্ন হলো- আমরা অনেকেই বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে বাইয়াত নেই, বা পীরের হাতে বাইয়াত নিয়ে থাকি, আবার অধিকাংশ মুসলমান আসলে কারো কাছে বাইয়াত নেন নাই। তাহলে কী হবে এই সব মুসলমানের? এই বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত লেখার বিশেষ অনুরোধ রইলো।

উত্তরঃ অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। বাইয়াতকে কেন্দ্র করে আমাদের মুসলিম উম্মতের মধ্যে অনেক মত ও মতবাদ রয়েছে। এটা নিয়ে রয়েছে অনেক বাড়াবাড়ি ও অজানার গল্প। যে কারণে এই বিষয়টা নিয়ে গভীর পড়াশুনা ও আলোচনা দরকার। কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে একটা নিরপেক্ষ মতামতও দরকার। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বিষয়টা নিয়ে কোনো গদবাধা নিয়মনীতি পালন করেন নাই এবং খোলাফায়ে রাশেদাও এটা নিয়ে এমন কোন রীতিনীতি বেধে দেন নাই, তাই এটা নিয়ে মতভেদ ও মতবিরোধের সুযোগ আছে। আমি এখন যা আলোচনা করব, সেটার সাথে আপনারা দ্বিমত করতে পারেন। আমি আমার পড়াশুনা ও ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে এখন যা বলছি আমি নিজেও হয়তো একদিন আমার মত থেকে সরে আসতে পারি। কারণ এটা একটা ইজতেহাদী বিষয় বা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার বিষয়। ফলে এই ধরণের বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে এবং থাকবে। তাই, এটা নিয়ে বিভ্রান্ত মনে করার দরকার নেই এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত ভাবার দরকার নেই।

প্রথমেই বাইয়াতের অর্থটা কি তা বুঝতে হবে। মজার বিষয় হলো- কুরআন বা হাদিসে বাইয়াতের পরিস্কার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। এবং বাইয়াত বলতে কী বুঝায় তা কেউ জিজ্ঞাস করতেন না। ভাবখানা এমন যে, এর মানে সবাই বুঝতেন এবং বিভিন্ন হাদিস পড়ে আমার মনে হয়েছে যে বাইয়াতের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। বাইয়াত বলতে শুধু এক ধরণে বিষয়কে বুঝায় না, বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে বুঝানো হয়।

বাইয়াতের একটা অর্থ হলো শাসকের আনুগত্য। এই আনুগত্য সকল নাগরিকের ওপর ওয়াজিব। তবে সেটা শাসকের হাত ধরে সবাইকে বলার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর আবূকর (রাঃ) খলিফা হিসাবে মনোনিত হওয়ার পর সিনিয়র সাহাবীরা তাঁর হাতে তাঁর নেতৃত্বের বাইয়াত নেন এবং দূরের বা কাছেরও অনেকেই এই বাইয়াত নেননি।

বাইয়াতের আরেক অর্থ হলো কোন নির্দিষ্ট কাজ করার অংগীকার নেওয়া। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নামে শপথ নেওয়ার দরকার নেই। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কয়েকটি বিষয়ের ওপর বাইয়াত নেন- ধৈর্য, শাহাদত এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে না পালানোর। (আরেজাতুল আহওয়াজী ৪/৯০)। নুখাবুল ফিকারে (৮৮৩৭৭) ইমাম আইনী হযরত উবাদাহ বিন আস-সামীত থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের কাছ থেকে বাইয়াত নিয়েছেন, যেমন নিয়েছেন মহিলাদের কাছ থেকেও এই মর্মে যে, তারা যেন শিরক না করে এবং ব্যভিচার না করে। ইমাম নাসায়ী তার সুনান গ্রন্থে (হাদিস নং ৪১৯১) উম্মে আতিয়্যাত নুসাইবা আল-আন্সারিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেন যে আমরা যেন (মৃত ব্যক্তির ওপর) চিৎকার করে না কাঁদি। এ দ্বারা বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমলের ওপর বাইয়াত নিতেন। ফলে কোনো ইমাম বা আলেমও সাধারণ মুসলমানদের কাছে বিভিন্ন আমল করা বা না করার বাইয়াত নিতে পারেন। যদি কেউ আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য বা ভালো আমলের ওপর কারো বাইয়াত নেন, তাহলে তা বাতিল বা বেদয়াত বলাটা ভুল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর উলামায়ে কেরাম হলেন তার উত্তরসূরী। ফলে তারা যদি কোন ভালো কাজের ও কোন নির্দিষ্ট খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার বাইয়াত (ওয়াদা) নেন সেটা জায়েয আছে।

> যদি কেউ আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি আনুগত্য বা ভালো আমলের ওপর কারো বাইয়াত নেন, তাহলে তা বাতিল বা বেদয়াত বলাটা ভুল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর উলামায়ে কেরাম হলেন তার উত্তরসূরী। ফলে তারা যদি কোন ভালো কাজের ও কোন নির্দিষ্ট খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার বাইয়াত (ওয়াদা) নেন সেটা জায়েয আছে।

কিন্তু কেউ যদি কোন দলের নিয়ম কানুনের প্রতি অথবা কোন শায়খের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের ওপর বাইয়াত নেন, সেটা কোন ক্রমেই জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন একজন শাসক এবং যিনি শাসক থাকবেন তিনি সকল নাগরিকের আনুগত্যের বাইয়াত নিবেন। এক সাথে যদি দুইজন শাসক আনুগত্যের বাইয়াত দাবি করেন তাহলে দ্বিতীয়জনকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘাড় উড়িয়ে দেবার কথা বলেছেন।

কিন্তু উনার পর কোন ব্যক্তি বা দল তাদের নিজেদের বানানো নিয়মের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের বাইয়াত নিতে পারেন না। যদি কেউ মনে করেন যে, দলের বা ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোনো আচরণ বা কাজ ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে না তখন তিনি সেই ব্যাপারে তার আনুগত্য তুলে নিতে পারবেন। যেমন মনে করুন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হরতাল করাকে বহু স্কলার নাজায়েজ বলেছেন। এখন কোনো ইসলামী দল যদি হরতালের ডাক দেন, দলীয় শপথ ও বাইয়াত অনুযায়ী সবাইকে এই হরতাল পালন করতে হয় এবং হরতাল সফল করার জন্য তারা মারামারি ও অনেক বিশৃংখল কাজও করে ফেলতে পারেন। কিন্তু সেই দলের কোন নেতা বা কর্মী বিশ্বাস করেন যে হরতাল করা জায়েয নেই এবং তিনি এই ক্ষেত্রে দলের প্রতি আনুগত্য না করেন তাহলে তারা বাইয়াত বা শপথ ভঙ্গের গোনাহ পাবেন না। কারণ তারা এখানে অন্ধ অনুকরণ না করে সহীহ মতো আমল করেছেন। যদি কোন দল বাইয়াতের দোহাই দিয়ে এই আদেশ পালনে কর্মী বা নেতাদেরকে বাধ্য করেন তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা হবে অন্যায়। আব্দুর রহমান বিন আবু আবুবকর (রা)কে মুয়াবিয়া (রা) চাপ দিয়েছিলেন ইয়াযিদের আনুগত্য করার জন্যে এবং এ জন্য তিনি ১ লক্ষ দিরহামও উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আব্দুর রহমান (রা) বলেন, আমি দুনিয়ার বিনিময়ে আমার দ্বীনকে বিক্রি করতে পারি না এবং এরপর তিনি মদীনা থেকে আবার হিজরত করে মক্কাতে চলে যান।

এই কারণেই আল্লাহ ও রাসূল (স) ছাড়া আর কারো প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের ওপর বাইয়াত করা জায়েয নেই। তবে, কুরআন ও সহীহ হাদিস অনুযায়ী আমল করা বা চলার ওপর বাইয়াত দেওয়া ও নেওয়া জায়েয আছে। আশাকরি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আপনার সন্দেহ দূর হবে।

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব

মাওলানা মীর মো. হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী

ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। ইসলাম ধর্ম অবলম্বনকারীকে মুসলিম বা মুসলমান বলা হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা প্রায় আটশত কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় তিনশ কোটি। মুসলিম দেশ প্রায় পঞ্চান্নটির মত। আলহামদুলিল্লাহ, পৃথিবীতে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লন্ডন, আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, জার্মান, চীন এসব দেশে মুসলমান বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপরেও মুসলমানদের অধ:পতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল কারণ কী? প্রথমত আমরা আমাদের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ। নিজেরা নিজেদের পায়ে কুঠারের আঘাত করেছি। এককালে গোটা দুনিয়ায় মুসলমানদের খেলাফত চলত, দেশ পরিচালনায় খলিফাদের ভূমিকা ছিল নিষকলঙ্ক ও নির্ভেজাল। সততা ও ন্যায়পরায়নে বিশ্বব্যাপী তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। দুঃখের বিষয় ধীরে ধীরে সুখ্যাতি লোপ পেতে থাকে এবং মুসলিম ঐক্যে ভাঙন ও ফাটল ধরে। এখন একতার চরম অভাব–হিংসা-বিদ্বেষে জর্জরিত। মারামারি, রক্তপাত, খুন-খারাবিতে লিপ্ত আমরা। পৃথিবীর যে কোনো দেশে কোনো অঘটন ঘটলে পরে তা মুসলমানদের মাথায় এসে পড়ে আর মুসলমান এ কথা মাথা পেতে চুপচাপ করে শুনতে থাকে। প্রতিবাদ করার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ফলে নির্যাতিত হচ্ছি। কারণ আমাদের মধ্যে ঐক্য ও একতার দারুণ অভাব। আরব দেশ বলতে গোটা আরবকেই বোঝায় কিন্তু এখন খণ্ড খণ্ড দেশে পরিণত হয়েছে। একে অপরকে ও একদেশ অপর দেশকে বয়কট করছে।

> আল্লাহপাক ফরমান, মুসলমানদের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, তোমরা ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখ এবং আমাকে ভয় কর। হাদিস শরীফে এসেছে, মুসলামনদের সম্পর্ক স্তম্ভের ন্যায়।

আল্লাহপাক ফরমান, মুসলমানদের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, তোমরা ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখ এবং আমাকে ভয় কর। হাদিস শরীফে এসেছে, মুসলামনদের সম্পর্ক স্তম্ভের ন্যায়। রোহিঙ্গার মুসলিমরা বিপদে পড়েছে। সুতরাং এখন আমাদের কর্তব্য হলো- তাদেরকে সাহায্য করা। কারণ তারা আমাদের প্রতিবেশী মুসলিম ভাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তিনি মানবতার খাতিরে রোহিঙ্গা নির্যাতিত মানুষকে আমাদের দেশে আশ্রয় দিয়েছেন এবং ধন্যবাদ, যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। আমরাও যে যেভাবে পারি যত পরিমাণ পারি সাহায্যের হাত প্রসারিত করব।

লেখক :আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাচ্ছেরে কোরআন ও ধর্মীয় বক্তা

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	এশা শুরু
২০ অক্টোবর	শুক্রবার	৫:৫৭	০৭:৩০	১২:৫০	৪:০৬	৬:০০	০৭:২৩
২১ অক্টোবর	শনিবার	৫:৫৮	০৭:৩২	১২:৫০	৪:০৪	৫:৫৭	০৭:২২
২২ অক্টোবর	রবিবার	৬:০০	০৭:৩২	১২:৫০	৪:০২	৫:৫৫	০৭:২০
২৩ অক্টোবর	সোমবার	৬:০০	০৭:৩৪	১২:৫০	৪:০০	৫:৫৩	০৭:১৮
২৪ অক্টোবর	মঙ্গলবার	৬:০২	০৭:৩৫	১২:৫০	৩:৫৯	৫:৫১	০৭:১৬
২৫ অক্টোবর	বুধবার	৬:০৪	০৭:৩৭	১২:৪৯	৩:৫৭	৫:৪৯	০৭:১৬
২৬ অক্টোবর	বৃহস্পতিবার	৬:০৫	০৭:৩৯	১২:৪৯	৩:৫৫	৫:৪৮	০৭:১৫

‘রিয়াল রোনালদো নির্ভর নয়’ নেপোলির বিরুদ্ধে সতর্ক সিটি

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর : টটেহনহ্যাম্প হটস্পারের আর্জেন্টাইন কোচ মরিচিও পচেত্তিনোর মতে, রিয়াল মাদ্রিদ শুধু ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো নির্ভর দল নয়। তার চেয়েও বেশি কিছু। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ শিরোপাধারীদের মাঠে খেলতে যাওয়ার আগে এ মত দেন তিনি। ‘এইচ’ গ্রুপে দুই খেলা শেষে সমান ছয় পয়েন্ট নিয়ে উভয় দল একই অবস্থানে আছে।

ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ এ আসরে আজ মঙ্গলবারের খেলাগুলোর মধ্যে রিয়াল-টটেনহ্যাম ছাড়াও ক্রীড়মোদীদের নজর কাড়বে ম্যানচেস্টার সিটি ও নেপোলির লড়াই। এছাড়াও আলোচনায় থাকবে বিপক্ষের মাঠে খেলতে যাওয়া বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও লিভারপুল।

কোচ পেপ গার্দিওলা মনে করেন ম্যানচেস্টার সিটি যদি নিজেদের মাঠে নেপোলিকে হাল্কাভাবে নেয়, তাহলে সেটা হবে ‘বোকামি’। যদিও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ খেলায় সিটি ৭-২ গোলে স্টোক সিটিকে হারিয়েছে।

নেপোলি বর্তমানে সিরি আ লিগের শীর্ষে আছে। অপরদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ‘এফ’ গ্রুপে ইতালির দলটির অবস্থান তৃতীয়। সিটি আছে সবার উপরে। তাদের পেছনে আছে শাখটার দোনেস্ক।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বর্তমানে দুর্দান্ত ফর্মে আছে ম্যানচেস্টার সিটি। গার্দিওলার দল আট খেলায় সাতটিতে জিতে অপরাজিত আছে। স্পানিশ কোচটির অধীনে তারা যে শক্তিমত্তা দেখিয়ে চলেছে তার প্রমাণ স্টোক সিটির বিরুদ্ধে খেলাটি। কিন্তু সিটি কোচ মনে করেন না যে নেপোলি চাপে নেতিয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি আমার খেলোয়াড়দের দেখাব নেপোলি কতটা ভাল দল। নেপোলি চাপ বজায় রেখে আপনাকে শেষ করে দিতে পারে। আমি এ ধরনের খেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি।’

নেপোলি কোচ মরিজিও সারির অধীনে ইউরোপের সেরা আক্রমণাত্মক দলগুলোর একটি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সিরি আ’তে তার অধীনে ক্লাবটি আট খেলায় ২৬ গোল করেছে। দলটির সেনেগাল ডিফেন্ডার কালিদু কোউলিবালি তার কোচ সম্পর্কে বলেন, ‘তিনি সত্যিই দারুণ এক মেধা। তিনি যা দেখতে পান, তা অন্যদের চোখে পড়ে না।’

মূলত গঞ্জালো হিগুয়েনকে গত বছর জুভেন্তাসের কাছে বিক্রি করে দেয়ার পরই জ্বলে উঠে নেপোলি। কেননা আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারটি চলে যাওয়ার পর কোচ সারির অধীনে বেলজিয়াম উইঙ্গার ড্রাইস মের্টেনস নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হন। গেল মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় তার গোল হলো ৩৮টি। এ মৌসুমেও আট খেলায় সাত গোল করেছেন বেলজিয়টি।

জিনেদিন জিদানের অধীনে রিয়াল চলতি মৌসুমে ঘরোয়া ফুটবলে ভাল সূচনা পায়নি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলায় তারা দুরন্তভাবেই শুরু করে। গ্রুপ পর্বে দুই খেলার উভয়টিতেই জিতেছে টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল। তাছাড়া ১২ বারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী স্পানিশ রাজধানীর দলটি ২০০৯ সালের পর থেকে গ্রুপ পর্যায়ের খেলায় নিজেদের মাঠে অপরাজিত আছে।

পচেত্তিনো জানেন তাদের আসন্ন লড়াইটি কতটা কঠিন। যদিও লা লিগার সর্বশেষ খেলায় রোনালদোর শেষ মুহূর্তের গোলেই গেতাফের বিরুদ্ধে জিতেছিল রিয়াল। তার মধ্যে এ বছরও ব্যালন ডি’অর জয়ের ব্যাপারে এগিয়ে আছে পর্তুগীজ স্ট্রাইকারটি। তারপরও টটেনহ্যাম কোচ জানিয়েছেন তার দল শুধু রোনালদোর উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করছে না।

তিনি বলেন, ‘সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তবে তাদের আরো অনেক ভাল খেলোয়াড় আছে। তাদের দলটিও দারুণ। এছাড়া তাদের আছে দারুণ একজন কোচ। তারা দারুণ একটা ক্লাব। শিরোপা জিততে হলে পুরো দলের অবদান লাগবে।’

রোনালদো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ক্রিশ্চিয়ানো মেসির মতো। দলের উপর তাদের প্রভাব বিশাল। এটা পরিষ্কার যে সে হলো দুনিয়ার সেরা খেলোয়াড়দের একজন। ম্যারাডোনার মতোই এই খেলোয়াড়দের ব্যাপারে নতুন কিছু বলা কঠিন। তারা শুধুই বিশেষ কিছু। তারা খেলাটাকেই বদলে দিতে পারে এবং নিজেদের দলকে পরিণত করতে পারে শ্রেয়তর হিসেবে। আমরা শুধু রিয়াল মাদ্রিদকেই খেলছি না। আমরা বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়টিকেও খেলতে যাচ্ছি।’- সকারওয়ে

ইন্টারের নাটকীয় জয়

হ্যাটট্রিকেই সমালোচনার জবাব ইকার্দির

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর : নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণের পাশাপাশি নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ৩-২ গোলের নাটকীয় জয় এনে দিয়ে উচ্ছ্বসিত ইন্টার মিলানের মাউরো ইকার্দি। আর্জেন্টাইন এই স্ট্রাইকার জানিয়েছেন, সমালোচনার জবাব মাঠে দিতেই পছন্দ করেন তিনি।

রবিবার রাতে সান সিরোয় ২৮ মিনিটে ইকার্দির গোলে ইন্টার এগিয়ে যাওয়ার পর সমতা টানেন এসি মিলানের সুসো। ৬৩ মিনিটে আবারো দলকে এগিয়ে নেন ইকার্দি। কিন্তু ৮১ মিনিটে তাদের স্লোভেনিয়ার গোলরক্ষক সামির হালদানোভিচের আত্মঘাতী গোলে টানা তৃতীয়বারের মতো ‘মিলান ডার্বি’ ড্রয়ের দিকে এগোতে থাকে। তবে ৯০ মিনিটে সফল স্পট কিকে দলকে পুরো ৩ পয়েন্ট এনে দেন ২৪ বছর বয়সী ইকার্দি।

দুর্দান্ত এ হ্যাটট্রিকের পর ইকার্দি বলেন, ‘ম্যাচ বল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া একটা বিশেষ অনুভূতি, এটা আমি বর্ণনা করতে পারছি না। আমি আমার কিছু সতীর্থের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং জানতাম আজ আমাকে গোল করতেই হতো।’

২০১৩ সালে ইন্টারে যোগ দেওয়া ইকার্দি এই নিয়ে দলটির হয়ে ৮৭ গোল করলেন। নিজের খারাপ সময়ে সমালোচনাও শুনতে হয়েছে ইকার্দিকে। তবে তা তাকে খুব একটা ছুঁতে পারে না বলে জানিয়েছেন তিনি, ‘আমি সমালোচকদের কথা বলতে দেই। তারপর আমার যা করার তা আমি মাঠে করি। আমি দলকে সাহায্য করি এবং গোল করি। অবশ্যই, আপনি সবসময় গোল করতে পারবেন না। এই জয়ে আমি আমার নিজের এবং ইন্টারের জন্য খুশি।’

উইকেটই ফেলতে পারছেন না পেসাররা

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর : ১৯৬, ৩০, ২৪৩, ১৪৭ ও ২৮২! না, কোনো টেস্ট ব্যাটসম্যানের স্কোর নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছানোর পর থেকে বাংলাদেশের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকানদের উদ্বোধনী জুটিগুলো ছিল এমন।

যে কোনো দলের ক্রিকেটে ভালো করার ব্যাপারে একটা আপ্তবাক্য বলা হয়, দ্রুত প্রতিপক্ষের একটি-দুটি উইকেট তুলে নিতে হবে। এই কাজটায় বাংলাদেশ সিদ্ধহস্তই ছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফলাফল যাই হোক, দ্রুত উইকেট তুলে নিতে সবসময়ই পারদর্শী মাশরাফি, মুস্তাফিজ, সাকিবরা। কিন্তু সেই দলের বিপক্ষেই পাঁচটি ইনিংসের মধ্যে চারটিতেই শতাধিক রানের উদ্বোধনী জুটি করল দক্ষিণ আফ্রিকানরা। বাংলাদেশের বোলাররা কী তাহলে শুরুতে উইকেট নিতে ভুলে গেলেন?

শুরুতে উইকেট নিতে না পারার এই ব্যাপারটায় বাংলাদেশের ক্রিকেট

বোদ্ধারাও মারাত্মক বিস্মিত। সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমান নির্বাচক হাবিবুল বাশার পরিষ্কার বললেন, এমন ছন্নছাড়া পেস বোলিং তিনি সর্বশেষ কবে দেখেছেন, মনে করতে পারছেন না। আরেক দিকে বাংলাদেশের অন্যতম পেস বোলিং গুরু এবং জাতীয় দলের সাবেক কোচ সারওয়ার ইমরান বলছেন, বেশ কয়েক মাস ধরেই বাংলাদেশের পেস বোলিংয়ের একটা দৈন্য প্রকাশ পাচ্ছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সফরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনারদের একটার পর একটা এই তাণ্ডব করা ইনিংস দেখে হাবিবুল বাশার বলছিলেন, ‘শুরুতে উইকেট নেওয়ার ব্যাপারে দায়টা মূলত পেসারদেরই থাকে। আমাদের পেসাররা কিন্তু কাজটা পারে না, তা নয়। তারা শুরুতে নিয়মিতই উইকেট নেয়। কিন্তু এখন কেন পারছে না, সেটা বলা মুশকিল। আমি খুব অবাক হয়েছি। একটি-দুটি বড় ওপেনিং পার্টনারশিপ হঠাৎ হতে পারে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে প্রতি ইনিংসে বিপক্ষের ওপেনাররা এরকম সব জুটি করবে, এটা বিস্ময়কর ব্যাপার।’

কেপ টাউনে চোটে জর্জর বাংলাদেশ

সফর শেষ মুস্তাফিজের

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর : বাংলাদেশের পরের ম্যাচ পার্ল শহরে। কেপ টাউন থেকে পৌনে এক ঘণ্টারও কম দূরত্বে এই পার্লের বোল্যান্ড পার্ক স্টেডিয়াম। তাই বাংলাদেশ দল গতকাল কিম্বার্লি থেকে চলে গেছে কেপ টাউনে। ওখান থেকেই পার্লে গিয়ে আগামীকাল দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলবে দল।

এই দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে বাংলাদেশ দলের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ইনজুরির লম্বা তালিকা। প্রথম ওয়ানডেতে রেকর্ড ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ দল। ২৭৮ রান করেও ১০ উইকেটের এই পরাজয়ের সাথে যোগ হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমান, তামিম ইকবাল ও মুশফিকুর রহিমের ইনজুরি। তামিম ও মুশফিক দ্বিতীয় ওয়ানডের আগেই সুস্থ হয়ে উঠবেন, এমন আশার খবর থাকলেও মুস্তাফিজের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষ হয়ে গেছে বলেই জানা যাচ্ছে।

প্রথম ওয়ানডের আগের দিন গোড়ালি মচকে ইনজুরিতে পড়েন মুস্তাফিজ। ফলে তার প্রথম ওয়ানডেতে খেলা হয়নি। বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে জানানো হয়েছিল, কেপ টাউনে গিয়ে স্ক্যান করে তবে মুস্তাফিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে প্রথম ম্যাচের দিনই সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন, মুস্তাফিজের দক্ষিণ আফ্রিকা

সফরে আর ম্যাচ খেলা হবে না। ওয়ানডে তো নয়ই, টি-টোয়েন্টিতেও তাকে পাওয়া যাবে না বলে মাশরাফি বলেছেন, ‘কাল যখন মুস্তাফিজ ব্যথা পেল তখন থেকেই জানি যে, ওর আর খেলা হবে না। আমার অন্তত তাই মনে হয়। ওয়ানডে কিংবা টি-টোয়েন্টিতে ও খেলতে পারবে না। পরে হয়তো আপনাদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।’

মুস্তাফিজের বদলী ক্রিকেটারও ঢাকায় চেয়ে পাঠানো হবে বলে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দলীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেলো। তবে ঢাকায় থাকা একমাত্র নির্বাচক হাবিবুল বাশার বললেন, তাদের এরকম কিছু এখনও জানানো হয়নি, ‘আমাদের কাছে মুস্তাফিজের বদলী কাউকে এখনও চাওয়া হয়নি। তার ইনজুরির কী অবস্থা, সেটাও এখনই আমরা বলতে পারছি না।’

মুস্তাফিজের যখন সফর শেষ, তখনও সংশয় চলছে তামিম ইকবালকে নিয়ে। তামিম প্রথম ওয়ানডের আগেই ফিট হয়ে উঠবেন, এমনটা আশা ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের। কিন্তু সেটা হয়নি। যদিও এর মধ্যে গুজব রটেছে যে, তামিম আসলে ফিট হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কোচ চান্দিকা হাথুরুসিংহের সাথে মনোমালিন্যের কারণে তিনি প্রথম ওয়ানডে খেলেননি। কিন্তু এই খবর দলের সাথে সংশ্লিষ্টরা একেবারেই নাকচ করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন, প্রথম ওয়ানডে খেললে তামিমের আগামী বছর খানেকের জন্য ক্যারিয়ার ঝুঁকিতে পড়ে যেতো। সেজন্যই তাকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। সে ক্ষেত্রে আগামীকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তামিমের দলে ফেরার একটা সম্ভাবনা আছে।

একটি নোবেলের আর্তনাদ

ফজলুল হক খান

বিশ্বের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার হলো 'নোবেল'। এই পুরস্কার প্রদানের উদ্যোক্তা হলেন আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল। তাঁর নামানুসারে এই পুরস্কারের নামকরণ করা হয়েছে 'নোবেল পুরস্কার'। ১৮৩৩ সালের ২১ অক্টোবর সুইডেনের স্টকহোমে শিল্পপতি ইমানুয়েল নোবেল ও মা অ্যানড্রিয়েটি নোবেলের ঘরে জন্ম নেন আলফ্রেড নোবেল। তাঁর অন্য দুই ভাই হলেন রবার্ট নোবেল ও লুডিগ নোবেল। আলফ্রেড নোবেল সর্বকনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন রসায়নবিদ, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও অস্ত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মালিক। তাঁর আবিষ্কারের সংখ্যা ৩৫৫, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার ডায়নামাইট। নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও তৈরির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন সুইডেনের এই বিজ্ঞানী। সেই টাকা দিয়েই তিনি প্রচলন করেন বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'নোবেল'।

আলফ্রেড নোবেলের অধিকাংশ আবিষ্কারই ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। ডায়নামাইট ও তাঁর আবিষ্কৃত অন্য আগ্নেয়াস্ত্রগুলো মানুষের জন্য কিছু কিছু কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হলেও বেশির ভাগ আগ্নেয়াস্ত্রই ব্যবহৃত হতো ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ও মানুষকে হত্যার কাজে।

সে কারণে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে তাঁর কপালে নিন্দার ভাগই বেশি জোটে। আলফ্রেড নোবেলের বড় ভাই লুডিগ নোবেলও ছিলেন একজন প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী এবং এক অসাধারণ মানুষ। ১৮৮৮ সালের মার্চে তিনি ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়ে ক্যানসিসে মারা যান। এক ফ্রেন্স পত্রিকা ভুল করে ধরে নেয় আলফ্রেড নোবেলই মারা গেছেন। সেই পত্রিকা তখন আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যু সংবাদ ছাপে এবং তাঁকে মার্চেন্ট অব ডেথ অর্থাৎ মৃত্যুর সওদাগর হিসেবে আখ্যায়িত করে। পত্রিকাটিতে শিরোনাম ছিল– মৃত্যুর সওদাগরের মৃত্যু। আলফ্রেড নোবেল মানুষ মারার বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি ও বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু সেই টাকা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেননি বলে তাঁর প্রচণ্ড নিন্দা করা হয়। এমনকি তিনি যে এত বড় বিজ্ঞানী, এত কিছুর আবিষ্কারক এসব কিছুই উল্লেখ করা হয়নি পত্রিকাটির প্রতিবেদনে। যেহেতু আলফ্রেড নোবেল তখনো জীবিত পত্রিকাটি তিনি পড়েন এবং মনে মনে খুব কষ্ট পান। কষ্টের কারণ তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপানোর জন্য নয়, তাঁকে মার্চেন্ট অব ডেথ বা মৃত্যুর সওদাগর বলে আখ্যায়িত করার কারণে। পত্রিকাটির একটি সংবাদ ও প্রতিবেদন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি উপলব্ধি করেন, একজন মৃত ব্যবসায়ীর পরিচয়ে নিজেকে মরতে দিতে পারেন না। মানুষের মনে আমার সম্পর্কে সম্মানজনক ও ইতিবাচক পরিচয় রেখেই আমাকে মরতে হবে। কী করা যায়, কিভাবে অর্জিত অর্থ সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা যায় তা নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন। অনেক চিন্তাভাবনার পর তিনি ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর উপার্জিত সম্পত্তির ৯৪ শতাংশ (তিন কোটি সুইডিশ ক্রোনার) উইলের মাধ্যমে দান করে প্রতিষ্ঠা করেন নোবেল পুরস্কার। আলফ্রেড নোবেল উইলে স্বাক্ষর করেন ১৮৯৫ সালে কিন্তু পুরস্কার ঘোষণার সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উইল বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় রাগনার সোহলমান ও রুডলফ লিলিয়েকুইস্ট নামের দুই ভদ্রলোকের ওপর। ১৮৯৭ সালে আইনসভায় নোবেলের উইল পাস হওয়ার পর এই দুই ভদ্রলোক গঠন করেন 'নোবেল ফাউন্ডেশন'। সব নিয়ম-কানুন ঠিক করে প্রথম নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ১৯০১ সালে; অর্থাৎ আলফ্রেড নোবেলের উইল স্বাক্ষরের পাঁচ বছর পর। ১৯০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৫৫৬ জনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

শত বছরের ইতিহাসে মাত্র তিনজন বাঙালি এই সম্মানসূচক পুরস্কার লাভ করেন। তাঁরা হলেন ১৯১৩ সালে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে অমর্ত্য সেন এবং ২০০৬ সালে শান্তিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৫ জন নারী। তাঁদের মধ্যে বার্মা বা বর্তমান মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চিও রয়েছেন। তিনি ১৯৯১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। সবাই জানি, মিয়ানমার সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রাষ্ট্র। দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ দেশটিতে চলছে বর্বর সেনাশাসন। দেশটিতে গণতন্ত্রের বালাই নেই, মানুষের মৌলিক অধিকার নেই, আইনের শাসন নেই, আছে শুধু বর্বরতা। এই বর্বর অপশাসনের শিকার রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠী। রুটিনমাফিক নির্যাতন, হত্যা, গুম চলছে রাখাইন প্রদেশে। এই অমানবিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকেই দেশ ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর এ ধরনের অমানবিক ও বর্বর আচরণ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে আরাকানে বিকশিত হওয়া রোহিঙ্গা জাতিকে নাগরিক সুবিধা না দেওয়া, গ্যাটো সৃষ্টি করে সেখানে অমানবিক পরিবেশে তাদের বসবাসে বাধ্য করা, জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োগ করা, বিচারবহির্ভূতভাবে গ্রেপ্তার

করা, জমির মালিকানা স্বত্ব, সর্বজনীন শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। গণতন্ত্র ফিরে এলেও এখনো দেশটির সব ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে। অং সান সু চি নামেমাত্র স্টেট কাউন্সেলর! কার্যত তিনি সেনাবাহিনী প্রধানের মুখপাত্র মাত্র। বর্তমানে অং সান সু চির সেই সংগ্রামী চরিত্র আর নেই। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী চরিত্র পালটে ধারণ করেছেন ফ্যাসিবাদী চরিত্র। তাঁর ওপর আজ ভর করেছে হিটলার, মুসোলিনির প্রেতাত্মা। নির্বিচার গণহত্যা তাঁর বিবেককে নাড়া দেয় না। মানবতার ইতিহাসে তিনি আজ এক কলঙ্কিত নারী, মনুষ্যত্বহীন, বিবেকবর্জিত এক খলনায়িকা। আগুনে পুড়ে যাওয়া জনপদ, ঘরবাড়ি, নারী-শিশুর ঝলসানো লাশ তাঁর চোখে পড়ে না। তিনি আজ অন্ধ। অগ্নিদগ্ধ নারী-শিশুর কান্না, ধর্ষিত নারীর চিৎকার তাঁর কানে পৌঁছে না। তিনি আজ বধির। তিনি সত্যকে ভয় পান, মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকতে চান। তিনি আজ মিথ্যাবাদী। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ গত ১৭ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে তাঁর দেওয়া বক্তৃতা। সেদিনের বক্তৃতায় একটিবারও তিনি গণহত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের কথা স্বীকার করেননি। ইনিয়ে-বিনিয়ে সাফাই গাইতে চেষ্টা করেছেন সেনাবাহিনীর, ঢাকতে চেষ্টা করেছেন সব অপকর্ম। তাঁর এ মিথ্যাচার বিশ্ববাসী বিশ্বাস করেনি। উপরন্তু অং সান সু চি, মিয়ানমারের সরকার ও সে দেশের সামরিক বাহিনীকে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে কুয়ালালামপুরের আন্তর্জাতিক গণ-আদালত। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা, কাচিন, কারেনসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ২০০ লোকের জবানবন্দি শুনে এবং বিভিন্ন তথ্যচিত্র ও বিশেষজ্ঞ মতামত পর্যালোচনা করে রোমভিত্তিক সংগঠন পার্লামেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনালের সাত বিচারকের প্যানেল এই প্রতীকী রায় ঘোষণা করে। যেহেতু এই প্রতীকী বিচারের রায় মানার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই, সেহেতু মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী এ রায় মানবে না, এটা ঠিক। কিন্তু বিশ্ববিবেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল মিয়ানমারে যা চলছে সেটা গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধের শামিল।

সু চির গলায় শান্তির নোবেল আজ অশান্তির আগুনে জ্বলছে আর কেঁদে কেঁদে বলছে, এক বর্বর অসভ্য জাতির বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মানবসভ্যতার সব রীতিনীতি জলাঞ্জলি দিয়ে, বিবেককে বন্দি করে বর্বরতায় এখানে চলছে দানবের রাজত্ব। এখানে মানুষের জীবন আর মনুষ্যত্বের কোনো দাম নেই। এখনকার বর্বরতার চিত্র হিটলারের গেস্টাপো, ভিয়েতনামের মাইলাই, লেবাননে ফিলিস্তিনিদের সাবরা শাতিলা শিবির কিংবা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার চেয়ে ভয়াবহ। পোড়া লাশের গন্ধ, ছেলেহারা দুঃখিনী মায়ের কান্না আর স্বামীহারা বিধবা নারীর আর্তনাদে আমার হৃদয় আজ ক্ষতবিক্ষত, চেতনায় ঝরে যায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। আমি চলে যেতে চাই এই ধ্বংসের দিগন্ত ছেড়ে। কিন্তু আমার হৃদয়ের অব্যক্ত কান্না কেউ শোনে না। তাই অসহায় বিবেকের আগুনে পুড়ে আমি পথের পাতায় লিখে গেলাম সেই বিষাদের বাণী। হে পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ, তোমরা আমার এ আর্তি পৌঁছে দাও নোবেল কমিটির কাছে। আমাকে মুক্তি দাও এ আর্তনাদ থেকে।

লেখক : গীতিকার, প্রাবন্ধিক

ভূমিদস্যুতা ও একটি সাক্ষাৎকার

বদরুদ্দীন উমর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তার দপ্তরে দৈনিক যুগান্তরকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'শুধু আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ নয়, ঢাকাসহ দেশের কোথাও খাল, নিচু জমি ও জলাধার ভরাট করে কাউকে আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলতে দেওয়া হবে না। অবৈধভাবে খাল ও জলাধার ভরাট করে গড়ে তোলা আবাসন কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে রাজউকসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (যুগান্তর, ১৬.১০.২০১৭) যুগান্তরের রিপোর্টটিতে বলা হয় যে, প্রশাসনের সামনে খাল ও জলাধার ভরাট করে আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের 'গ্রীন মডেল টাউন' প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠছে কীভাবে জানতে চাইলে মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় রাজউকের চেয়ারম্যানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের নাকের ডগায় ঢাকার চারদিকে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী দীর্ঘদিন ধরে ভরাট ও দখল হয়ে আসছে। ঢাকার ভেতরেও অসংখ্য জলাশয় ভর্তি করে বাড়িঘর হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। শুধু দখল নয়, এই নদী ও জলাশয়গুলো নিয়মিতভাবে দূষিতও করা হচ্ছে। এত দিন ধলেশ্বরী নদী দূষিত না হলেও এখন চামড়ার কারখানা সাভারে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে সেটাও দ্রুত দূষিত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে বের হচ্ছে। এ সত্ত্বেও এই সাক্ষাৎকারে গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সরকার বাসযোগ্য ঢাকা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করছে। কিন্তু সমাজের অসাধু কিছু মানুষের কারণে সেটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে।' মন্ত্রীর কথা তো বোঝা গেল, কিন্তু 'সমাজের কিছু অসাধু মানুষের' বিরুদ্ধে 'কঠোরভাবে' আইন প্রয়োগ করা হবে কখন? এতদিন ধরে তো সরকারের চোখের সামনেই এই অসাধু মানুষরা তাদের ভূমি দখল, নদী, জলাশয় দখল, নদী দূষিতকরণ করে আসছে। তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর কেন; কোনো প্রকৃত পদক্ষেপই তো গ্রহণ করেনি। এখন হঠাৎ সরকার এই দুর্বৃত্তদের 'কঠোরভাবে' দমন করবে- তার ভরসা কী? সরকারের মধ্যে কী এমন পরিবর্তন হলো যাতে যেভাবে এতদিন দুষ্টের পালন করে আসা হয়েছে, সেটা বন্ধ হবে?

এই সাক্ষাৎকারে পূর্তমন্ত্রী এমন অনেক কথা বলেছেন, যা চোখ খুলে দেওয়ার মতো। দুর্বৃত্তদের অপকর্ম সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন, 'দখলদাররা রাজধানীর ৪৭টি খাল ভরাট করে ফেলেছে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলো দখল করে নিয়েছে। তুরাগ ও বালু নদী এখন সরু নালায় পরিণত হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে না। আর অবৈধ দখলদাররা নানাভাবে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের অবৈধ দখল বহাল রাখার অপচেষ্টা করছে।' এর পর তিনি হাস্যকরভাবে হুমকি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলছেন, 'সরকার কোনো রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা করবে না।' এসব কথা খুব চমৎকার! কিন্তু মন্ত্রী তো অনেক বছর ধরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন। এতদিন ধরে দুর্বৃত্তরা তাদেরকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে যদি তার নিজের বর্ণিত অপরাধমূলক সব কাজ করে থাকে, তাহলে মন্ত্রীর এসব কথাবার্তার পরও তারা তাদের রক্তচক্ষু দেখানো থেকে বা সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে বিরত থাকবে কী কারণে? মন্ত্রী এতদিন ধরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত থেকেও কেন এভাবে এসব রোধ করতে অক্ষম থেকেছেন! এই পরিপ্রেক্ষিতে 'অবৈধ দখলদাররা নানাভাবে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার' করে থাকলে এই সরকারের লোক কারা? দুর্বৃত্তরা এ ক্ষেত্রে সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকলে তো অন্য মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারদলীয় লোকদের চাপ থাকলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে এসব ঘটেছে পূর্ত মন্ত্রণালয়েরই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সহযোগিতায়। এ ক্ষেত্রে পূর্তমন্ত্রী যেসব দস্যুবৃত্তির উদাহরণ নিজেই এই সাক্ষাৎকারে দিয়েছেন, তার দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবেন কীভাবে? অবৈধ দখলদাররা সরকারের ওপর যে প্রভাব বিস্তারের কথা মন্ত্রী বলেছেন সে প্রভাব কি তার ও তার মন্ত্রণালয়ের ওপর বিস্তার না করে দুর্বৃত্তরা নিরাপদ এবং বেপরোয়া থাকতে পারে? এসব প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই মন্ত্রীর নিজের বক্তব্য থেকে বের হয়ে আসে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মন্ত্রী নিজে সাধু থেকে যেভাবে অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সংবাদপত্রের সামনে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন, এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

উপস্থিত রাজউকের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র প্রতিনিধির সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, 'রাজউক যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করত, তাহলে আবাসন কোম্পানিগুলোর দৌরাত্ম্যের রাশ টেনে ধরা সম্ভব হতো। কিন্তু রাজউকের পরিদর্শক, অথরাইজড অফিসার, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদরা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। আইনের প্রয়োগ হচ্ছে না। এ ছাড়া যেসব আবাসন কোম্পানি এভাবে আইন অমান্য করে আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হচ্ছে না। কিন্তু যদি আইনের কঠোর প্রয়োগ থাকত, তাহলে কোনো আবাসন কোম্পানি খাল ও জলাধার ভরাট করতে সাহস দেখাত না।' গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রীর এসব কথা অকাট্য সত্য। কিন্তু রাজউকের অফিসাররা যদি তাদের দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে তার তদারকি করা, তাদেরকে পাকড়াও করা কি মন্ত্রীর দায়িত্বের বাইরে? তিনি এত বছর ধরে নিজের দায়িত্ব পালন না করে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসে কী করলেন? তার কাজটা কী? কে না জানে যে, রাজউক হলো দুর্নীতির স্বর্ণমুকুট পরিহিত একটি সরকারি সংস্থা! বর্ণিত এই সাক্ষাৎকারের সময় রাজউকের চেয়ারম্যান মন্ত্রীর এই অভিযোগের জবাবে সংবাদপত্রের সামনেই বলেন, 'স্যার আগে কী হয়েছে, সেটা বলতে পারব না। তবে আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর অনেক আবাসন কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্তরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। আপনার নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করছি আমরা। কোনো আবাসন কোম্পানিকে খাল, জলাধার ভরাট করতে দেওয়া হবে না।' এসব কথা যে অর্থহীন এটা বোঝার অসুবিধা নেই। রাজউকের প্রত্যেক চেয়ারম্যানই এভাবে সাধুগিরি দেখিয়ে কথাবার্তা বলে থাকেন। তাছাড়া যে মন্ত্রী তাদের অফিসারদের দুর্নীতি ও দায়িত্ব পালন না করা সম্পর্কে প্রকাশ্য অভিযোগ করছেন তার সামনেই-বা তিনি এভাবে কথা বলেন কীভাবে? এর থেকে কি বোঝা যায় না যে, মন্ত্রী যেভাবে তার দায়িত্ব পালন করেন সেভাবেই রাজউকের পূর্ববর্তী এবং বর্তমান চেয়ারম্যান নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন!

রাজউকের বর্তমান চেয়ারম্যান নিজের সাধুতা দেখিয়ে যখন কথা বলছেন, তখনই রাজধানীর মান্ডা, ডেমরাসহ আশপাশের এলাকার খাল, নিচু জমি, জলাধার ভরাট করে আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ 'গ্রীন মডেল টাউন' নামে আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলছে। সংবাদপত্রে এর ওপর বিস্তারিত সচিত্র রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গৃহায়ন ও পূর্তমন্ত্রী এবং রাজউকের চেয়ারম্যান প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যেসব কথা বলেছেন তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি বিস্ময়কর। বাংলাদেশ যে কীভাবে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সেটা বোঝার কোনো অসুবিধা নেই, এই সাক্ষাৎকার থেকে সেটা বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায়।

লেখক: সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

পাকিস্তানে কি আবার মার্শাল ল আসছে?

আলতাফ পারভেজ

সত্তর বয়সী যে দেশের ৩৩ বছর কেটেছে সামরিক বাহিনীর শাসনে, সে দেশে নতুন করে অভ্যুত্থানের গুজব স্বভাবত চমকে ওঠার মতো খবর নয়। তবে দেশটি যখন পাকিস্তান, তখন অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবার জন্য তাতে উদ্বেগের কারণ রয়েছে বৈকি।

স্বাধীন পাকিস্তান গত সাত দশকে লিয়াকত আলী খান থেকে শাহেদ আব্বাসি পর্যন্ত ২৪ জন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে–অনেকে একাধিক দফায়ও ক্ষমতায় এসেছেন বটে, কিন্তু কেউই কোনো দফায় মেয়াদ শেষ করে বিদায় নিতে পারেননি। এ যেন ইসলামাবাদের কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউয়ের নিয়তি হয়ে উঠেছে।

ফলে, এবার যখন ২৮ জুলাই ৪ বছর ১ মাস ২৩ দিন শেষে নওয়াজ শরিফকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করতে হয়, বস্তুত তখন থেকেই নতুন করে দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয় এবং সর্বশেষ তা 'আরেকটি অভ্যুত্থান'-এর গুজবে পরিণত হয়ে পাকিস্তানজুড়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানকালে যেকোনো দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার তাৎক্ষণিক ও সরাসরি ছাপ পড়ে যেসব স্থানে, তার মধ্যে একটি হলো ক্যাপিটাল মার্কেট। পাকিস্তানে নওয়াজ যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন দেশটির করাচি (কেএসই-১০০) স্টক এচেঞ্জে সূচক ছিল ২০,০০০। আর গত বছর বাজেটকালে তা অবস্থান করছিল ৫৩,১২৪-এ। কিন্তু চলতি সপ্তাহে তা ৪০ হাজারের নিচে অবস্থান করছে। কেবল গত সাত দিনে তা ১৪৬৬ পয়েন্ট কমেছে। দেশবাসীর জন্য বিনিয়োগকারীদের বার্তাটি যে স্পষ্ট, তা বোঝা যাচ্ছে সূচকের নিম্নগতি থেকে। প্রশ্ন হলো, বিনিয়োগকারীরা নিজেরা কী বার্তা পেয়েছেন? তাঁরা উদ্বিগ্ন কেন?

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অনেক দেশের মতোই পাকিস্তানেও সাম্প্রতিক দশকগুলোয় রাজনীতি ছিল মূলত দ্বিদলীয়। লাহোরভিত্তিক নওয়াজের মুসলিম লিগ এবং সিন্ধুভিত্তিক ভুট্টোদের পিপলস পার্টি পালা করে ইসলামাবাদের কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউতে আসছিল-যাচ্ছিল। কিন্তু এই আপাতস্থিতিশীল সমীকরণ ওলট-পালট হয়েছে ইমরান খানের উত্থানে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিজের জন্য সর্বোচ্চ স্থানটির দাবিতে অদম্য ফাস্ট বোলারের মতোই বিরামহীনভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন ইমরান। ১৯৯৬ সালে দলীয় কার্যক্রম শুরু করলেও ছয় বছর পর ২০০২ সালের জাতীয় নির্বাচনে তাঁর দল কেবল একটি আসন পেয়েছিল। তবে সেই অবস্থা এখন আর নেই। বিরুদ্ধবাদী প্রচারমাধ্যম অবশ্য বলেই যাচ্ছে যে ১৯৯২-এর বিশ্বকাপের পর কেবল একটি মাত্র নতুন ইনিংস জিতেছেন তিনি এবং তা হলো নওয়াজ শরিফের গায়ে দুর্নীতির কলঙ্ক লেপনে সফলতা। তাও কতটা তাঁর দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) কর্তৃত্ব আর কতটা পাকিস্তানের 'ডিপ স্টেট'-এর প্রভাবে হয়েছে, সে নিয়ে বিতর্ক চলছেই। যে কারণে প্রধান প্রতিপক্ষকে মসনদচ্যুত করার পরও পিটিআইয়ের শুভানুধ্যায়ীরা কেউই নিশ্চিত নয়–আগামী বছরের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে দলটি মুসলিম লিগকে টপকে যেতে সক্ষম হবে। তবে ৩৪২ আসনের জাতীয় পরিষদে এ মুহূর্তে মাত্র ৩৩টি আসনের অধিকারী হলেও ইমরান ও তাঁর দল যে পাকিস্তানের রাজনীতির দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় আঘাত হেনেছে এবং দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান নিয়ে শহুরে তরুণদের মাঝে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়; যদিও দেশটির প্রভাবশালী সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র পিটিআইয়ের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় আছে বলেই মনে হয়। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার এটা হলো একটা দিক।

ইমরানকে নিয়ে দোলাচলে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন–পাকিস্তানে যে দুই দেশের স্বার্থ রয়েছে সরাসরি এবং যারা আবার পরস্পরের প্রতিপক্ষ। ইমরান বরাবরই যুক্তরাষ্ট্রের একজন সমালোচক। অন্যদিকে, চীনের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া আছে বলেও জানা যায় না।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা ভারতের জন্যও তীব্র এক মনোযোগের বিষয়। পাকিস্তান বরাবরই ভারতের চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ। ভারতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আরএসএস-বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠায় দুই দেশের মধ্যে প্রায় অঘোষিত যুদ্ধাবস্থা চলছে বলা যায়। এরূপ চাপ দেশটিতে ভারতকেন্দ্রিক নীতিনির্ধারণে সিভিল-মিলিটারি সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি করেছে। এটা ছিল পাকিস্তানে গত চার বছরের আপাত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়ার দ্বিতীয় বিধ্বংসী কারণ। কিন্তু নওয়াজকে বিদায়ে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা রাখলেও ইমরান খানের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে মনস্থির করাও সেনাবাহিনীর জন্য সহজ নয়, বিশেষ করে দুটি কারণে। প্রথমত, পাকিস্তানের রাজনীতিতে যারা শেষ কথা বলতে অভ্যস্ত, সেই পাঞ্জাবে পিটিআই এখনো প্রভাবশালীদের সমর্থন পায়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের 'ইসলামপন্থী' দলগুলোর প্রতি ইমরানের বিশেষ সহানুভূতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন উভয়েই উদ্বিগ্ন। এই কারণে অনেক সময় রসিকতা করে তাঁকে 'তালেবান খান'ও বলা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ইমরান পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ অনেকের কাছেই আনপ্রেডিক্টেবল রয়ে গেছেন। শক্তিশালী জেনারেলরা এখনো নিশ্চিত নন, ইমরান তাঁদের কথা শুনবেন। উপরন্তু, তাঁর বিরুদ্ধেও নওয়াজের মতোই আদালতে সম্পদসংক্রান্ত তথ্য গোপন করার মামলা চলছে। সেখানে সাজা হলেও বস্তুত অকস্মাৎ তাঁর ইনিংস শেষ হয়ে যেতে পারে।

এরূপ পটভূমিতেই পাকিস্তানের প্রভাবশালী প্রচারমাধ্যমগুলোয় 'খাকি' 'খাকি' গুঞ্জন উঠেছে। পরিস্থিতি যে অসাংবিধানিক পথে এগোনোর ঝুঁকি নেওয়ার মতো চরমভাবে পেকে উঠেছে তা নয়; কিন্তু অস্থিতিশীল রাজনীতি এবং দুর্বল নেতৃত্বের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যেমন পাকিস্তানে বিকল্প হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীকে বেছে নিতে পারে, তেমনি দিল্লির আগ্রাসী কূটনীতি ও সমরকৌশলের বিপরীতে করণীয় নির্ধারণে সিভিল নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয়ে সমন্বয়ে ক্লান্ত সেনা কর্মকর্তারাও নিজেদের যোগ্যতার বিষয়ে অতি উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠতে পারেন। যার আপাতস্পষ্ট কিছু লক্ষণ ইতিমধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছে।

বিশেষ করে ১১ অক্টোবর অর্থনৈতিক রাজধানী করাচিতে পাকিস্তানের সেনাসংশ্লিষ্ট সংস্থা আইএসপিআর (ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস) জাতীয় অর্থনীতিবিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে সবাইকে চমকে দিয়েছে। পাকিস্তান চেম্বারের সহায়তায় আয়োজিত এই সেমিনারে প্রধান আলোচক ছিলেন চিফ অব আর্মি স্টাফ জাভেদ

> পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা ভারতের জন্যও তীব্র এক মনোযোগের বিষয়। পাকিস্তান বরাবরই ভারতের চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ। ভারতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আরএসএস-বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠায় দুই দেশের মধ্যে প্রায় অঘোষিত যুদ্ধাবস্থা চলছে বলা যায়। এরূপ চাপ দেশটিতে ভারতকেন্দ্রিক নীতিনির্ধারণে সিভিল-মিলিটারি সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি করেছে।

বাজওয়া! বিস্ময়কর ঘটনাটি এখানেই থেমে থাকেনি অবশ্য। আর্মি চিফ সেখানে বলেছেন, দেশের অর্থনীতি এখন ঋণের ভারে আক্রান্ত। ব্যালেন্স অব পেমেন্টে ব্যাপক ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। এ থেকে উদ্ধার পেতে করের আওতা বাড়ানো উচিত। তাঁর মতে, জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় অর্থনীতি এক সূত্রে গাঁথা।

আর্মি চিফের অর্থনীতি নিয়ে এরূপ বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহসান ইকবাল। ওয়াশিংটন থেকে তিনি এই মর্মে টুইট করেন, 'পাকিস্তানের অর্থনীতি বর্তমানে শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে, আইএসপিআরের এমন মন্তব্য করা উচিত নয়, যাতে পাকিস্তানের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়।' আহসান ইকবালের এই মন্তব্যে আইএসপিআর পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

বলা বাহুল্য, এসবই মুসলিম লিগ সরকারের সঙ্গে সেনা কর্তৃপক্ষের মনস্তাত্ত্বিক রেষারেষির প্রকাশ। এই রেষারেষির শুরু নওয়াজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা 'জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন টিমে' দুজন সেনা কর্মকর্তা থাকায় এবং তদন্তের ফলাফল সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যাওয়ায়। এরপর একই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দল বিচার বিভাগের সঙ্গেও সম্পর্ক চূড়ান্ত মাত্রায় খারাপ করে ফেলেছে। আবার এসব এমন এক সময় ঘটছে, যখন মুসলিম লীগের মধ্যেও মৃদু অন্তঃকলহ লক্ষ করা যাচ্ছে এবং তাতেও এস্টাবলিশমেন্টের (সেনাবাহিনীর?) হাত আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বভাবত ইমরান খান এবং ভুট্টোরা এই অবস্থার সুযোগ নিতে ইচ্ছুক। ফলে মুসলিম লিগের বিরোধিতা করতে গিয়ে এবং মুসলিম লিগকে 'নিরাপত্তা বাহিনীবিরোধী', 'বিচার বিভাগবিরোধী' প্রমাণ করতে গিয়ে তারা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও সেনা আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপের পক্ষ নিচ্ছে, যা দেশবাসীর মনোজগতে 'খাকি ছায়া'কে বাস্তব করে তুলছে। এরূপ পরিস্থিতির মুখেই ১৩ অক্টোবর আইএসপিআরের ডিজি মেজর জেনারেল আফিস গফুরকে প্রেস কনফারেন্স করে বলতে হয়, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী বেসামরিক নেতৃত্বে বিশ্বাসী এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্রের জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো হুমকি নেই।' বলা বাহুল্য, এতে সামরিক ছায়া উধাও হয়নি, বরং আরও গাঢ়ই হচ্ছে। এমনকি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র, আফগানিস্তান ও চীনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় কূটনীতিক ইস্যুগুলোতেও আর্মি চিফই অনুঘটকের ভূমিকা নিচ্ছেন।

কিন্তু এটাও পুরোনো বাস্তবতা যে পাকিস্তানের ইতিহাসে সিভিলিয়ান সরকারের ব্যর্থতায় বহুবার সামরিক সরকারের আবির্ভাব ঘটালেও তা অর্থনীতি, কূটনীতি ও নিরাপত্তার জন্য বাড়তি কোনো সুখ বয়ে আনেনি; বরং দেশটির আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়েছে তা। ফলে পাকিস্তানে অতীতে প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে রয়েছে প্রচুর সচেতন মানুষও। কিন্তু মুশকিল হলো, তাদের পাশে নেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল মানুষ। বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশে পাকিস্তানবিরোধী মনোভাবের গণ-অন্ধত্ব লক্ষ করা যায়, যা ওই দেশটির গণতান্ত্রিক শক্তিকে কোনোভাবেই সহায়তা করে না। বরং এরূপ দেশহিংসা পাকিস্তানে একধরনের অন্ধ সমরবাদিতাই উসকে দেয়, পরোক্ষ যার বলি হয় কার্যত দক্ষিণ এশিয়ার একক গণতান্ত্রিক বিকাশ। পাকিস্তানে বর্তমানে আবার যে 'খাকি ছায়া' তৈরি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে দেশটির সব গণতান্ত্রিক শক্তির পাশে দাঁড়ানো উচিত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিকে।

রোহিঙ্গারা মানবোচিত মর্যাদা পাক

গোলাম কবির

দুর্বলের প্রতি সবলের চড়াও হওয়ার ধারা চলে আসছে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে। বিবর্তনবাদ যাকে বলেছে 'সারভাইবাল অব দি ফিটেস্ট'।

সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মানুষে মানুষে অনুরূপ হানাহানি চলে আসছে 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ'-এর কর্মকাণ্ডে। প্রতিপক্ষের প্রতি চড়াও হয়ে নির্বিচারে হত্যা করাকে পশুরও অধম কাজ বলে মনে করে পরিশীলিত বিবেক। কবির কথায় বিবেকী নৈতিকতার বাণী শোনা যায় : দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো'। জগৎ তার উ্ ৗ করছে। পরিতাপের বিষয়, স্মরণকালের ইতিহাসে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা যেমনটি ছিল, প্রায় তেমনই রয়ে গেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। 'শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসে' পর্যবসিত হয়ে চলেছে। নানা অজুহাতে সেই মানুষ তার স্বার্থপরতার তীব্র আক্রোশ চরিতার্থ করার জন্য এমনি অন্ধ হয়ে যায়, যা পাশবিকতাকেও লজ্জা দেয়। আমাদের কাছে প্রতিবেশী মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর যে দানবীয় হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডব চলছে, তা সেই পুরনো অভিধারই অনুবৃত্তি, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-মতবাদ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের।

দীর্ঘকাল ধরে রোহিঙ্গা নামে কথিত জনগোষ্ঠী মিয়ানমারের একটি অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। নানা কারণে তারা হয়তো সে দেশের মূল জনস্রোতের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এমনটি দেখা যায়। তারা ওই দেশের অর্থনীতিতে কিছু না কিছু অবদান রাখছে। অথচ তাদের ওপর ঘটে চলেছে ঘৃণ্যতম হত্যাযজ্ঞ ও মানবতার চরম অপমান।

মিয়ানমারের প্রশাসন তাদের কিছু দুর্বৃত্ত ও সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে অগুনতি রোহিঙ্গা নর-নারীকে রক্তে ভাসিয়ে অবশিষ্টদের বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে। সেখানকার চরম নির্যাতিত মানুষ অসহায় অবস্থায় বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে ক্ষুদ্র একটি দেশ। এমনিতেই নিজেদের জনসংখ্যার ভারে হাঁসফাঁস করছে। এ অবস্থায় অতিরিক্ত মানুষের আশ্রয়দান যেন 'বোঝার ওপর শাকের আঁটি।' যার ফলে আশ্রয়দাতা ও প্রবেশার্থী সবার জন্য অশুভ। বিষয়টি বোধকরি ভাবাবেগের নয়। তাই এখন জাতি-ধর্ম-বর্ণের পরিচয় না উঠিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় 'ডুবিছে মানুষ' ভেবে ন্যায়ের পাশে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো দরকার। সংশ্লিষ্ট সবার বোঝা দরকার, মানুষের সৃষ্টি প্রথম, তারপর ধর্ম বিশ্বাস। এ বিশ্বাসে পার্থক্য থাকতে পারে। সুতরাং মানুষকে আমরা দেখব মানবিকতার আলোকে। লক্ষণীয়, কিছু ব্যক্তি ধর্মের মোড়কে রোহিঙ্গাদের সাহায্য করতে গিয়ে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে অর্থ সংগ্রহ করছে। কোথায়, কাকে সে অর্থ দান করছে তা জানা যায় না। যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয়, নিজেদের ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মের মানুষকে সঠিক পরিচর্যা তারা দেয় না। এরা কারো অপরিচিত নয়। এদের পূর্বসূরিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মের কথা বলেই ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পঁচাত্তরের জাতীয় ট্র্যাজেডির পর বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে চিকিৎসা-শিক্ষা-ব্যাংক-বীমা ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ দখল করেছিল। সেসব প্রতিষ্ঠানে তাদের অনুসারী ছাড়া অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এদের উত্তরসূরিরা ওত পেতে বসে আছে। নানা অজুহাতে তারা সংগঠিত হচ্ছে; ত্রাতার কুম্ভীরাশ্রুকে জল্লাদের রক্তচক্ষুতে রূপান্তর করতে। সবার জানা, স্বার্থোদ্ধারের জন্য ধর্মের কথা বলে আফগান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায়। এখন ইরান ও ইয়েমেনের প্রতি কোপদৃষ্টি। অথচ এরা পরস্পর একই ধর্মের মানুষ। বোঝা যায়, ধর্ম নয়, ক্ষমতায়নই তাদের লক্ষ্য।

প্রকৃতিতে সব কিছুই স্বার্থের পানে প্রলুব্ধ। 'আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা মানুষ। এরা অ্যাডাম স্মিথের ভাষায় জন্মগতভাবে স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতা থেকে মানুষকে পরার্থপরতা শেখায় মানবধর্ম। আমরা তাই নিজেদের ধর্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা রেখে অন্য ধর্মের মানুষকে সম্মানের চোখে দেখে আসছি। সেই পথ অবলম্বন করে রোহিঙ্গাদের জন্য শান্তিপূর্ণ সম্মানজনক সমাধান খুঁজতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। বিশ্ববিবেককে মনে রাখতে হবে, দুর্ভাগা রোহিঙ্গারা মানবসন্তান।

দীর্ঘকাল ধরে মানুষ যে ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে সেটাই তার জন্মভূমি। রোহিঙ্গারাও ভাগ্যান্বেষণে গিয়ে কয়েক শ বছর ধরে মিয়ানমারে বসবাস করে আসছে বিধায় সেখানকার নাগরিক। আজ তাদের ওপর দানবিক আচরণ ঘৃণ্য।

রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদের মূল কারণ স্বার্থান্ধতা। এ ছাড়া সে দেশের আইনবিরোধী কাজে হয়তো কেউ জড়িত থাকতে পারে। বিষয়টি উ ঘাটন করে তার বিচার হবে। তাই বলে ব্যক্তির দোষে সমষ্টি নারকীয় শাস্তি ভোগ করবে? তা বিবেকী মানুষের ভাবনায় আসার কথা নয়।

আমরা মনে করি এবং আবারও বলি, ধর্ম-বর্ণ-জাতিত্বের পরিচয়ে নয়, মানুষ হিসেবে মানুষের আইনানুগ অধিকারটুকু রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে পাক, সে পথে বিশ্বজোড়া বিবেকী মানুষ একমত হোক, সেই দাবি এবং আশাবাদ বোধকরি ব্যক্ত করা যায়। কারণ 'মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে (কর্তৃত্ববাদী) এ জগতে।'

লেখক : সাবেক অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ

বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. মং জার্নি

রোহিঙ্গা গণহত্যার নীলনকশা ১২ বছর আগের তৈরি

ড. মং জার্নির জন্ম ১৯৬৩ সালে মিয়ানমারের মান্দালয়ে। তিনি মিয়ানমারের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে পাশ্চাত্যে সবচেয়ে সোচ্চার ব্যক্তিদের অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং উইসকনসিন-মেডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন। শিক্ষকতা করেছেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস, অফোর্ড ও হার্ভার্ডে। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রবাসী বর্মি ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন ফ্রি বার্মা কোয়ালিশন। ৩০ বছর ধরে মিয়ানমারের মানবাধিকারের প্রবক্তা হওয়ার কারণে বর্মি সরকার ও তাদের সমর্থক মিডিয়ার কাছে তিনি 'রাষ্ট্রদ্রোহী', এমনকি তাঁকে 'জাতীয় বিশ্বাসঘাতক' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

গত ২১ সেপ্টেম্বর কুয়ালালামপুরের পুলম্যান হোটেলে তাঁর সঙ্গে কথা বলা এবং পরে ই-মেইল যোগাযোগের ভিত্তিতে এই সাক্ষাৎকার তৈরি করা হলো। গত ১০ অক্টোবর এর প্রথম আলোর মুদ্রিত সংখ্যায় সাক্ষাৎকারটির সংক্ষেপিত অংশটি প্রকাশিত হয়। আজ বাকি অংশ প্রকাশিত হলো।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মিজানুর রহমান খান

প্রশ্ন : সম্প্রতি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে একজন বর্মি মন্ত্রী ঢাকা ঘুরে গেলেন। আপনি আশাবাদী?

মং জার্নি: ১৯৬২ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসার পর মিয়ানমার তার বৃহত্তম জাতীয় সংকট মোকাবিলায় তিনজন বেসামরিক কূটনীতিককে নিয়োগ দিয়েছে। কিউতিন স অং সান সু চির নিজ দপ্তরের মন্ত্রী এবং তাঁর মূল অনুঘটক। আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলে ঠকবেন। ২০০৮ সালের মে মাসে বন্যাদুর্গত লোকজন যখন চরম সংকটে, তখন তাঁকে সরকারের পক্ষে ওকালতি করতেই শশব্যস্ত দেখা গেছে।

এরপর আছেন থং তুন, তিনি বর্তমানে সু চির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা। ইতিপূর্বে আধা অবসরে যাওয়া জেনারেল থান শয়ের দোভাষীর কাজ করেছেন। আর আছেন উইন ম্রা। তিনি মিয়ানমারের বর্তমান মানবাধিকার কমিশনের প্রধান। আনান কমিশনের অন্যতম সদস্য এই ভদ্রলোকের কর্ণকুহরে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গা শব্দটিই প্রবেশ করেনি। বিশ্বে বর্তমানে মিয়ানমারের যে ৩০ জনের বেশি রাষ্ট্রদূত কর্মরত রয়েছেন, তাঁরা কেউ সাবেক কর্নেল, কেউ সাবেক ব্রিগেডিয়ার। তাঁরা পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। গত সপ্তাহে থং তুনকে নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হয়েছিল। নিউইয়র্কে তিনি কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনসের মতো মার্কিন স্টাবলিশমেন্ট কাজে লাগিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছেন।

আমি মনে করি, ওই তিনজন বেসামরিক কূটনীতিকের সারা জীবন কেটেছে আন্তর্জাতিক ফোরামে সামরিক বাহিনীর পক্ষে নির্লজ্জ দালালি করে। তাঁরা প্রত্যেকে ধূর্ত এবং মুসলিমবিদ্বেষী বর্ণবাদী। তাঁদের কারও হৃদয়ে এক তোলা পরিমাণও নীতিবোধ কিংবা মানবিক অনুভূতি নেই। সু চি এসব ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁদের আমি বিষাক্ত সাপ হিসেবে চি্ত করতে দ্বিধাবোধ করি না। বাংলাদেশকে প্রত্যাবাসনের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তা একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। মনে রাখতে হবে, তাঁদের চূড়ান্ত স্ট্র্যাটেজিক স্কিম হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জাতিসত্তা, তার ইতিহাস, পরিচিতি ও আইনগত অবস্থান ধ্বংস করা। আপনাদের মনে যদি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ দানা বাঁধে, তাহলে গত ২৫ বছরের জাতিসংঘের ডকুমেন্টগুলো, মানবাধিকারের নথিপত্র এবং ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রেস ক্লিপিংগুলো পাঠ করুন। রোহিঙ্গারা বাড়ি ফিরতে চায় না।

প্রশ্ন : তাহলে সু চির প্রতি আমরা ভরসা করব না?

মং জার্নি: আমি বহু বছর আগে তাঁর সম্পর্কে যা লিখেছিলাম, তা তখন বিশ্বাস করতে অনেকেরই কষ্ট হতো। তাঁরা তাঁকে রোমান্টিসিজমের জায়গা থেকে প্রশ্রয় দিতেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর সর্বাত্মক ও গভীর বর্ণবাদী মন একটুও বদলে যায়নি। আমি যখন তাঁর নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও নেতৃত্বের যথাযথ সমালোচনা করেছি, তখন তাঁর সমর্থকেরা কষ্ট পেয়েছেন। একটি সামরিক পরিবারে আমার বেড়ে ওঠার সময় তাঁর বাবা ছিলেন আমার রোল মডেল। ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে আমি যখন আমার দেশ ত্যাগ করি, তখন আমার ওয়ালেটে তিনটি ছবি ছিল। একটি আমার পরিবারের, দ্বিতীয়টি মহামুনি বুদ্ধের এবং অপরটির অং সানের পরিবারের। এই ছবিতে সু চি ছিলেন দুই বছরের। মাঠের কর্মী হিসেবে আমি সু চির পক্ষে কথা বলেছি একটানা ১৫ বছর। তিনি যেভাবে স্বেচ্ছায় বিরোধী শিবিরে প্রবেশ করেছিলেন, তা তিন দশকের মধ্যে প্রথম গণ-অভ্যুত্থান এনেছিল। তাঁকে সমালোচনায় আমার কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা হিংসা নেই। আমি কোনো রাজনীতিবিদের আনুগত্যে বা অনুরাগী হতে বিশ্বাসী নই, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই খুব বেশি মনুষ্য প্রজাতির। আমি একজন কর্মী হিসেবে 'আমার দেশ সেরা, সেটা ভুল বা শুদ্ধ যা-ই করুক' ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়াকে নাকচ করে দিই।

প্রশ্ন : বর্মি ভাষায় তিনি তাঁর জনগণকে কী বলে থাকেন, সেটা আমাদের জানার কৌতূহল আছে।

মং জার্নি: ৬ অক্টোবর সু চি ব্রুনাইয়ে বর্মি বিশেষজ্ঞদের কাছে তাঁর সরকারকে 'নিষপাপ' বলেছেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের বিবেক পরিষ্কার। কিন্তু আমি বলব না যে আমরা কোনো ভুল করিনি। তবে আমরা অবশ্যই কোনো অন্যায্য কিছু করিনি। আমরা যদি অজান্তে কোনো অন্যায় করে থাকি, তাহলে প্রচলিত আইনমতে তা শুধরে নেব।' অথচ তিনি একটিবারের জন্য বাস্তুচ্যুত কাউকে দেখতে রাখাইন সফরে যাননি। এই নারীর ঔদাসীন্য ও অমানবিকতা কী হতে পারে, তা কারও ধারণার বাইরে।

প্রশ্ন : চীন, রাশিয়া ও ভারতের ভূমিকা কি সংকট নিরসনে বড় বাধা?

মং জার্নি: অবশ্যই। চীন ও রাশিয়া এমনকি উদ্বেগ জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে বিবৃতি দিতে রাজি হয়নি। ভারতে উগ্র বর্ণবাদী দল ক্ষমতায়। তারা হিন্দু মৌলবাদী জাতীয়তাবাদকে উসকে দিতে চাইছে। সু চি-মোদির যৌথ ঘোষণা বলছে, তারা নাকি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় লড়াই করতে একমত। এর মাধ্যমে ভারত কার্যত সু চির বর্ণবাদী গণহত্যার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আবার পশ্চিমা কোনো প্রভাবশালী দেশই কিন্তু এই তিন দেশের সমালোচনা করছে না। পাশ্চাত্য যারা মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি ও নাগরিক স্বাধীনতার কথা বলে, তারাই তেলের জন্য অন্যের ভূখণ্ড দখল করতে পারে। রোহিঙ্গা প্রশ্নে আমি পশ্চিম ও পূর্ব ব্লকের মধ্যে কোনো ফারাক দেখি না। তাই রাশিয়া, চীন ও ভারত নয়, পাশ্চাত্যও একইভাবে ভণ্ড। পাশ্চাত্য সার্বিয়া ও বেলগ্রেডে বোমা ফেলেছে। মিলেসোভিচের প্যালেসেও বোমা ছুড়েছে। মিলেসোভিচ সার্বিয়া ও বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল। ইসরায়েলের বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ ২৩০টির বেশি প্রস্তাব পাস করেছে। কিন্তু তারা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে। তাই আমি এটা বলব না, এই তিন দেশই মিয়ানমারের গণহত্যা বন্ধে বাধা তৈরি করেছে। তবে আমরা মনে রাখব, নিরাপত্তা পরিষদই জীবন ও ইতিহাসের যবনিকা নয়।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতে (আইসিসি) এর বিচার হতে পারে? আশাবাদী?

মং জার্নি: না। আমি আশাবাদী নই। কিছু আন্তর্জাতিক আইনি সংগঠন রোহিঙ্গাদের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে দরখাস্ত করেছিল। তারা দুই বছর পর উত্তর দিয়েছে যে মিয়ানমারের ওপর তাদের বিচারিক এখতিয়ার নেই। ১৯৪৯ সালে বার্মা জেনোসাইড কনভেনশনে সই করেছিল, যা ১৯৫০ সালে কার্যকর হয়। কিন্তু যেটা ঘটেছে, সেটা হলো তারা তাতে শর্ত সাপেক্ষেক্ষসই করেছিল। ওই শর্তে বলা আছে, জেনোসাইডের অভিযোগে দেশটির নেতাদের বিচার করা যাবে না। জেনোসাইড কনভেনশন বা আন্তর্জাতিক আইন কোনো রকেটবিজ্ঞান নয়।

প্রশ্ন : আইসিসি সংবিধিতে তারা সই করেনি।

মং জার্নি: সই করাটাই অপরিহার্য নয়। জাতিসংঘের কোনো সদস্য রাষ্ট্র যদি গণহত্যা করে, তাহলে তাকে জবাবদিহির আওতায় আনা যাবে।

প্রশ্ন : নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা আমরা জানি। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী?

মং জার্নি: অমর্ত্য সেনের সঙ্গে অং সান সু চির প্রয়াত স্বামী মাইকেল অ্যারিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তা ছাড়া অফোর্ডে যাওয়ার আগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সু চিকে অর্থনীতি পড়াতেন অমর্ত্য। সুতরাং, সু চির প্রতি অমর্ত্যের একটা অনুরাগ রয়েছে। যদিও আজকের বার্মায় অমর্ত্যকে কেউ হয়তো বাঙালি বিবেচনায় হত্যা করতে পারে! ২০১৩ সালে সু চি যখন প্রথম হার্ভার্ডে এলেন, তখন তাঁর সম্মানে দেওয়া নৈশভোজে সু চি-অমর্ত্য পাশাপাশি বসেছিলেন। অমর্ত্যকে আমি রোহিঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলাম। পরে অমর্ত্য আমাকে বলেছেন, 'আমি তাকে বলেছি, তুমি জাতির নেত্রী। তোমাকে মিয়ানমারের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিতে হবে। তোমার সবাইকে সমভাবে রক্ষা করতে হবে।' উত্তরে সু চি বলেছিলেন, তিনি সেই চেষ্টাই করছেন। দু-তিন মাস আগে অমর্ত্যর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সু চি কেন এমনটা করছেন? আমি বললাম, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে তিনি (সু চি) একজন বর্ণবাদী। তবে নোবেল বিজয়ীদের সাম্প্রতিক বিবৃতির প্রশ্নে অমর্ত্য কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। অন্যদের সঙ্গে তাঁরাও রোহিঙ্গা-সংক্রান্ত একটি বিবৃতিতে সই দেন। সাধারণত, অমর্ত্য কোনো বিবৃতিতে সই দেন না। সু চির তৎপরতায় অমর্ত্য সত্যিই হতাশ।

প্রশ্ন : অমর্ত্য সেন কি মিয়ানমার সফর করতে পারেন না?

মং জার্নি: সেই অনুরোধ আমি তাঁর কাছে রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি 'কালা' (রোহিঙ্গা) বিরোধিতার সবটাই অবগত আছেন। তিনি তাঁর শৈশব কাটান ঢাকা ও মান্দেলেতে। মান্দেলের একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বাবা অধ্যাপনা করতেন। অমর্ত্য আমাকে বলেছেন, তিনি এখন মিয়ানমার সফরে গিয়ে তাঁর শৈশবের মধুর স্মৃতি ধ্বংস হতে দিতে চান না। তিনি এখন গিয়ে দেখবেন, মানুষ কতটা বর্ণবাদী ও ঘৃণাবিদ্বিষ্ট।

রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রতিবাদে ভিন্নমতাবলম্বী বর্মী প্রতিবাদী শিক্ষক মং জার্নিপ্রশ্ন : বর্মিরা রোহিঙ্গাদের কেন 'কালা' বলে আমরা তা জানি না।

মং জার্নি: কুলা বা কালা। কালা মানে ধর্ম-গোত্রনির্বিশেষে ভারতীয় সভ্যতার মানুষ। বুদ্ধ কালা, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষও কালা বলে পরিচিত। বুদ্ধ কিন্তু বর্মি নন।

প্রশ্ন : প্রভাবশালী স্বাধীন পশ্চিমা মিডিয়া কেন সরকারি সুরে এথনিক ক্লিনজিং ব্যবহারের প্রবণতা দেখাচ্ছে? এটা উদ্দেশ্যমূলক?

মং জার্নি: আমি মনে করি, অনেক সাংবাদিক জেনোসাইড লিখেছেন, তার মধ্যে জেনে বা না জেনেও করছেন। কারণ, তাঁদের সময় নেই এ নিয়ে অধ্যয়ন করার। কিন্তু জাতিসংঘ সুচিন্তিতভাবে নীতি হিসেবে নিয়েই জেনোসাইডকে জেনোসাইড বলছে না। এ জন্য তারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। এমনকি জাতিসংঘের শীর্ষ মানবাধিকার-প্রধান এথনিক ক্লিনজিং কথাটি ব্যবহার করছেন। এটা অসততা। তাঁরা রাজনীতির খেলা খেলছেন। তাঁরা জানেন, জেনোসাইড শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই জাতিসংঘের ১৯০টি সদস্য রাষ্ট্র এবং তাঁদের পক্ষে মিয়ানমারের বিচার করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। তাঁরা তখন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগে দায়বদ্ধ হয়ে পড়বেন। ভারত ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানি জেনোসাইড বন্ধে সশস্ত্র সহায়তা দিয়েছিল। জাতিসংঘ রোহিঙ্গা জেনোসাইড বন্ধে কিছু করবে, তা আমি বিশ্বাস করি না। তারা সেই সামর্থ্যও রাখে না। পলপট কম্বোডিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ চার বছরের কম সময়ের ব্যবধানে নিশ্চি করেছিল। এর ৪০ বছর পরে জাতিসংঘ একটি হাইব্রিড ট্রাইব্যুনাল করেছিল। তাতে দেশটির সরকার ও জাতিসংঘ যৌথভাবে অংশ নিয়েছিল। দাতারা সেই বিচারের জন্য ১০ বছরে ৩০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। তিন শীর্ষ খেমারুজ যুদ্ধাপরাধীর বিচারও হয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘ সেখানেও জেনোসাইড শব্দটি ব্যবহার করেনি। তাই আমি মনে করি, জাতিসংঘ বা নিরাপত্তা পরিষদ কারও ওপরই ভরসা নেই। কারণ, তারা বিশ্বের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। বিশ্ব যদি জনগণের আইনে চলত, তাহলে বিশ্ব আরও শান্তিপূর্ণ হতো।

প্রশ্ন : অনেক পশ্চিমা মিডিয়া এথনিক ক্লিনজিং কথাটি বেশি ব্যবহার করছে কেন?

মং জার্নি: এটা অপসাংবাদিকতা। সত্যি তারা অন্ধের মতো জাতিসংঘের সুরে কথা বলে। আল-জাজিরার সংবাদদাতা জেমস জাতিসংঘের মহাসচিবকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি এটাকে এথনিক ক্লিনজিং বলবেন?' জবাবে আন্তোনিও গুতেরেস প্রশ্ন আকারে বলেন, সেখানে যা ঘটছে, তাকে বর্ণনা করতে এর চেয়ে শক্তিশালী আর কী পরিভাষা আমি ব্যবহার করব? তখন জেমসের বলা উচিত ছিল, কেন, এর থেকে কার্যকর ও জোরালো পরিভাষা হলো জেনোসাইড।

প্রশ্ন : মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ চুক্তি করেছে যে তারা রোহিঙ্গা শব্দ ব্যবহার করবে না, সেটা ভুল ছিল?

মং জার্নি: অবশ্যই ভুল ছিল। কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীর জাতিসত্তার পরিচয় কী হবে বা হবে না, সে বিষয়ে কোনো সরকারের কোনো চুক্তি করার কোনো এখতিয়ার নেই। কারণ, আন্তর্জাতিক কোনো আইন এটা সমর্থন করবে না। জাতিগত সংখ্যালঘুরাই ঠিক করবে কী নামে তাদের ডাকা হবে। আপনার নাম মিজান, আমি আপনাকে মাইকেল বলতে পারি না। আপনি বাঙালি, আমি পূর্ব পাকিস্তানি বলতে পারি না। কেউ এ নিয়ে কোনো চুক্তি করতে পারে না। স্কুলগামী শিশু-কিশোরদের মিলিটারি ধরে নিয়ে যায়, এরপর জিজ্ঞেস করে তোমার পরিচয় কী? তারা রোহিঙ্গা বলামাত্রই কিল-ঘুষি শুরু করে দেয়। তখন নাকমুখ থেকে রক্তঝরা অবস্থায় তারা বলে, আমি বাঙালি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু (জবভঁমবব) হিসেবে দেখতে অপারগ। আপনি কীভাবে দেখেন?

মং জার্নি: বাংলাদেশ সরকারের উচিত একটি নীতি ও কৌশলসংক্রান্ত ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা। নাগরিক সমাজ, নীতিসংক্রান্ত উপদেষ্টা সবারই এতে অংশ নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ১৯৭৮ সালে কী ঘটেছিল?

মং জার্নি: নে উইন প্রশাসন তত দিনে রোহিঙ্গা শব্দ মুছে দিয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে, রেডিওতে মিডিয়ার কোথাও আর রোহিঙ্গা শব্দ শোনা যায়নি। তিনি একটি সন্ত্রাসী অভিযান চালালেন। ১৯৭৮ সালের জুলাইয়ে ব্যাংকক পোস্টে খবর বেরিয়েছিল, জিয়া-নে উইন সভার সাইডলাইনে জিয়া হুমকি দিয়েছিলেন রোহিঙ্গাদের অস্ত্র দেওয়ার। তখন অস্ত্র দিলে বার্মার ওই অংশ যুদ্ধ এলাকায় পরিণত হতো। পরে সেই সময়ে কুয়ালালামপুরে আশ্রয় নেওয়া শিক্ষিত ও ধনাঢ্য রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছিলেন।

প্রশ্ন : কুয়ালালামপুরের গণ-আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসা নারীরা তাঁদের গোপন জবানবন্দিতে কী বলেছেন?

মং জার্নি: চোখের জলে ভেসে গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন ২০১২ সালে দেশত্যাগী এক নারী। বিচারকেরাও কেঁদেছেন। তখন ১৭ বছর বয়স ছিল। এখন ২৩। তিনি প্রথমে বাংলাদেশি একটি শরণার্থীশিবিরে ধর্ষণের শিকার হন। অন্য নারীদের সঙ্গে নৌকায় থাইল্যান্ড হয়ে মালয়েশিয়ায় পালান। টানা তিন মাস তিনি নৌকায় ধর্ষণের শিকার হন।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, সেই হুমকির কারণে এবার আমরা অধিকতর পুরুষশূন্য উদ্বাস্তু স্রোত দেখছি?

মং জার্নি: আমি তা-ই মনে করি। সেই হুমকির কথা তারা নিশ্চয় মনে রেখেছিল। আজ যারা বাংলাদেশে এসেছে, তাদের ৩০ শতাংশ শিশু, যাদের অধিকাংশই এতিম। বাকিদের বড় অংশ নারী। এবারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সার্ব্রিনিৎসার গণহত্যার মিল রয়েছে। সেখানেও একই ধরনের গণহত্যার পর মানুষ সব ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল। নারী ও শিশুদের থেকে পৃথক করে পুরুষদের ঠান্ডা মাথায় লাইন ধরে তারা পাইকারি হত্যা করেছে। নাৎসি জার্মানিও তাই প্রত্যক্ষ করেছে। নারী ও শিশুদের থেকে পুরুষদের আলাদা করা গণহত্যাজনিত আচরণের একটি ধ্রুপদি দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন : রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে আপনি ও ড. অ্যালিস কাউলি যৌথভাবে যাকে 'স্লো বার্নিং জেনোসাইড' চলছে বলে দাবি করেছেন, তার প্রক্রিয়া মিয়ানমারে কখন, কীভাবে শুরু হয়েছিল?

মং জার্নি: ১৯৬৬ সালে। আমি আমার লেখায় বলেছি, ১৯৭৮ সালেই ব্যাপকভিত্তিক নির্যাতন করে রোহিঙ্গাবিরোধী গণহত্যার প্রথম বছরটি শুরু হয়। কিন্তু এর ১২ বছর আগে গণহত্যার নীলনকশা তৈরি করা হয়। সেই বছরে সামরিক বাহিনী উত্তর আরাকানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে বৌদ্ধ জনসংখ্যা বাড়িয়ে রোহিঙ্গাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। কারাগারে থাকা দুর্বৃত্তদের সাজা অর্ধেক কমানোর মুলা ঝুলিয়ে আরাকানে বসতি গড়ার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়। আর এটাই কালক্রমে গণহত্যার পটভূমি তৈরি করে। তাই আমি ১৯৬৬-কে জেনোসাইডের জেনেসিস বলি। ২০১২ সালে আমি প্রথম এক নিবন্ধে এটা লিখি। ব্রিটিশ শিক্ষিত রোহিঙ্গারা জেনোসাইড কথাটি ৭৮ সালেই ব্যবহার করা শুরু করেছিল।

বাষট্টিতে নে উইন ক্ষমতায় এলেন। সেটা বহু সংস্কৃতিগত বর্মি সমাজের যবনিকা টেনেছে। ১৯৪৮ সালে প্রথম নাগরিকত্ব আইনে কোনো জাতিগত সংখ্যালঘু স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু পরে কয়েক মাসের মধ্যে আইন সংশোধন করে ১৯৪২ সালে জাপানি আগ্রাসনের আগে যারা বার্মায় ছিল, তাদের সবাইকে আপনা-আপনি নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। আরাকানি জাতিগত সংখ্যালঘু, যার মধ্যে রোহিঙ্গা, মগ, বর্মিজ, শান, কাইয়া, কাচিনসহ আটটি গোষ্ঠী ছিল। তখন রোহিঙ্গারা আরাকানের নেটিভ হিসেবে গণ্য হয়। তাদের পরিচয় ছিল আরাকানি। এখনো তাঁদের নাগরিক পরিচয় সেটাই থাকা উচিত।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ

আসিফ হাসান

আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা বেশ সম্ভ্রমের সাথে চীনা নেতাদের সম্পর্কে কথা বলে থাকেন। মাও সে তুংকে তোষামোদি করে রিচার্ড নিক্সন বলতেন, চেয়ারম্যানের লেখালেখি 'দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে'। দেং জিয়াও পিংকে চাটুকার ধরনের বিশেষণে ভূষিত করে জিমি কার্টার বলতেন, 'স্মার্ট, অনমনীয়, বুদ্ধিমান, প্রাণখোলা, সাহসী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, আত্মবিশ্বাসী, বন্ধুত্বপূর্ণ।' নিজের আমলের চীনা প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিনকে বিল ক্লিনটন মনে করতেন 'স্বপ্নদ্রষ্টা' এবং 'অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী' ব্যক্তি। আর ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, চীনের বর্তমান নেতা শি জিনপিংকে ডোনালড ট্রাম্প অভিহিত করেছেন এক শতাব্দীর মধ্যে চীনের 'সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী' প্রেসিডেন্ট।

ট্রাম্প সম্ভবত ঠিক কথাই বলেছেন। আমেরিকার কোনো প্রেসিডেন্টের কাছে যদি রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতীই বিবেচিত না হতো, তবে তিনি সম্ভবত বলেই ফেলতেন, 'শি হলেন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা।' মনে রাখতে হবে, আকারের দিক থেকে চীনা অর্থনীতি কেবল আমেরিকার পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এবং দেশটির সেনাবাহিনী দ্রুততার সাথে পেশিশক্তি অর্জন করলেও তুলনামূলক বেশ পিছিয়ে আছে। কিন্তু টাকাকড়ি কিংবা সামরিক সম্ভারই সব কিছু নয়। মুক্ত দুনিয়ার নেতার বিদেশীদের সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ ও লেনদেনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি দেশে তার অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে অক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ হলেও তিনি তার সাম্প্রতিক পূর্বসূরিদের চেয়ে দেশে অনেক দুর্বল এবং বিদেশে কম গ্রহণযোগ্য । কারণ আমেরিকান প্রভাবের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত মূল্যবোধ ও জোটকে তিনি তাচ্ছিল্য করেন।

অন্য দিকে বিশ্বের বৃহত্তম স্বৈরতান্ত্রিক দেশের প্রেসিডেন্ট বিদেশে দৃঢ় পদভারে বিচরণ করেন। মাওয়ের পর থেকে অন্য যেকোনো নেতার চেয়ে চীনের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি। আবার মাওয়ের চীন যেখানে ছিল বিশৃঙ্খল এবং ভয়াবহভাবে গরিব, সেখানে শি বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ইঞ্জিন চালিয়ে যাচ্ছেন। শিগগিরই তার প্রভাব পুরোপুরিভাবে প্রদর্শিত হবে। ১৮ অক্টোবর চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি বেইজিংয়ে পঞ্চবার্ষিকী সম্মেলন আহ্বান করেছে। শি'র সভাপতিত্বে এটাই হবে এ ধরনের প্রথম সম্মেলন। সম্মেলনে যোগ দেয়া দুই হাজার ৩০০ প্রতিনিধি তার প্রশংসায় আকাশ মুখরিত করে ফেলবে। কিছুটা দোলাচলে থাকা পর্যবেক্ষকেরা হয়তো শি ভালো বা মন্দ যে কারণেই হোক না কেন, তার অনন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন কি না তা নিয়ে ভাববেন।

বিশ্বে নজরে

বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সফরকালে শি নিজেকে শান্তি আর বন্ধুত্বের অগ্রদূত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, বিভ্রান্ত ও গোলযোগপূর্ণ পৃথিবীতে যুক্তির কথা বলেছেন। ট্রাম্পের ব্যর্থতাগুলো তার এই কাজ আরো সহজ করে দিয়েছে। গত জানুয়ারিতে দাভোসে বিশ্ব এলিটদের তিনি আশ্বস্ত করেছেন, তিনি হবেন বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার এবং জলবায়ুবিষয়ক প্যারিস চুক্তির পথিকৃৎ। তার শ্রোতারা উৎফুল্ল হয়েছে, স্বস্তি পেয়েছে। তারা অন্তত এটুকু ভাবতে পেরেছে, বিশ্বের একটি পরাশক্তি সঠিক হিসেবে বিবেচিত ইস্যুর পাশে দাঁড়িয়েছে, ট্রাম্প তো (তখন মাত্র তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন) ততটুকুও করেননি। শির কথা শোনার একটি কারণ হলো তার কাছেই আছে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা, এই অর্থই তাদের সহায়তা করছে। তার 'বে অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' নামটি কেমন যেন রহস্যময়, তবে কথা পরিষ্কার : শত শত বিলিয়ন চীনা ডলার বিদেশের রেলওয়ে, বন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় করা হবে। এই বিপুল বিনিয়োগ বিশ্বকে আরো সমৃদ্ধ করবে। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিম ইউরোপে মার্শাল প্লানের (এটাও আয়তনে ছিল অনেক ছোট) পর আমেরিকান নেতৃত্ব এ ধরনের কিছুই দেখাতে পারেনি।

শি বিদেশে চীনের নজিরবিহীন সামরিক শক্তিও তুলে ধরছেন। চলতি বছর তিনি জিবুতিতে তার দেশের প্রথম বিদেশী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছেন। তিনি তার নৌবাহিনীকে অনেক দূরেও পাঠিয়েছেন। গত জুনে রাশিয়ার নৌবহরের সাথে তার বাহিনীকে বা্ক সাগরে ন্যাটোর দরজা পর্যন্ত ঘুরে আসার সুযোগ দিয়েছেন। চীন বলছে, সে কখনো অন্য দেশে তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেবে না (কথাটা তাইওয়ানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ সে একে দেশ মনে করে না।) তার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শান্তিরক্ষা, জলদস্যুবিরোধী ও মানবিক মিশনকে সহায়তা করে। আর দক্ষিণ চীন সাগরের কৃত্রিম দ্বীপে তার সামরিক শক্তি গড়ে তোলাকে সে বলছে, পুরোপুরি প্রতিরক্ষা কৌশল হিসেবে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট যেভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করেন, গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করেন, পাশ্চাত্যকে অস্থিতিশীল করেন, তিনি তার মতো নন। তার পরও তিনি পরমাণু বোমায় দাম্ভিক উত্তর কোরিয়াকে মিত্র হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাছাড়া চীনের কিছু সামরিক আচরণ তার প্রতিবেশীদের– কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নয়, ভারত ও জাপানকেও আতঙ্কে রাখে।

তবে নিজ দেশে তিনি পুতিনের চেয়েও অনেক কঠোর। তিনি বিশ্বাস করেন, সামান্য রাজনৈতিক ছাড়ও তার সব কৃতিত্বই শুধু নস্যাৎ করবে না, তার শাসনও শেষ করে দিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্য তাকে তাড়া করে ফেরে। এই নিরাপত্তাহীনতার মূল্য রয়েছে। তিনি কেবল তার আমলে সৃষ্ট শত্রুদেরই ভয় পান না, সেই সাথে চীনের ক্রমবর্ধমান, স্মার্টফোনধারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সম্প্রতি গড়ে ওঠা নাগরিক সমাজের শাখা-প্রশাখাকেও সুনজরে দেখেন না। তিনি চীনা সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই নিয়ন্ত্রণ কেবল রাষ্ট্রশক্তির নজরদারিতেই নয়, বরং অর্থনীতিকে পার্টির মুঠোয় দৃঢ়ভাবে রাখার মাধ্যমেও করতে চান। এ সবই চীন যতটুকু ধনী হতে পারত, তার চেয়ে কম হবে, জীবনযাপনের জন্য অনেক বেশি সঙ্ঘাতপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে। তার আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘন মারাত্মকভাবে বেড়েছে, কিন্তু বিশ্বনেতারা বিড়বিড় করে কিছু বলেই দায় এড়িয়ে গেছেন। উদারমনারা একবার শির পূর্বসূরি হু জিনতাওয়ের আমলের সংস্কারের 'হারিয়ে যাওয়া ১০ বছর' নিয়ে শোক প্রকাশ করেছিলেন। ওই ১০ বছর হয়তো ১৫ কিংবা ২০ বছরও ছাড়িয়ে যেতে পারে। আশাবাদীদের কেউ কেউ বলতে পারেন, আমরা এখনো সত্যিকারের শিকে দেখিনি। কংগ্রেস তার ক্ষমতা সুসংহত করা মাত্র তিনি অতি আগ্রহের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করে দেবেন, তার তুলনামূলক সফলতাকে দুর্নীতি দমনে প্রয়োগ করবেন। তিনি যদি অন্তঃকরণে বহুত্ববাদী হয়ে থাকেন, তবে সেটা বেশ ভালোভাবেই আড়ালে রেখেছেন। যারা মনে করেন, প্রতিটি নেতারই প্রস্থানের একটি তারিখ আছে, তাদের জন্য সতর্কবার্তা হলো, অনেকে মনে করলেও শি সম্ভবত ২০২২ সালেও সরে দাঁড়াবেন না।

ভীত হওয়ার কারণ

শি হয়তো মনে করতে পারেন, ১৪০ কোটি চীনার ওপর কমবেশি অনিয়ন্ত্রিত শক্তি এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হলে সেটাকে তার প্রিয় পরিভাষা চীনা রাজনীতির জন্য 'নতুন স্বাভাবিক ঘটনা' সৃষ্টি করবে। কিন্তু তা স্বাভাবিক হবে না, হবে বিপজ্জনক। কারো হাতেই ওই ধরনের অত্যধিক শক্তি থাকা ঠিক নয়। একজনের শাসনে চূড়ান্তভাবে চীনকে অস্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যাবে। অতীতেও এমনটা হয়েছে। মাও এবং সংস্কৃতি বিপ্লবের কথা মনে করে দেখুন। বিশ্বেও তখন স্বেচ্ছাচারী আচরণ সৃষ্টি করবে। বিশেষ করে যখন ট্রাম্পের আমেরিকা পিছু হটে শূন্যতা সৃষ্টি করার প্রেক্ষাপটে। বিশ্ব নিঃসঙ্গতাবাদী যুক্তরাষ্ট্র কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক চীন চায় না। দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের হয়তো উভয়টাই দেখতে হবে। (ইকোনমিস্ট থেকে)

প্রধান বিচারপতির প্রশ্নবিদ্ধ ছুটি

খুরশীদ আলম বাবু

'যখন কোনো একটি জাতি তার সরকারের বিপক্ষে যায়, এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকে, তখন সেই জাতি কিছু শোনারও যোগ্যতা হারায়। আর সেটা তখন যে জাতিতে পরিণত হয়, আমি সেই জাতির একজন হতে চাই না।'–বিচারপতি এম আর কায়ানি।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, শেষাবধি তাই ঘটল। প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা এক মাসের ছুটিতে অস্ট্রেলিয়া গেছেন। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অশান্ত সমালোচনার ঝড়ের তোড়ে কতক্ষণ টিকতে পারবেন প্রধান বিচারপতি, সেটাই ছিল দেখার বিষয়। এরপর যা ঘটল তাতে অদূরভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। আইনের পরিভাষায়, আশঙ্কা কেবল বোধ করলেই হবে না, তারও একটা যথাযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে হয়। ধরা যাক কোনো ব্যক্তিকে দুষ্টু ব্যক্তি নানারকম হুমকি-ধমকি দিয়ে বসলেন। আক্রান্ত ব্যক্তি সারা রাত ধরে ভাবলেন, এ রকম হুমকি যদি সত্যি সত্যি কার্যকর হয়ে যায় তাহলে তিনি মারা যেতে পারেন। এই বোধ নিয়ে ফৌজদারি কার্যবিধি ১০৭ ধারা মোতাবেক একটি মামলা ঠুকে দিয়ে প্রার্থনা জানালেন, প্রতিপক্ষের মুচলেকায় সই-স্বাক্ষর না হলে তিনি মারা যেতে পারেন। আদালত এ ধারণাকে আমলে নিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করবেন। জনাব এস কে সিনহা প্রধান বিচারপতি হওয়ার কারণেই এই মামলাটি করতে পারেননি। একজন জুনিয়র আইনজীবী সে দিন আমাকে এ তথ্য হাসতে হাসতে বললেন। ব্যাপারটাকে রসিকতা বলে উড়িয়ে দিলেও ওই জুনিয়রের কথায় খানিকটা সত্যতা ছিল বলাই যায়। রাজশাহী বারের কয়েকজন সিনিয়র আইনজীবীর সাথে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দীর্ঘ ছুটি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় যা বুঝলাম, তা দুঃখজনক বটে। নি্ন আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটরদের যে ভয়াবহ প্রতাপ– তাতে তো 'নগদনারায়ণ' না দিলে কাজ হয় না। আওয়ামী লীগের আগের জামানায় 'লিগ্যাল এইড' বিষয় নিয়ে ঢাকায় সুপ্রিম কোর্টের অডিটোরিয়ামে সম্মেলন হয়, সেখানে কয়েকজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদকে অনুরোধ জানালেন, রিমুনেশনের পরিমাণ এত কম যে, ওই টাকা দিয়ে আর চলা যাচ্ছে না। মন্ত্রী বলেছিলেন, পিপি-এপিপি হওয়ার তদবির দেখে সেটা মনে হয় না। অর্থাৎ আইনাঙ্গনের এই পরিস্থিতির জন্য আইনজীবীরাও কম দায়ী নন। আইনজীবীরা এখন নানা দলে বিভক্ত। জুনিয়র আইনজীবীরা বারে এসব দলীয় রাজনীতিতে না জড়ালে পিপি-এপিপি হওয়ার জন্য 'যোগ্য' হবেন না। এমন সব আইনজীবীকে সরকারি আইন কর্মকর্তা হিসেবে দেখছি– যারা একটি মামলার ভালো আরজি পর্যন্ত লেখার সামর্থ্য রাখেন না। অথচ শুধু এই পদে থাকার কারণে গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি ও দ্বিতীয় কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান (২০০১) মরহুম লতিফুর রহমান ক্ষোভে লিখেছিলেন–

'আমরা যেভাবে সিনিয়রের চেম্বারে কষ্ট করে কাজ শিখেছি ও কোর্টে উপস্থিত থেকে আইনজীবীদের উপস্থাপনা লক্ষ করেছি ও আইনের বইপুস্তক পড়াশোনা করেছি, আজকের আইনজীবীরা কিন্তু সেভাবে তাদের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন না। আজকের আইনজীবীরা শুধু কিভাবে অল্প পরিশ্রমে টাকা উপার্জন করা যায়, সে দিকেই ব্যস্ত। সত্যিকার অর্থে মেধার চর্চায় নবীন আইনজীবীরা অনেক দূরে সরে গেছেন। আমার মনে হয় সুপ্রিম কোর্টে ২০ জন ভালো উকিলের নাম নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। এর ফলে আইন পেশার মান ও সুনাম অনেক কমে গেছে। (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলো ও আমার কথা : লতিফুর রহমান, প্রথম প্রকাশ ২০০২, জুলাই।

আজকে আইনজীবীদের একটি দল সরকারি দলের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে প্রকাশ্যে আইনাঙ্গনে সরকারের স্তুতি করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কথাটা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আইনজীবীদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি ঢুকে গিয়ে এই সর্বনাশ ঘটেছে। যা হোক প্রধান বিচারপতিসহ অন্য ছয়জন বিচারপতি এই ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে যে রায় দেন– তাতে করে সবচেয়ে বেশি সমালোচনার মুখে পড়েন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা। অথচ এর আগে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের মামলায় রায় দিয়ে এই সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে সাঙ্ঘাতিক প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন। আমার যত দূর ধারণা, অতীতের প্রধান বিচারপতিদের তুলনায় হাইকোর্ট ডিভিশন ও অ্যাপিলেট ডিভিশনের মামলায় সম্ভবত সবচেয়ে বেশি রায় দিয়েছেন তিনি। মামলা নি্ত্তির ক্ষেত্রে ছিল তার বেশ পরিশ্রমী ভূমিকা।

তবে প্রধান বিচারপতি সিনহা সৌভাগ্যবান যে, অতীতের মতো রাষ্ট্রপতির কলমের খোঁচায় বরখাস্ত হতে হলো না। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের দুই প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন (১৯৮২) ও সৈয়দ মাহমুদ হোসেন (বিচারপতি সৈয়দ দস্তগীর হোসেনের বাবা) এরশাদ সরকারের কলমের খোঁচায় বরখাস্ত হয়েছিলেন। অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছিলেন বিচারপতি কে এম সোবহান ও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী। শেষোক্তজন দুঃখ করে বলেছিলেন, কেউ তার বরখাস্তের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেননি। তারও আগে রক্ষীবাহিনীকে বেআইনি বাহিনী হিসেবে ঘোষণার স্মরণীয় রায় দেয়া বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সামরিক জান্তার অন্যায় আদেশের শিকার হয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাকে সহ্য করাটা আওয়ামী লীগের সবার পক্ষেই ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়েছিল। ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় ঘোষণার পর নেতাকর্মীরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন কয়েকজন কলাম লেখক। তাদের একজন লিখেছেন–

'আমি এ কথাও লিখেছি যে, এই পর্যালোচনা (রায়ের) লেখার ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি হয়তো হাসিনাবিদ্বেষী তিন বিখ্যাত আইনজীবী, একটি তথাকথিত সুশীলসমাজ এবং নিরপেক্ষ মিডিয়া গ্রুপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।'

এ বিষয়টি নিয়ে দলনিরপেক্ষ আইনজীবীরা ভাবতে পারেন। প্রধান বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনে আর দেখা যাবে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম জানিয়েছেন, এস কে সিনহা তার বিচারপতি পদটিকে বারবার বিতর্কিত করেছেন। তার সরকার চায় 'সম্মানের সঙ্গে' বিদায় জানাতে।

এবার আসা যাক প্রধান বিচারপতি কেন দ্বিতীয়বার ছুটি নিলেন সে প্রসঙ্গে। তার এই ছুটি নেয়াটা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের কাছে অভাবিত বলে মনে হয়েছে। তাদের অভিযোগ, প্রধান বিচারপতিকে সরকার জোর করে ছুটিতে পাঠিয়েছে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তো সরাসরি বলেই ফেলেছেন– আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সাংবাদিকদের কাছে প্রধান বিচারপতির স্বাক্ষর সংবলিত দরখাস্তের ফটোকপি সরবরাহ করেছেন; তা-ও ভুয়া। এমনকি স্বাক্ষরও জাল। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতারা প্রধান বিচারপতির বাড়িতে গিয়ে তার সাথে দেখা করতে পারেননি। পরে জানা গেছে, প্রধান বিচারপতি 'ক্যান্সারসহ নানা রোগে' আক্রান্ত হয়েছেন। অবশ্য আইনজীবী রানা দাশগুপ্ত– যার সৌভাগ্য হয়েছিল তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার, তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তাকে আমার অসুস্থ বলে মনে হয়নি। তা হলে প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রধান বিচারপতি কি ইচ্ছাকৃতভাবে নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করলেন? নাকি বাধ্য হলেন?

ষোড়শ সংশোধনীর রায়ের পর যে ঘটনা ক্রমান্বয়ে চলে আসছিল– এর ধাক্কা শেষাবধি এস কে সিনহা সামলাতে পারলেন না। তার এই ছুটি নেয়ার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের মনে হতে পারে, এখন আর কোনো বিচারপতিই নিরাপদ নন। সরকার এ ঘটনার মধ্যে দিলো, কোনোরকম সমালোচনা তারা সহ্য করতে রাজি নয়। এতে করে সারা বিশ্বের কাছে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের ভাবমর্যাদা আবার নিচে নেমে গেল। একটি রায়কে কেন্দ্র করে আমাদের উচ্চতর আদালতে এত বড় একটি অঘটন ঘটে গেল, দুঃখ সম্মিলিতভাবে আমাদের আইনজীবী সমাজ প্রতিবাদ করতে পারল না। কেবল বিএনপি সমর্থক আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টের বারান্দায় বিক্ষোভ করছেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির নেতারা বারবার চেষ্টা করেও প্রধান বিচারপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। অথচ গত ৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গহর রিজভী অনায়াসে দেখা করে এলেও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতাদের যাত্রাপথে পুলিশ আটকে দিয়েছে। অবশ্য পুলিশ সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে, যা এ দেশের পুলিশ সবসময় করে থাকে।

বিশিষ্ট আইনজীবী মওদুদ আহমদের সাথে আমি একমত, 'অনেক ঘটনা ঘটবে– এখানেই সব কিছু শেষ নয়– এমন ঘটনা আরো ঘটবে।' (সূত্র : প্রথম আলো ৭ অক্টোবর ২০১৭)

কী ঘটনা ঘটবে সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকার বিচার বিভাগকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলো। স্মর্তব্য, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এর আগে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লাঠিমিছিল করেছিলেন। আমরা বড় আশান্বিত হয়েছিলাম, প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা প্রবল বাধা অতিক্রম করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার কান্ডারি হয়ে যাবেন।

এত বড় বাজে ঘটনা ঘটে গেল– তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলো না।

এ জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইনজীবীদের কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে। আওয়ামীপন্থী একজন কলাম লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেই ফেলেছেন–

'প্রধান বিচারপতি এক মাসের ছুটি নিয়েছেন। আমার ধারণা, এটা তার অগস্ত্যযাত্রা। তিনি আর এই পদে ফিরে আসবেন না। (সূত্র : প্রধান বিচারপতির অগস্ত্যযাত্রা? যুগান্তর ৬ অক্টোবর ২০১৭)

তাহলে তো আমরা ধরে নেবো আওয়ামী নেতা ছাড়াও কিছু কলামিস্ট জেনে ফেলেছিলেন সরকারের এই কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।

লেখক : অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, রাজশাহী।

এশীয় আর্থিক সংকটের কুড়ি বছর

ড. আতিউর রহমান

এখন থেকে কুড়ি বছর আগে হঠাৎ করেই এশীয় আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। এ সংকট মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি তখন খুব একটা উন্মুক্ত ছিল না বলে এর নেতিবাচক প্রভাব তেমনভাবে পড়েনি। কিন্তু আঞ্চলিক এই আর্থিক সংকট পুরো বিশ্ব-অর্থনীতিকে বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের অর্থনীতি এশীয় আর্থিক সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য নতুন করে সতর্কতার বিষয়টি মাথায় রেখে সাজাতে মনোযোগী হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এর এক দশকের মাথায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ঠিকই বড় আকারের আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল। সেই সংকট থেকে জাপানও বাদ পড়েনি। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি এখনো সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। অবশ্যি, আইএমএফ বলছে– একমাত্র যুক্তরাজ্য ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ধীরে হলেও বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতি এখনো তলানিতেই রয়ে গেছে। তার মানে উন্নত বিশ্বের অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোগত দুর্বলতা এখনো রয়েই গেছে।

এশীয় আর্থিক সংকটের সেই সময়ে আঞ্চলিক এই অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোগত দুর্বলতা প্রকটভাবেই দেখা দিয়েছিল। পাশাপাশি এ সংকটে আক্রান্ত দেশগুলোর (থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি) আর্থিক নীতিতে বড় ধরনের অসামঞ্জস্য ধরা পড়েছিল। বিশেষ করে, বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে ঢালাওভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্মুক্ত করে দেবার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাতে দুর্বলতা ছিল। একই সঙ্গে বিদেশি মুদ্রার হিসাব খুলে দেবার সিদ্ধান্তও ছিল অসময়োপযোগী। পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল আশাতীতভাবে ঊর্ধ্বমুখী। বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ছিল অনন্য উচ্চতায়। ডলারের সঙ্গে প্রায় সব মুদ্রার গাঁটছড়া ছিল মজবুত। দেশগুলো গৃহায়ন খাতসহ বিভিন্ন খাতে বিদেশি মুদ্রায় মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণে ছিল উদার। তাই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা ঋণ আকারে আসছিল ঐ সব দেশে। সম্পত্তির মূল্য হু হু করে বাড়ছিল। স্টক মার্কেটেও ব্যাপক হারে বিদেশি বিনিয়োগ আসছিল। তাই স্টক মার্কেট হয়ে উঠেছিল দারুণ উত্তপ্ত। পুরো আর্থিক খাত ছিল অতিরিক্ত চাঙ্গা। দল বেঁধে বিদেশি মুদ্রায়

> আর্থিক উদারীকরণের বিষয়টি খুব ভেবেচিন্তে, ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা উচিত। দেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যথেষ্ট শক্তিশালী না করে এবং তার তদারকি সক্ষমতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত না করে হুট করে বিদেশি মুদ্রার হিসাব উন্মুক্ত করে দেওয়া সঠিক হবে না।

বিনিয়োগকারীরা ঢুকছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কিন্তু সহসাই এই অঞ্চলের অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা ধরা পড়ল। বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারলেন আর্থিক এই ফানুস বেশি দিন আর উড়বে না। তাই দল বেঁধেই তারা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে বিনিয়োগ তুলে নিয়ে ফের উন্নত দেশের বাজারে নিয়ে গেছেন। এ সময়টায় মালয়েশিয়া বিদেশি মুদ্রার লেনদেনে শক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুললেও পরবর্তী সময়ে যুগোপযোগী আর্থিক উপরিকাঠামো গড়ে তোলে। ডলারের সঙ্গে সংযুক্ত এশীয় মুদ্রাসমূহের বিনিময় হারে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। এই অস্থিরতার কারণে এশীয় অর্থনীতির মূল্য প্রতিযোগিতার সক্ষমতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। যার ফলে সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্য ক্ষতির মুখে পড়ে (উদাহরণ থাইল্যান্ড)। সাধারণত বিদেশি মুদ্রার আগমন স্বল্প মেয়াদি (বড়জোর এক বছর) হয়ে থাকে। এ স্বল্প মেয়াদি বিদেশি ঋণ সহজলভ্য হওয়ায় থাইল্যান্ডসহ অনেক দেশই তা গৃহনির্মাণসহ নানা খাতে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগ করে। কিন্তু এ অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, সুশাসনের অভাব, আর্থিকখাতে অস্বচ্ছতা, ঋণ ব্যবহারে অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে এসব ঋণ অনুপযুক্ত খাতে 'যাচ্ছেতাই' ভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, কমসুদে সহজে মেলায় বিনিয়োগকৃত সম্পদের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। এসব খাত অতিমূল্যায়িত হয়ে যখন আর্থিক সংকট বা 'বুদবুদ' সৃষ্টি করে তখন স্বাভাবিক নিয়মে এসবের সংশোধন হতে শুরু করে। আর তখনই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ তুলে নেবার উদ্যোগ নেয়। সে সময়ে এশীয় আর্থিক খাত এ অর্থ পরিশোধ করে উঠতে হিমশিম খেতে থাকে। এই 'টেনর মিস্ম্যাচে'-এর কারণেই মূলত আর্থিক খাতের ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে আসে। আর তখনই উদ্যোক্তাদের অতিমূল্যের বিনিয়োগ সংকটে পড়ে। এই আর্থিক সংকটের পর পরই বিপর্যস্ত দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালায় বড় ধরনের সংস্কারের শক্ত পাটাতন নির্মাণ করে। আঞ্চলিক ও বিশ্ব আর্থিক সংস্থাসমূহ (এইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি) তাদের এই সংস্কারে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছিল। ফলে এসব দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে টেকসই রূপান্তর সম্ভব হয়। যার ফলে কুড়ি বছর পরে আমরা দেখতে পাই যে, এশিয়া তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরো শক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনে এই মহাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখন মনে করা হয় যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু হতে যাচ্ছে এশিয়া। এই দু'দশকের সংস্কার ও লক্ষ্যভেদী নীতি কৌশলের কারণে এশীয় আর্থিক সংকটে বিপন্ন দেশগুলো বিদেশের অর্থের ওপর নির্ভরশীলতা ভালোভাবেই কমিয়ে ফেলেছে এবং আগামী দিনের আর্থিক স্থিতিশীলতা বেশ মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ম্যাক্রো অর্থনীতির মৌল উপাদানগুলো এখন অনেকটাই শক্তিশালী। তাদের মুদ্রার বিনিময় হার নমনীয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পর্যাপ্ত এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার কাঠামো বেশ জোরদার হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এই দুই দশকের ব্যবধানে এ অঞ্চলের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এবং আর্থিক রেগুলেশনের কাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০০৭/৮ সালের বিশ্ব আর্থিক সংকটের ধাক্কা এশিয়ার দেশগুলোর আর্থিক খাতেও বেশ খানিকটা লেগেছে। বিশেষ করে উন্নত দেশের উদ্বৃত্ত তারল্যের একটি অংশ এশিয়া অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। এখন আবার যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোর সুদের হার যখন বাড়ানোর তোড়জোড় চলছে তখন এশীয় দেশগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগের একটি অংশ উন্নত বিশ্বের দিকে ধাবমান হতে দেখা যাচ্ছে। এর ফলে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মুদ্রার বিনিময় হার অস্থির হয়ে উঠছে। এর নেতিবাচক প্রভাব এশীয় বাজারে পড়ছে।

এশীয় আর্থিক সংকট মোকাবিলার অভিজ্ঞতা থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় ধরা পড়ে:

এক. আর্থিক উদারীকরণের বিষয়টি খুব ভেবেচিন্তে, ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা উচিত। দেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যথেষ্ট শক্তিশালী না করে এবং তার তদারকি সক্ষমতা কার্যকরভাবে নিশ্চিত না করে হুট করে বিদেশি মুদ্রার হিসাব উন্মুক্ত করে দেওয়া সঠিক হবে না। যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া প্রচুর পরিমাণে বিদেশি মুদ্রায় ঋণের সুযোগ করে দিলে তা অনুৎপাদনশীল খাতে যাবেই এবং তখন সম্পদের অতিমূল্যায়ন হতে বাধ্য।

দুই. ম্যাক্রো অর্থনীতির মৌল কাঠামোকে বরাবরই শক্তিশালী রাখতে হবে। আর্থিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই রাজস্ব আহরণ, নমনীয় বিনিময় হার এবং বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলার মতো বিচক্ষণ আর্থিক নীতিকৌশল অনুসরণ করা খুবই জরুরি।

তিন. আর্থিক দক্ষতা ও সহনীয়তা আরো উন্নত করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কার এনে মৌলিক কাঠামোর দুর্বলতাসমূহ দূর করতে হবে। ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্সশিট পুনর্গঠন, বিচক্ষণ নিয়মনীতি ও তত্ত্বাবধান, প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো এমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে করে এ সব উদ্যোগ আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, মৌলনীতি ও স্ট্যান্ডার্ডগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

এশিয়ার আর্থিক খাত ও ম্যাক্রো অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট উন্নতি সত্ত্বেও বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের বেশ কিছু উপকরণ (যেমন অতিরিক্ত তারল্য, বিশ্ব আর্থিক খাতের সঙ্গে আন্তঃসংযোগ) থেকে নানা চ্যালেঞ্জ তৈরির আশঙ্কা একেবারে দূর করা সম্ভব হয়নি। এখনো এশিয়ার আর্থিক খাত মার্কিন ডলারনির্ভর বিদেশি ঋণের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। বিশেষ করে শেয়ার বাজারে ডলারনির্ভর ঋণের ব্যাপক উপস্থিতি অস্বীকার করার উপায় নেই। বাড়ন্ত এই বিদেশি মুদ্রার ঋণ ও বিনিয়োগ যেকোনো সময় অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে। মার্কিন ফেড যদি একটু 'টাইট' মুদ্রানীতি গ্রহণ করে তাহলেই এশিয়ার বৈদেশিক বিনিয়োগে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। তাই এ ঝুঁকি বিষয়ে সর্বদাই সচেতন থাকতে হবে। যদি কোনো কারণে ডলার বের হয়ে যেতে শুরু করে তাহলে এশীয় মুদ্রার দাম পড়ে যাবে। এতে হয়ত রপ্তানিকারকদের প্রণোদনা বাড়বে। কিন্তু আমদানি খরচ বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দেবে। জনজীবনে দ্রব্যমূল্যের চাপ বাড়বে। তাই নীতিনির্ধারকদের এ বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে।

লেখক : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

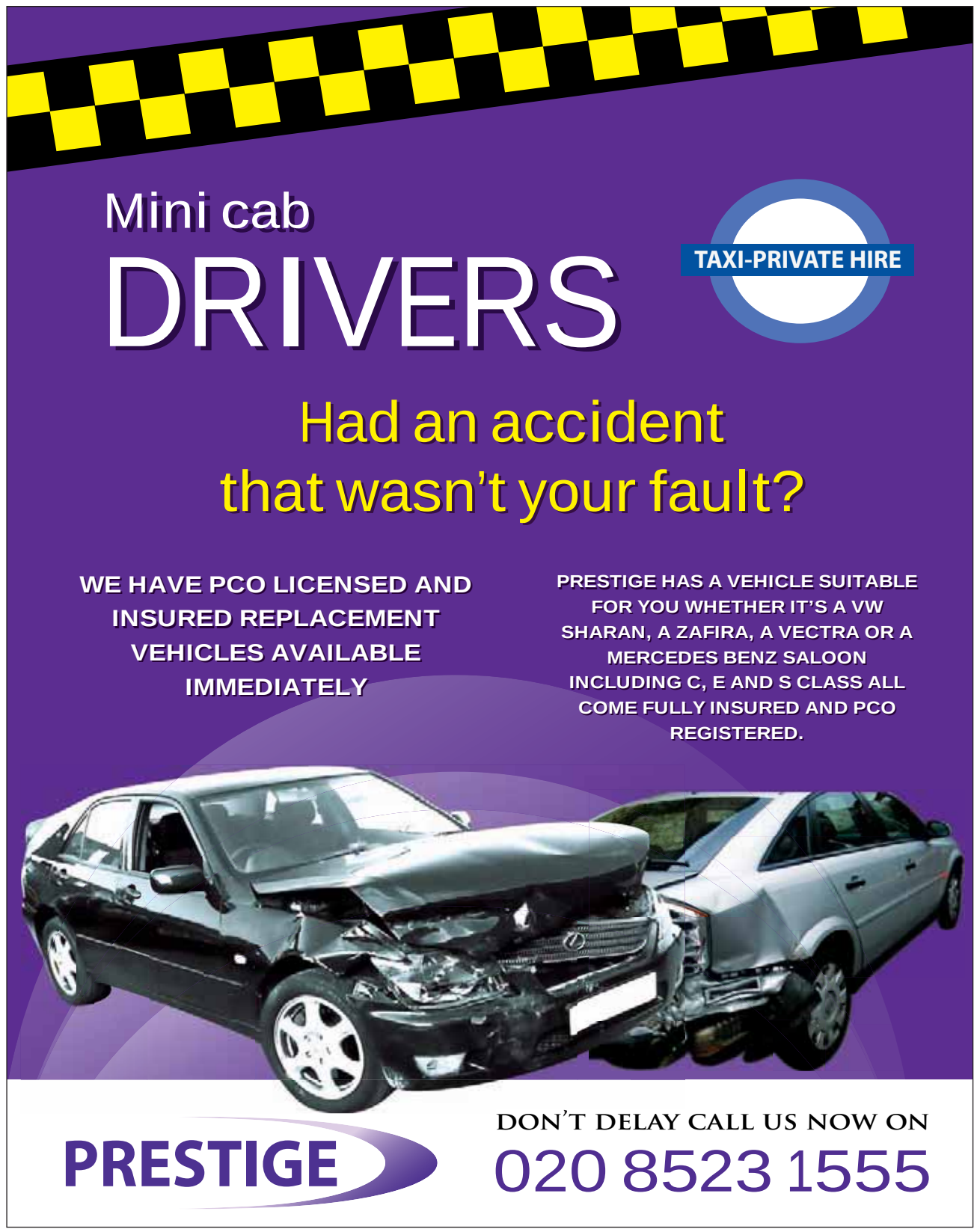

Weekly Desh

● Britain's largest circulation Bengali newspaper

● Out every Friday ● Free ● 50p where sold

Page 34

NHS waits for cancer care, A&E and ops worsen across UK

Page 37

Universal Credit helpline charges scrapped

What's happening in Myanmar is genocide

On the night of August 25, an attack on Myanmar security forces by a handful of Rohingya militants in Northern Rakhine State prompted a brutal government counteroffensive that has, in turn, led to the greatest refugee crisis of the 21st century. Since then, more than 500,000 Rohingya have fled to neighbouring Bangladesh, with some estimating that as many as 15,000 continue to make the dangerous journey each day. In fact, in terms of rate of escalation, this is the greatest mass exodus - and has the makings to become the most significant humanitarian catastrophe - since the 1994 Rwandan genocide, when over 800,000 Hutus and moderate Tutsis were slaughtered over a mere 100-day period.

To much of the international community, Myanmar's Rohingya crisis appears sudden, with few to no warning signs; indeed, it is only in recent weeks that the word "Rohingya" has begun to crop up in international headlines and to seep into the world's collective consciousness and conscience. Yet as a human rights lawyer who has long followed the Rohingya situation - and was present in Northern Rakhine the morning the violence erupted - I can say there is no question that the crisis unfolding now has been in the making for years, if not decades. Perhaps more importantly, by international legal and historical standards, the crisis bears all the characteristics of a genocide in bloom.

In fact, for those who have followed the situation closely, the use of the word "genocide" should come as no surprise. For generations, the Rohingya have faced an ever-growing list of discriminatory policies and state-sanctioned rights violations designed to cull the unwanted minority's numbers and force them from their ancestral lands: key markers of genocide.

The oldest among them have seen their citizenship revoked and their children born stateless; they suffer tight restrictions on movement and access to education and healthcare; and the number of children a couple may bear has been legally limited to two.

The Rohingya also regularly endure extortions for minor "offenses"; they have been barred from gathering in groups of more than five and require permission to hold routine events (like marriages); and have even faced limitations on the materials used to build or repair homes and other buildings (brick and concrete being considered too "permanent" for the unwanted minority). Direct reports from at least one prison also indicate that some prisoners from other parts of the country had been released early on condition that they resettle in Northern Rakhine in order to maximise the Buddhist population and limit Rohingya landholdings.

The Rohingya have also endured periodic crackdowns designed to drive them from their land, dating at least as far back as Operation King Dragon in 1978, with more recent pogroms in 1991 and 2012. Since 2012, smaller spates of violence have erupted, each time accompanied by reports of government and mob-led village raids and burnings, rapes and murders (sometimes two-sided), and ever-increasing restrictions on Rohingya movement and activity.

Yet the present crisis undoubtedly represents the most extreme and disproportionate onslaught of violence, with widely corroborated horror tales from Rohingya refugees of savagely violent gang rapes, merciless tortures and beheadings, and even babies tossed into fires.

If not adequately frightening on their own, these facts must be placed in a disconcertingly modern context: for there has never been a more powerful tool for the rapid dissemination of hate speech and racist-nationalist vitriol than Facebook and other social media. From a Western perspective, the dangers are easy to spot; one need only look to social media's role in recent elections and political debates to witness the rate at which false information can spread, and the surprising number of individuals who can fall prey to hateful and dangerous rhetoric, a phenomenon presently blazing across Myanmar society.

Yet perhaps most disturbingly, historically, one can hardly fail to see the parallels between the current use of social media in Myanmar and that of radio in Rwanda to incite mob violence. The key exception is that social media is by all accounts an even faster, more graphic, immersive, "democratic", and ultimately, dangerous tool for the dissemination of hate speech: perhaps the most significant precursor to genocide.

Still, despite these new realities, the conflict we see now may once have been preventable, if not for the dancing around international law and realpolitiking at which the world's governments have played ever since the term "genocide" first entered the international legal lexicon in the aftermath of the Holocaust.

In the wake of World War II, the international community of states came together in an unprecedented manner, forming the United Nations, and - as one of its first orders of business - passing the Genocide Convention in 1948, which forbade a series of acts committed with the "intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial, or religious group".

The Convention placed heavy weight on the use of the term "genocide" by governments - essentially requiring that, once a party to the Convention recognised that a genocide was occurring in another state, it bore a responsibility to act to stop the atrocities. Unfortunately, the planet's collective memory and joint resolve proved short-lived, as international governments - and particularly the United States - have spent decades performing mind-bending linguistic backflips to avoid public use of the term.

Instead, we see politicians using turns of phrase such as "genocidal acts may have been committed" to circumvent outright use of the word itself - and in turn, to avoid violating what is perhaps international law's most sacred treaty.

It thus comes as little surprise that the Rohingya crisis has until recently garnered little international attention. In fact, to date, only one world leader - France's newly-minted President Macron - has dared utter the word, vowing on September 20 to work with the Security Council to condemn "this genocide which is unfolding, this ethnic cleansing."

Unfortunately, the very structure of the UN makes coordinated intervention (like deployment of a peacekeeping mission) highly unlikely, as this would surely be met by a Security Council veto by China. Indeed, such intra-UN constraints help to explain why - though many in the Office of the Special Adviser on the Prevention of Genocide have long been aware of the Rohingya crisis - the Special Adviser has spoken rarely and hesitantly on the situation.

This is despite the fact that the Myanmar government has engaged in at least four of the five genocidal acts outlined in the Genocide Convention, including "killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and imposing measures intended to prevent births within the group."

But if not genocide, what might we call the horrific situation unfolding in Northern Rakhine? No doubt the "Rohingya issue" is viewed much differently throughout Myanmar, where most believe the Rohingya to be illegal Bengali migrants of questionable (or at least exceedingly "different") moral character; reproducing at a high and disproportionate rate (factually disproven); and hell-bent on Islamicising the predominantly Buddhist nation. Indeed, I have met many educated Myanmar citizens - from aid workers to fellow human rights lawyers - who carry these views, and who are quick to except the Rohingya from rights that they would otherwise view as inherent to all human beings. It is this pervasive dehumanisation of the Rohingya - backed by military and religious forces that rely on the existence of a despised "other" to maintain some semblance of power amidst Myanmar's precarious democratisation - that have allowed for the Rohingya's continuing persecution.

Admittedly, the atrocities we witness today in Northern Rakhine are not entirely one-sided. Surely, many Rakhine Buddhists also suffer the effects of conflict, and international media should also report on this suffering. Yet having visited many Rohingya and Rakhine villages, and remaining in touch with many Rohingya and Rakhine contacts, I also could not in good conscience equate the two groups' experiences or poverty levels, as many in Myanmar print and social media circles routinely demand of international observers.

Rakhine Buddhists are surely poorer than most ethnic groups in Myanmar (excepting, perhaps, only the Rohingya), and many do currently suffer alongside the Rohingya in terms of physical and food security. However, it would be false to suggest that as many Rakhine Buddhist villages have been looted and razed, or as many Rakhine Buddhist individuals raped, tortured, slaughtered, or otherwise victimised, as have the Rohingya. And while I know of some Rakhine Buddhists who have also become internally displaced - no doubt under deeply abhorrent circumstances - the fact is they possess the freedom of movement to do so and a greater chance of attaining aid and even alternative livelihoods elsewhere in Myanmar.

All that said, if Myanmar continues to refuse access to Northern Rakhine by neutral observers, then there will be no way for the international media to provide the balanced reporting frequently demanded by Myanmar's citizenry. Instead, as it stands, we outside observers must rely either on our own direct experience to date - as I have here - or on reports flooding across the border from, one must imagine, the most vulnerable Rohingya. In the meantime, it appears that the international community of states, favouring inaction, has tiptoed around such deeply disturbing refugee accounts for far too long. And from the perspective of an international lawyer, based on the information that is presently available to outsiders, there can only be one word for the Rohingya experience in Myanmar: and that word is genocide.

News

Hate crimes rise around Brexit vote, recent attacks

The number of hate crimes against Britons of ethnic or religious minorities soared around the time the UK voted to quit the European Union and in the aftermath of recent attacks, according to a government report.

The Home Office said on Tuesday the 29 percent rise in a year marked the biggest annual jump in hate crimes since figures were first recorded in 2011. Between 2015 and 2016, there were 62,518 reported offences. The following year, that number rose to 80,393.

There was "a genuine rise in hate crime around the time of the EU referendum", the report said, referring to the Brexit referendum.

Religious or racially aggravated offences rose in the months leading up to the vote, from about 3,500 recorded incidents in April 2016 to more than 5,000 in June of the same year, when the decision to leave the EU was announced. In June 2017, reported hate crimes peaked at 6,000.

The Home Office said figures rose in the wake of the Westminster Bridge, Manchester Arena and London Bridge attacks, which took place in March, May, and June of this year respectively, together claiming more than 30 lives.

Hate crimes and Islamophobia tend to rise after violence where suspects are said to be Muslim, with followers of the Islamic faith suffering collective punishment.

Muslim women suffer disproportionately, said Ragad Altikriti, a senior member of the Muslim Association of Britain.

"Statistics have proven that hate crimes against Muslims increase significantly around terrorist attacks," she told Al Jazeera.

"[And] Brexit was considered to many as a signal that refugees are not welcomed … [so] there was an increase in hate crimes including the Muslim community, especially women who are visibly Muslims. The headscarf was conflated with being foreign and not welcomed."

Zainab Mir, 21, became a victim earlier this year.

"I was travelling on the Tube when a lady stood up and pointed at me. She shouted 'you're the reason this country is terrorised'," Mir told Al Jazeera. "It was a very busy train, but only the guy next to me asked If I was OK. Nobody else said anything."

Despite reporting the incident, police told Mir there was no CCTV footage, and they were unable to pursue the case. The experience has made her feel uneasy, she said.

"I didn't feel very safe afterwards; I always made sure I was with someone and didn't go anywhere I didn't need to. Even now I'm still more aware of people around me because I don't want it to happen again. I'm definitely more vigilant," she said.

Some 30 percent of religiously motivated offences in the last year involved violence against the victim, the Home Office said.

An attack on London's Finsbury Park Mosque on June 19, in which a van driver targeted Muslims, left one dead and 11 injured.

"There are criminals and attackers on every side," Altikriti told Al Jazeera. "Muslims were able to say 'we can be victims too', and it forced those in power to think about the country's Muslim population and consider how the rise in hate crime has affected them."

The UK is home to 2.8 million Muslims.

Samina Ansari, 37, has been attacked three separate times over the past 10 years.

From being attacked in her car at a red light by "two white men with a pitbull [dog] on a metal lead" almost nine years ago, to having "ISIS" shouted at her and her nine-year-old son on a street in Glasgow last week, Ansari said she suffers from long-term effects.

"You end up reliving each one of the incidents and that experience. I have felt quite violated, and at points, it took a toll on my mental well-being," she told Al Jazeera.

Political events such as the EU referendum and the election of US President Donald Trump, who is seen as an Islamophobe, have had an effect, Ansari said.

"Hate crime has always been there, but it's almost like the state of our politics, following the Brexit vote and election of Trump, have given people a license to become more vicious in their attacks," she said. "Muslim women seem to be the primary target."

NHS waits for cancer care, A&E and ops worsen across UK

The performance of hospitals across the UK has slumped with targets for cancer, A&E and planned operations now being missed en masse, BBC research shows.

Nationally England, Wales and Northern Ireland have not hit one of their three key targets for 18 months.

Only Scotland has had any success in the past 12 months - hitting its A&E target three times.

Ministers accepted growing demand had left the NHS struggling to keep up as doctors warned patients were suffering.

The findings are being revealed as the BBC launches its online NHS Tracker project, which allows people

to see how their local service is performing on three key waiting time targets:

. Four-hour A&E waits

. 62-day cancer care

. Planned operations and treatment

The BBC has looked at performance nationally as well as locally across the 135 hospital trusts in England and 26 health boards in the rest of the UK.

Locally there is just one service in the whole of the UK - run by Luton and Dunstable NHS Trust - which has managed to hit all three targets each time over the past 12 months.

Hospital staff the BBC has talked to have described how shortages of doctors and nurses, a lack of money and inadequate room in A&E departments in particular was making it difficult, sometimes impossible, to see patients quickly enough.

While overall the vast majority of people are still being seen in time, the BBC investigation shows how declining performance is affecting patients.

For example, the chances of not being seen in four hours in A&E has actually more than doubled in the past four years, with one in nine patients now waiting longer than that.

The BBC research has found:

Wales has consistently failed to hit its targets. In 2012-13 it did not hit any of its monthly key hospital targets and in 2016-17 it was the same. The last time a target was achieved nationally was 2010.

England has seen the biggest deterioration. In 2012-13 it hit its key hospital targets 86% of the time, but in the last year it has missed every monthly target.

Scotland is the only part of the UK to hit its targets during the last 12 months, but has only managed to hit do that three times over the summer in A&E when pressures tend to be at their lowest.

Northern Ireland is failing to hit its targets despite making it easier to hit the goal for planned operations and care. Since March 2015 it has gradually reduced the target from 80% to 55% but has still not hit it.

The north-east is the top performing region in England. Services have hit their key hospital targets 71% of the time in the past year.

Twelve out of 135 English hospital trusts, four out of five Northern Irish health trusts and five out of seven Welsh trusts have failed to hit any target in the past 12 months.

Prof Srinivasan Madhusudan, head of cancer at Nottingham University Hospitals NHS Trust, which has not hit the cancer target since April 2014, suggested there was simply not enough staff to cope.

"When I get to work I want to treat my patients as soon as I can. So do my colleagues."

But he added there was a limit to what could be done, pointing out there are 5,000 new cases a year at his hospital trust.

"There are only so many patients that you can treat.

"We have a team of 22 fantastic oncologists who are working very hard to do the best they can under what is quite a stressful situation."

Meanwhile, Ali Refson, an A&E consultant at London's Northwick Park hospital, said demand was "incredibly high" which meant it was very hard to hit the four-hour target.

"We sometimes feel we can't give the best care. We are working the hardest we can, but we are only human."

What does this mean for patients?

Ministers across the UK have been quick to point out that most people are still being seen in time.

But the numbers waiting longer for care have been rising.

In A&E patients are now twice as likely to wait more than four hours than they were four years ago - 11% compared to 5%.

The proportion of people waiting over 62 days for cancer treatment has risen by a third in the past four years. Nearly one in five patients now wait longer.

The chances of delays before you have a planned operation or treatment, such as a hip replacement, has increased by nearly three-quarters in four years. Currently 12% of patients wait longer than they should.

It means there are now over 500,000 people on hospital waiting lists in England, Wales and Northern Ireland that have waited too long. That compares to nearly 230,000 four years ago.

British Medical Association chair Dr Chaand Nagpaul said the situation highlighted by the BBC was "unacceptable".

He said while for some patients the delays were simply an "inconvenience", for many more they would have a "real impact on their treatment and outcome".

Time for 'honest debate'

Scottish Health Secretary Shona Robison said record levels of investment were being put into the health service in Scotland.

She said efforts were being made to "shift the balance of care away from hospitals" and into the community that should make it easier to hit the targets.

And she added a ministerial working group had been established to improve cancer care.

A spokesman for the Department of Health in England said more money was being spent on services, and said despite the longer waiting times the majority of hospitals were still providing good or outstanding care, according to inspectors.

And he pointed out that because of the ageing population "health systems worldwide face similar pressures".

A Welsh government spokesman acknowledged some people were waiting "too long", but pointed to the rising demand being faced.

The number of A&E visits made each year across the UK has risen by a fifth in four years to top 30 million, while the number of cancer cases has risen by more than a quarter to top 170,000.

Nonetheless, Labour's shadow health secretary in England, John Ashworth, called the decline in performance "staggering".

Saffron Cordery, of NHS Providers, which represents hospital bosses, said it was time to consider whether these targets were still achievable unless more money was provided.

"It's time for an honest debate about what we can realistically expect the health service to deliver in such difficult circumstances."

The services where targets have been missed for whole year

England:

Basildon and Thurrock NHS Trust

Colchester Hospital University NHS Trust

Guy's and St Thomas' NHS Trust

University Hospitals of North Midlands NHS Trust

The Royal Wolverhampton Hospitals NHS Trust

Leeds Teaching Hospitals NHS Trust

Gloucestershire Hospitals NHS Trust

East Kent Hospitals University NHS Trust

Hull & East Yorkshire Hospitals NHS Trust

United Lincolnshire Hospitals NHS Trust

Maidstone & Tunbridge Wells NHS Trust

Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust

Based on performance against the monthly or quarterly targets for A&E, 62-day cancer care and planned operations for the most recent 12 months for which there is data. The way the targets work is different across the UK so the BBC has simply looked at whether the key targets are being me in each nation.

News

Universal Credit helpline charges scrapped

People will no longer be charged for calling the government's Universal Credit helpline after criticism from MPs and campaigners.

Welfare Secretary David Gauke said the helpline, charged at local call rates which could be up to

55p a minute, would be free by the end of the year.

Mr Gauke is being grilled by the work and pensions committee about the roll-out of Universal Credit.

The government is facing calls to make changes to the way it is working.

Labour wants it "paused" and there has been criticism about how long claimants wait to get the cash.

What is Universal Credit - and what's the problem?

The government has said anyone in financial distress can apply for advance payments.

BBC Newsnight's political editor Nick Watt said he understood ministers were also giving "serious thought" to cutting the initial waiting period for payments from six to four weeks around the time of next month's Budget.

Universal credit is a new single benefit for working-age people, replacing income support, income-based jobseeker's allowance, income-related employment and support allowance, housing benefit, child tax credit and working tax credit.

It has been introduced in stages to different groups of claimants over the past four years, with about 590,000 people now receiving it through about 100 job centres.

Earlier this month ministers approved a major extension of the programme to a further 45 job centres across the country, with another 50 to be added each month, despite concerns about its implementation and claims that it was causing real hardship for thousands of families.

Almost a quarter of all claimants have had to wait more than six weeks to receive their first payment in full because of errors and problems evidencing claims.

This has led to reports of growing numbers of people falling into rent arrears.

How does it work?

The idea of universal credit is that no-one faces a situation where they would be better off claiming benefits than working.

There is no limit to the number of hours you can work per week if you get universal credit, but your payment reduces gradually as you earn more.

Under the old system many faced a "cliff edge", where people on a low income would lose all their benefits at once as soon as they started working more than 16 hours. In the new system, benefit payments are reduced at a consistent rate as income and earnings increase.

A six-week wait is built into the system.

Because universal credit is based on how much money you have each month, it is paid in arrears - people claiming the benefit receive money for the last month worked, not for the month ahead.

That means everyone has to wait at least four weeks, and the rest of the time is because of the way the scheme is administered.

Last month it was reported that up to a dozen Conservative MPs wanted the rollout to be put on hold while, ahead of Wednesday's debate, it is understood Prime Minister Theresa May met a group of MPs in Downing Street to discuss the way ahead.

Although the debate is largely symbolic - any vote that is held will not be binding on the government - it has been tabled by Labour to increase pressure on the government.

The Department for Work and Pensions says its latest data, from last month, indicates 81% of new claimants were paid in full and on time at the end of their first assessment while 89% received some payment.

Verification process

Cases of non-payment, it said, were due to claimants either not signing paperwork, not passing identity checks or facing "verification issues" such as providing details of their earnings, housing costs and childcare costs.

But Mr Field, an ex-welfare minister who chairs the Work and Pensions Committee, said he was urging ministers not to proceed any further and warning them if they did it would "explode politically".

Large numbers of people in his Birkenhead constituency, he told the BBC, would "not have any money over Christmas" due to the six-week time lag.

"The government cannot honestly stand up and say this is working," he told the BBC.

"We know from our constituents the consequences of that - a huge amount of destitution, horror at people who are reduced below what we would regard in this country as a minimum."

The Department of Work and Pensions said the system was working and the majority of recipients were telling them they were comfortable about managing their finances.

"No-one who needs support should have to wait five or six weeks for their first payment. That's why we have updated our guidance to make sure anyone who needs an advance payment can get one within five working days, and on the same day if in urgent need."

Trump's latest travel ban blocked by federal judge

US President Donald Trump's latest bid to impose travel restrictions on citizens from eight countries entering the US has suffered a court defeat.

A federal judge slapped a temporary restraining order on the open-ended ban before it could take effect this week.

The policy targets Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Chad and North Korea, as well as some Venezuelan officials.

Previous iterations of the ban targeted six Muslim-majority countries, and were widely referred to as a "Muslim ban".

The state of Hawaii sued in Honolulu to block Mr Trump's third version, which was set to go into effect early on Wednesday.

Hawaii argued in court documents that the revised policy was fulfilling Mr Trump's campaign promise for "a total and complete shutdown of Muslims entering the United States", despite the addition of North Korea and Venezuela.

It also argued the president did not have the powers under federal immigration law to impose such restrictions.

US District Judge Derrick Watson, who blocked Mr Trump's last travel ban in March, issued the new restraining order.

The president's controversial travel bans have each been frustrated by the courts to some degree.

. In January, the president signed an order banning people from seven Muslim-majority countries and suspending all refugee entry. The so-called "Muslim ban" prompted protests and legal challenges across dozens of states.

. A revised version exempted green card holders and dual citizens. By June, the Supreme Court allowed most of it to go into effect - but granted a wide exemption for those with a "bona fide connection" to the US.

. That was replaced by Mr Trump's latest order, announced in late September, which changed the criteria and added non-Muslim-majority nations North Korea and Venezuela.

In Hawaii, Judge Watson decided that the new policy "suffers from precisely the same maladies as its predecessor".

He said "it lacks sufficient findings that the entry of more than 150 million nationals from six [of the] specified countries would be 'detrimental to the interests of the United States'".

His decision temporarily blocks the ban on all targeted countries except North Korea and Venezuela.

The ban is also facing court challenges from Maryland, Washington state, Massachusetts, California, Oregon and New York.

White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders said in a statement the latest order was "dangerously flawed" and "undercuts" efforts to keep Americans safe.

"These restrictions are vital to ensuring that foreign nations comply with the minimum security standards required for the integrity of our immigration system and the security of our nation," she said.

She said the White House was confident the president's "lawful and necessary action" would eventually be upheld by the courts.

As it stands, the Supreme Court has delayed its consideration of the case from October, asking all parties to resubmit briefs to the court accounting for the changes made between the second and third versions of the order.

Charity worker 'murdered for his iPhone' by moped riders in west London

A murder investigation has been launched after a charity worker was stabbed to death by muggers who are believed to have targeted him for his iPhone 7.

Abdul Samad, 28, was knifed in the heart in the street near his home in Little Venice, west London, by assailants on mopeds.

The victim's family said he managed to reach the doorstep of his home before collapsing.

His parents, Layla Begum and Fazal Miah, called for help but Mr Samad died in hospital an hour later.

Two males, aged 17 and 18, were arrested on suspicion of murder and are being held in custody.

The attack took place at 11.45pm on Monday, several hours after a 20-year-old man was stabbed to death outside Parsons Green tube station by an attacker riding a moped.

Mr Samad, a economics graduate, is understood to have been attacked after leaving a friend's house where he was playing computer games.

He worked for the Dragon Hall Trust, which helps young people improve their computer skills and participate in social, educational and recreational activities.

The victim's brother, Abdul Ahad, paid tribute to Mr Samad, saying he had "never done anything wrong" and had "never been in trouble with the police".

Speaking to the Evening Standard, he said: "He was geeky and loved his computers and that's why he was helping the young people. I could understand if it was some kind of postcode war but he's not that type of person, his friends are all geeks.

"He loved helping children. That's the sort of person he was. This is a young life gone and such a lovely life. He was full of energy and loved the kids he worked with.

"You're not going to find a nicer person. It was over a phone, it's just so senseless.

Feature

Hate crime has become the new normal. This is how we tackle it

Shaista Aziz

eported hate crime has increased by 29% in the past year, new data released by the Home Office shows. Police forces across England and Wales recorded almost 80,400 hate crimes in 2016-2017. This is the largest recorded rise in the six years since records began.

The sobering truth is that many people do not report hate crime to the police for a number of reasons – so the figures could well be even higher. According to today's findings, the unprecedented surge correlates with the Brexit vote and an increase in terrorist attacks in the UK.

The poisonous, racially charged anti-immigrant rhetoric from sections of the leave campaign emboldened people to spew racist views in ways we have not seen in decades.

Anyone deemed "other" – from eastern Europeans, black people and minorities to Muslims, refugees, LGBTI and disabled people – has been subjected to unprecedented levels of open bigotry in the past year.

It goes without saying that not everyone who voted Brexit is a bigot or a racist, and people have the right to vote how they wish in a democracy. For many Brexiters, however, as soon as the phrase "hate crime" is mentioned, and a correlation is made between spikes in open racism and the EU referendum, the defensiveness kicks in – as does the denial that post-Brexit hate crime has become the new normal for many people.

As hate crimes are intrinsically linked to someone's identity – race, nationality or faith are the main factors – when these identities intersect it makes certain groups even more vulnerable to attacks, such as visibly Muslim women.

As an anti-racism and anti-hate crime campaigner, and the founder of the anti-racism digital platform The Everyday Bigotry Project, I've spent the past year working with Muslim women to counter gendered Islamophobic hate crime in my home city of Oxford. This work has included launching a campaign to encourage more people to report hate crime in the city.

I've also spent the past year travelling the country to meet grassroots anti-racism

campaigners doing tireless work with dwindling resources who are discovering increasing levels of hate crime. I've also been invited into schools to generate discussions around racism and bigotry.

It has been an eye-opening experience to discover how isolated many victims of hate crime feel – and how for some people, the fear of it impacts on how they live day to day.

One young Muslim woman in London who wears the hijab hadn't told her family about the racial, Islamophobic abuse she had been subjected to on public transport because she was worried that they might tell her to give up her university education.

A group of young women I interviewed in London had stopped going out in the evening because they were scared they might be attacked with acid by racists after a spike in this category of crime. Vulnerable women are being pushed back into their homes because of fears they will subjected to abuse and attack. How can this be happening in 2017?

My work across the country and in Oxford has left me in no doubt that racism, Islamophobia and misogyny intersect in dehumanising and violent ways.

In order to tackle hate crime the first thing we must do is listen to victims of racialised hate – and then understand their need to be believed. The police need to work much harder at reaching vulnerable groups of people and talking with individuals directly – this only happens through outreach work.

I organised a meeting a few months ago in Oxford so that Thames Valley police officers could meet Muslim women who had not reported the hate crime they had been subjected to. It was a safe space for women to talk about their experiences. Reasons for not reporting hate crime varied from not having witnesses present to doubting they would be believed, and not trusting the police. Hate crime has to be tackled on a political level and through the criminal justice system, but it also has to be tackled by society at large. Racism continues to be normalised every day – we cannot let the same thing happen with hate crime.

Shaista Aziz is a journalist, writer, standup comedian and former aid worker

Divorce numbers for opposite-sex couples highest since 2009

The number of divorces last year in England and Wales was the highest since 2009, official figures show.

There were 106,959 divorces of opposite-sex couples in 2016 - an increase of 5.8% from 2015. It was the biggest year-on-year rise since 1985, when there was a jump of 10.9%.

Of 112 divorces of same-sex couples in 2016, 78% involved female couples.

Charity Relate said rising levels of household debt and stagnating wages could be putting a strain on marriages.

For those in opposite-sex marriages, the divorce rate was highest for women in their 30s and men aged between 45 and 49.

Overall, there were 8.9 divorces per 1,000 married men and women.

ONS spokeswoman Nicola Haines said: "Although the number of divorces of opposite-sex couples in England and Wales increased by 5.8% in 2016 compared with 2015, the number remains 30% lower than the most recent peak in 2003; divorce rates for men and women have seen similar changes."

2016 was only the second year that same-sex divorces have been possible.

The most common reason for divorce was "unreasonable behaviour", with 51% of women and 36% of men citing it in their divorce petitions. Unreasonable behaviour can include having a sexual relationship with someone else.

Overall, women initiated proceedings in 61% of opposite-sex divorces.

Commenting on the figures, Chris Sherwood, chief executive of the relationship support charity Relate, said: "It is unclear as to why there was a slight increase in divorces in 2016 and as to whether this rise will continue or not.

"We know that money worries are one of the top strains on relationships and it may be that rising levels of household debt and stagnating pay growth could be contributing factors."

However, he stressed that the overall trend over the past few years had been downward.

He added: "Divorce is not something that people tend to take lightly but our research suggests that many people could have saved their marriage and avoided divorce with the right support.

"That is why we would encourage anybody experiencing relationship issues to access support such as counselling at the earliest possible stage."

For the price of a few warships, we could end slavery once and for all

by Kevin Bales

How much will it cost to end slavery? About £26.7bn, the cost of five and a half aircraft carriers or the current market value of Snapchat. That works out to about £650 for every enslaved person.

In poor countries, where most slaves live, the cost of liberation and reintegration can be lower than this; in rich countries, it can be much higher. Unfortunately, in 2014 the world's governments were spending about £95m a year on anti-slavery. That is likely to be higher today, but still far below what is needed to achieve change. If we are serious about slavery we will need to bring three key tools to the job: money, people, and knowledge.

Money is the easiest to acquire, so long as governments keep the promises they made when they outlawed slavery. For example, the 500-plus murders that take place in the UK each year cost society about £1.8m each, roughly £1bn a year. Half that would go a long way to freeing the 10-13,000 people enslaved in the UK. If rich countries allocated resources to ending global slavery at the rate they fund the investigation and prosecution of homicide, the £26.7bn needed to end slavery would be exceeded. But who will do the work of liberation?

Since 2010, funding for anti-slavery work has risen slowly but steadily. This growth in resources marks a new chapter, as organisations and some

governments become increasingly professional in their approach. Gone is the emotional and sensationalist "anti-trafficking" approach of the late 1990s. Now, programmes like the government's £1.5bn Global Challenges Research Fund press for clarity, data transparency, efficiency, and solid monitoring and evaluation.

Yet, while monetary resources have increased, human resources have not. Worldwide, about 200 people are engaged in direct anti-slavery work. Thousands more will be needed, and training for these liberators must be sensitive and comprehensive. Getting people out of slavery isn't easy; criminal slaveholders make sure of that. The University of Nottingham's new MA in Slavery and Liberation is a good start, but would need to be multiplied to serve the size of the problem.

Those who work to end slavery need solid information, knowledge of slavery's outcomes, strengths and – especially – vulnerabilities. The unanswered questions pile up. How many slaves exist in the world, and where? Why does slavery exist and persist? What works to end it? And, what difference does freedom make to an individual, a community, a country, or an economy?

Today, we have the best measures yet of slavery's prevalence. The recent estimate of 40 million people worldwide, based on research by the International Labour Organisation, the International Organisation for Migration and the Walk Free Foundation, is more reliable than any previous figure, but still needs improvement. The figure includes, for the first time, more accurate and useful estimates of the stock and the flow of slaves within the global population. Put simply, that is like measuring the money in your current account: the flow is all the money in your account over the entire year, while the stock is the amount in your account on a particular day. People flow in to and out of slavery. Serious inquiries into migration or epidemics always begin with measuring stock and flow.

The new Rights Lab at Nottingham University has brought more than 120 researchers together from a range of disciplines to answer these questions. But it will be years before all the money, people and solid knowledge mesh into a mechanism of smart liberation.

Meanwhile, it is time to start thinking bigger than aircraft carriers and Snapchat. The enslaved today make up the smallest fraction of the global population in history. The profits of slavery – about $150bn a year – are the smallest proportion of the global economy ever. In many ways slavery stands on the edge of its own extinction; we just have to give it a good hard shove.

Kevin Bales is professor of contemporary slavery and research director of the Rights Lab at the University of Nottingham

News

After visiting Hitler's office in Munich, it's clear to me that there are still lessons to be learned

The lady came down the corridor with a big smile and gave us the key to Hitler's room. It was an old brass key – I'm sure he had flunkies to open the door for him – but it was the original all right, and when we pushed open that door, there it was, all wooden panelling, wooden floors and there was the marble mantelpiece I had seen so many times in those familiar newsreels.

For this wasn't just Hitler's party office – the Fuehrerhaus in Koenigsplatz. This was the room where they signed the Munich agreement in 1938, this was where we – in the shape of Chamberlain and Halifax – and the French (Daladier) and the Italians (Mussolini, of course, and Count Ciano) signed away the Czechs.

The films show Hitler sitting at his own desk in front of the marble fireplace, gobbling up the Sudetenland – he would consume all of Czechoslovakia the following year. My friend is elderly, a Sudeten German among the minority Germans living in Czechoslovakia, who was forced to flee his own home as a child at the end of the war. "And this is where the war started," he said. "Here they started the Second World War – and signed away my own home."

He still travels to his home town of what was Carlsbad – today Karlovy Vary – and he pays someone to look after the family graves. No one at the end of the war felt much sympathy for the Sudeten Germans. Hitler had used Sudeten Nazis to demand independence from the Czechs – that was the deal at Munich. And this is still the room forever associated with the word "Appeasement". It's actually a rather droll room, dark, heavy panelling, dull, tall windows, a 1930s monster building, the doors and windows far taller than a man or woman. It lacks imagination. I can think of a few other modern day fuehrers who might feel at home here.

It's part of a music school and theatre now – after the war, it was for some years an American cultural centre – and there is no mention of the man whose party headquarters this was. I asked a few Muncheners if they knew who used to work here. Yes, they knew. I slipped out to the balcony (where I was not supposed to walk). Yes, he stood here – but the eagle over the balcony in the photographs has long gone. So, mercifully, have the shrines to Nazi "martyrs" that stood beside this building – it was blown up after the war; the wild bushes that still grow on the site speak of guilt and war crimes and a titanic race war.

But the great marble staircase that led to Hitler's room is still intact, a power staircase, all fake classical steps in keeping with the portentousness of the building. Up here Hitler walked.

It's not curiosity I feel, but a sense of foreboding. We betrayed the Czechs and ensured that Czech Jews would go to the extermination camps. The fact that the Israeli consulate has been constructed right behind the old Nazi offices is somehow fitting. Even more so because at right angles to it is a modern museum where you can watch, over and over again, the original newsreels of the Munich agreement.

There is Chamberlain arriving at Munich airport, inspecting a Nazi guard of honour, and there's an odd moment at the end of this footage when he slightly lifts his hat in salute to the German soldiers around him. He was happy. He would declare peace in our time. And then I see him walking up the staircase I've just climbed myself and there is Daladier and Halifax and Mussolini. Giant flags – British and French – hung down the front of the Fuehrerhaus.

And there's another clip of film which shows Goering with a broad smile on his face, standing next to Hitler, rubbing his hands together in sheer delight that Chamberlain and Daladier would not call Hitler's bluff. Hitler would reportedly call them "worms" – after they'd left, of course.

It's all here in this modest museum, shockingly so. There are photographs of a Munich regiment participating in the execution of hostages. There is a terrible picture of five young women executed by a Munich firing squad in Slovenia after Yugoslavia had been occupied. They lie on the ground like puppets, as if tossed away. The firing squad has turned their backs on the bodies, disowning their own act of murder. And there, of course, are the familiar pictures of the destruction of Europe's Jews.

It's worth remembering this museum – and that room – now that the right has returned to Germany's political life. Interviewed on television after their victory, one of the AfD leaders referred to immigrants – he meant Muslims, of course – as "strange people with strange values from strange countries". And I remembered that old Chamberlain quotation again, speaking of Czechoslovakia as "a faraway country of which we know nothing". I don't suppose Chamberlain hated the Czechs, but he certainly felt contempt for them. They were not invited to the Munich conference. And there's a narrow divide between hatred and contempt (although right now Trump might be able to say that everywhere apart from the United States is a faraway country of which he knows nothing).

The agreement was signed in the early hours of the morning on 30 September 1938. A J P Taylor described Hitler as an "opportunist" at Munich. Ian Kershaw says that Hitler felt cheated – he wanted war. Within months, Hitler had broken the Agreement and occupied the whole country, and we did nothing about it. There had been some light-hearted banter at Munich. The Czech delegation waiting outside to know their fate noticed that Chamberlain kept yawning. An incipient opposition to Hitler within the Wehrmacht was cut short – at least temporarily – because the Western democracies would give Hitler what he wanted without war. Churchill got it right when he urged the democracies to bring Stalin in on their side. But Chamberlain had little interest in allying himself with the Soviets. Anyway, they were not invited to Munich. And Stalin would make his deal with Hitler before the German invasion of Poland that started the real war. But in 1945, the Soviet army would reach Berlin before the British and French.

I guess that Chamberlain will always have to be regarded as an ignominious man. Arrogance is what you see in the film of him, self-importance, a man who must have felt at home walking up that marble staircase. My German friend Horst says he cannot understand why the democracies let Hitler get away with it. And I've noticed how "appeasement" is still trotted out and thrown at anyone who opposes war – war in Afghanistan, war in Iraq, war in Libya. Hitler's former party headquarters is not haunted by ghosts, as the old cliché goes about such places. Chamberlain's legacy in that room remains with us still, a tool for proving that war is necessary.

Saudi scholars to vet teaching of prophet Muhammad to curb extremism

Saudi authorities have taken an "unprecedented" step to tackle Islamic extremism by setting up a council of scholars to vet religious teachings around the world.

A royal order issued this week by King Salman established a global body of elite scholars based in the holy city of Medina to root out and "eliminate fake and extremist texts".

The King Salman Complex will become a "trusted source of the correct and authenticate [sic] hadith", said an announcement from the Saudi ministry of culture and information. It described the move as an "unprecedented initiative".

Hadith are sayings, actions and pronouncements of the prophet Muhammad that are additional and complementary to the Qur'an, and a source of guidance for Muslims.

The scholars would study hadith "with the purpose of eliminating fake and extremist texts and any texts that contradict the teachings of Islam and justify the committing of crimes, murders and terrorist acts which have no place in Islam, the religion of peace," said the ministry's announcement.

King Salman, the custodian of the two holy mosques in the cities of Mecca and Medina, appointed Sheikh Mohammed bin Hassan al-Sheikh, a member of the senior scholars council, as chairman of the complex's scientific council. Members are to be appointed by royal decree.

The Saudi authorities have been worried about extremism, both as a domestic threat and as a strain on its relations with the west, since 9/11, said Jane Kinninmont, a senior research fellow at Chatham House.

"They would say the accusations are out of date, but they know this issue is their achilles heel in the west. The new leadership in Saudi cares much more about its image and PR than before and is genuinely trying to get to grips with extremism," she said.

Saudi Arabia was also facing international pressure over Yemen, she added. Last month, the UN agreed to set up an independent investigation into alleged abuses of human rights in Yemen by all sides in the three-year civil war.

Saudi Arabia is backing Yemen's president, Abd Rabbu Mansour Hadi, against Iranian-backed Houthi rebels. Saudi Arabia and its allies have been accused of conducting unlawful airstrikes in Yemen that have killed thousands of civilians and hit schools, hospitals, markets and homes in the neighbouring country's civil war.

Earlier this year, a report from the conservative Henry Jackson Society claimed that Saudi Arabia was promoting and funding extremism in the UK.

It said: "Saudi Arabia has, since the 1960s, sponsored a multimillion-dollar effort to export Wahhabi Islam across the Islamic world, including to Muslim communities in the west.

"In the UK, this funding has primarily taken the form of endowments to mosques and Islamic educational institutions, which have in turn played host to extremist preachers and the distribution of extremist literature. Influence has also been exerted through the training of British Muslim religious leaders in Saudi Arabia, as well as the use of Saudi textbooks in a number of the UK's independent Islamic schools."

The Saudi embassy in London said the claims were "categorically false".

The scholars would study hadith "with the purpose of eliminating fake and extremist texts and any texts that contradict the teachings of Islam and justify the committing of crimes, murders and terrorist acts which have no place in Islam, the religion of peace," said the ministry's announcement.

এসিড বহনে দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে ৬ মাসের জেল

লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের বরাত দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানায়, গত জুলাই পর্যন্ত এক বছরে কেবল লন্ডনে ৪৫৫টি অ্যাসিড হামলার ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে, যাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এশিয়ান। এসব ঘটনায় ভুক্তভোগীর ৮০ শতাংশ পুরুষ। আবার হামলাকারীদের ৮২ শতাংশ পুরুষ। ঘৃণা, বর্ণবাদ, ছিনতাই ও প্রতিশোধমূলক কাজে সহজলভ্য উপায় হিসেবে অ্যাসিড হামলাকে বেছে নেওয়া হচ্ছে বলে মনে করে পুলিশ।

দ্বিতীয় বৃটিশ এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ৩১ জানুয়ারি : চলছে প্রস্তুতি

আসছে বৃটিশ-ননবৃটিশ কৃতী শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন। তবে তুলনামুলক বৃটিশ-বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন আসছে কম। তাই বৃটিশ এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস এর প্রবর্তক সাংবাদিক আমিন বাবর চৌধুরী যুক্তরাজ্যের কৃতী বৃটিশ-বাঙালি শিক্ষার্থীদের উক্ত অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন পাঠানোর আহবান জানিয়েছেন।

গত ১৬ অক্টোবর সোমবার দুপুরে ব্রিকলেনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহবান জানান। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ম্যানচেস্টার মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির প্রথম বৃটিশ-বাংলাদেশী গভর্ণর শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবি মোঃ হাবিবুল্লাহ ওবিই জেপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডসের দুই সদস্য কমিউনিটি একটিভিস্ট মোঃ শামিম আহমদ ও ফারুক আহমদ।

সংবাদ সম্মেলনে আমিন বাবর চৌধুরী বৃটিশ এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস প্রবর্তনের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, যুক্তরাজ্যে মূলধারা ও এথনিক কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ার্ডস থাকলেও এতোদিন এডুকেশন নিয়ে কোনো অ্যাওয়ার্ডস চালু হয়নি। তাই আমরা এই শুন্যতা পুরণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। এশিয়ান, বাংলাদেশী এমনকি মেইনস্ট্রিমের নানা অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানের ভিড়ে এটি একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এই অ্যাওয়ার্ডস কোনো বিশেষ কমিউনিটির জন্য নয়। এটি সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের বৃটিশ শিক্ষার্থীদের জন্য। বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলী এই অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়ন বাছাই করে বিজয়ী চূড়ান্ত করে অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করে থাকেন।

তিনি বলেন, গত বছরের প্রথম অনুষ্ঠানটি লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। এবার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি মানচেস্টারে অনুষ্ঠিত হবে। পর্যায়ক্রমে এই অনুষ্ঠান স্কটল্যান্ড, ওয়েলসসহ বৃটেনের প্রধান সিটিগুলোতে অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বৃটেনের ৫টি রিজিয়ন থেকে ৪টি ক্যাটাগরিতে ২০টির মতো অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির হাজারো শিক্ষার্থীর মনোনয়ন থেকে মাত্র ৫০-৬০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করে এর মধ্য থেকে ২০জনকে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করে অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে মনোনীত তিনজনকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য তিনটি টিকিট প্রদান করা হয়। এতে কোনো ধরনের ফি নেয়া হয়না।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন প্রেরণ করতে পারবেন। অ্যাওয়ার্ডস ও মনোনয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে www.britisheducationawards.co.uk ওয়েবসাইট ভিজিট করে অথবা 07842 998 909 নাম্বারে ফোন করে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

'জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন'

বলেন, ১৯৯১ সালে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর ২০০১ সালে তার নেতৃত্বে আবারো সরকার গঠিত হয়। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে প্রকৃত নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে।

কেন হঠাৎ করে বিএনপি এবং দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের প্রশংসা করলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজনীতির পর্যবেক্ষকরা সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। নানা মুনির, নানা মত। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এরইমধ্যে সোমবার বলেছেন, জিয়াউর রহমানের প্রশংসার বিষয়টি বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কৌশল হতে পারে। তিনি বলেন, বিএনপি এখন খুশি খুশি। এই ভাবটা যেন নির্বাচন পর্যন্ত বজায় থাকে।

মঙ্গলবার এ নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতাদের মধ্যে খুশির স্রোত বইছে। এ খুশি বেশিদিন থাকবে না। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ইতিহাস ও রাজনীতি চর্চা করবেন না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা। কিন্তু আমি বলতে চাই, জিয়াউর রহমান সামরিকতন্ত্রের প্রবক্তা। অন্যদিকে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কম কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। তিনি বলেন, কথা বলার জন্য আমরা রাজনীতিবিদরা আছি। কম কথা বলে কিভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যায় সেটি নিয়ে কাজ করুন। অন্যদিকে, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আগ বাড়িয়ে এরইমধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

সিইসি কেএম নূরুল হুদার বক্তব্যে এরইমধ্যে বিএনপি কিছুটা উল্লসিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, এ নিয়ে বিএনপির উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। নির্বাচন কমিশন কার কোনো অবদানের প্রশংসা করলো তা না দেখে বিএনপির উচিত হবে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের দিকে নজর রাখা। গত কয়েক বছরে বহু ইস্যুতে বিএনপি ক্ষণিকের জন্য আনন্দিত হয়েছিলো। কিন্তু পরে তাদের সে আনন্দ মিইয়ে যেতে সময় লাগেনি। সে যাই হোক, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য রাজনীতিতে যে বিপুল কৌতূহল তৈরি করেছে এ নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

কাউন্সিলার মুফতি মিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপে যোগদান

আগামী ২০১৮ সালে কাউন্সিলার নির্বাচনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের মেয়র প্রার্থী সাবেক ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার ওলিদ আহমদকে মেয়র প্রার্থী হিসেবে সমর্থন জানিয়ে তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপে যোগদান করেন।

গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, মেয়র জন বিগস তাঁর ওয়ার্ডের মানুষের প্রকৃত উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ওয়ার্ডে কুইন মেরী নার্সারীসহ বেশ কয়েকটি ইয়ুথ সেন্টার বন্ধ, প্রায় ৯ শতাংশ কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধি, বিপদগ্রস্থ নাগরিকদের ফ্রি সোশ্যাল কেয়ার সার্ভিস বন্ধ এবং নাগরিকদের ফ্রি পার্কিং সুবিধা বন্ধ করে নাগরিক জীবনে দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য তিনি আগামী নির্বাচনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের মেয়র প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে গ্রুপে যোগদান করেছেন ।

এদিকে কাউন্সিলার মুফতি মিয়াকে স্বাগত জানিয়ে কাউন্সিলার ওহিদ আহমদ বলেন তাঁর যোগদানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ আরো বেশি শক্তিশালী হবে। তিনি বলেন, তাদের গ্রুপে ১০ জন নির্বাচিত কাউন্সিলার রয়েছেন।

এ বিষয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের লিডার কাউন্সিলার ওলিউর রহমান বলেন, মুফতি মিয়া একজন পরিশ্রমী ও জনপ্রিয় কাউন্সিলার। মুফতি মিয়ার যোগদানে তাঁরা মেয়র জন বিগসের সকল জনস্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারবেন। এজন্য তিনি বারার সকল জনগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'শিশুর পাসপোর্টে বাবা-মা উভয়ের নাম থাকা উচিত'

পাসপোর্টে মা-বাবা উভয় অভিভাবকের নাম লিখতে হবে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে টিউলিপ তার ১৮ মাসের মেয়ে আজালিয়া পার্সিকে নিয়ে ফ্রান্সে ছুটি কাটিয়ে ফেরার পথে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন। ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম সেন্ট জন পার্সিকে বিয়ে করেছেন টিউলিপ। কিন্তু নিজের নাম পালটাননি। পাসপোর্টে মেয়ের নামের সঙ্গে টিউলিপের নামের মিল না থাকায় এই বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তাঁকে। ফেরার পথে ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তারা তাকে ৪৫ মিনিট ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওই ঘটনার বিষয়ে টিউলিপ বলেন, "আমাকে বিয়ে ও জন্ম সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। জানতে চাওয়া হয়- 'মেয়েটি কে?'"

ওই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ জানান, শিশুর পাসপোর্টে বাবা-মা উভয়ের নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মানুষের সমর্থন তাকে অভিভূত করেছে। এই পরিবর্তনের জন্য কোনও আইন বদল করতে হবে না। বিধিতে একটি পরিবর্তনের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। যুক্তরাজ্যের ছায়া মন্ত্রীসভার নারী ও সমতা বিষয়ক মন্ত্রী ডন বাটলারও টিউলিপের এই ক্যাম্পেইন সমর্থন করছেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ বন্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তিনি।

যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সন্তানের পাসপোর্টে বাবা ও মায়ের নাম পরিবারের জরুরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু টিউলিপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরও ভালো সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, অনেক নারীই এখন বিয়ের পর তাদের নাম পরিবর্তন করছেন না। টিউলিপ বলেন, 'পরিস্থিতি বদলাচ্ছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী আইনেরও খাপ খাওয়ানো উচিত। আমি এই পরিস্থিতি বদলানোর একটি উপায় চাই। আমি জানি না, কেন নাম পরিবর্তন না করার জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমি ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করি, আমার নিজের মতো জীবনযাপন করছি। আমার নামের তাৎপর্য তৈরি হয়েছে।'

অনুসন্ধানে টিউলিপ জানতে পেরেছেন, শিশু পাচাররোধে যুক্তরাজ্যের সীমান্ত কর্মকর্তারা গত পাঁচ বছরে ছয় লাখ ব্রিটিশ শিশুকে আটক করেছেন। শিশুদের রক্ষায় এই পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় উল্লেখপূর্বক তিনি সতর্ক করে বলেছেন, চলমান প্রক্রিয়া নারীদের ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে এবং ভ্রমণকারীদের সময়ক্ষেপণ হচ্ছে। এছাড়া, সীমান্ত কর্মকর্তাদের কাজের বোঝাও বাড়াচ্ছে।

মৃত্যুমুখ থেকে যেভাবে ফিরলেন বিয়ানীবাজারের খালেদ

হচ্ছে তারা। তাদেরকে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। একবার নয়। তিন বার পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়া হয়।

তারপর অনিশ্চিত সমুদ্রযাত্রা। তাতে প্রাণহানি হচ্ছে অনেকের। কেউবা কোনোমতে জীবন ফিরে পান। তবে তাদের পেছনে থেকে যায় এক ভয়াবহ অতীত। তারা দেখতে পান, সঙ্গীদের ডুবে মরার দৃশ্য। এ এক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। এমনই অভিজ্ঞতার অধিকারী সিলেটের বিয়ানীবাজারের খালেদ হোসেন অন্যতম।

এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। এতে খালেদের কাহিনী তুলে ধরা হয়। তার চোখের সামনে উত্তাল সমুদ্রে পানিতে ডুবে মারা গেছে তার এক চাচাতো ভাই। সেই ভীতিকর দৃশ্য তাকে এখনও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তারা লিবিয়া থেকে ইউরোপে, বিশেষ করে ইতালির উদ্দেশে ভেসেছিলেন প্লাস্টিকের বোটে। কিন্তু সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তার মতো দক্ষিণ এশিয়ার এই বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার যুবক পাড়ি দিচ্ছে লিবিয়ায়। তাদের স্বপ্ন থাকে দুর্বিষহ সমুদ্র যাত্রার মাধ্যমে ইতালি পৌঁছা। খালেদ হোসেন বলেছেন, লিবিয়া থেকে যাত্রার পরে যখন জানতে পারলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইতালি পৌঁছে যাবো তখন আনন্দে মনটা নাচছিল। একবার ইতালি পৌঁছতে পারলে আমার পরিবারের সব আর্থিক সঙ্কট কেটে যাবে। আমি ভাবলাম, এর মাধ্যমে আমার প্যারালাইসিসে আক্রান্ত পিতার কাছে নিজেকে অর্থপূর্ণ হিসেবে প্রমাণ করতে পারবো। কিন্তু ইতালির বন্দরে পৌঁছার আগেই অনেককে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়। আর যারা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তাদের সলিল সমাধি হয়। এভাবেই মারা গেছে আমার এক কাজিন। এজন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তার মৃত্যুর বিভীষিকা আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

উল্লেখ্য, কাজিন ফরিদকে সঙ্গে নিয়ে লিবিয়া থেকে ইতালির উদ্দেশ্যে ছোট্ট এক প্লাস্টিকের বোটে উঠেছিলেন খালেদ। তিনি বলেছেন, ওই বোটে গাদাগাদি করে উঠেছিলেন শতাধিক মানুষ। তার মধ্যে বেশির ভাগই আফ্রিকান। তবে তার মধ্যে বিয়ানীবাজারের ছিলেন কয়েক ডজন মানুষ। এ ছাড়া ছিলেন দেশের অন্যান্য স্থানেরও কেউ কেউ। ওই বোটটি ছিল ত্রিশ ফুট লম্বা। লিবিয়া থেকে ছেড়ে যায় তা। অনেকটা সময় চলার পর তা ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যেতে থাকে বোট। খালেদ হোসেন বলেন, তখন এক ভয়ানক পরিস্থিতি। আর্তচিৎকার শুরু হয়। নিশ্চিত মৃত্যু জেনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে সবাই। খালেদ বলেন, তার সামনে বাংলাদেশি এক যুবককে ভিড়ের ভিতর মারা যেতে দেখেছেন। বোটের অন্য যাত্রীরা আতঙ্কে লাফিয়ে পড়তে থাকেন সমুদ্রে। তাদেরকে আর কখনো দেখা যায়নি। বোটে থাকা পেট্রোলের কয়েকটি ড্রাম কেউ কেউ বোটের ভিতরই ঢেলে তা খালি করে ফেলেন। তারপর তা পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে তা ধরে বাঁচার চেষ্টা করেন। খালেদ বলেন, বোটে আগুন লেগে যায়। এর ভিতরে পেট্রোল ঢেলে দেয়ায় আগুন তাতে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। এ সময় তার কাজিন ফরিদ লাফিয়ে পড়ে সমুদ্রে। সে দূরে একটি জাহাজ দেখে সাঁতরাতে থাকে সেদিকে। আশা- তাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু তার সে আশা সফল হয়নি। খালেদ বলেন, এক সময় আমি দেখতে পেলাম প্রাণহীন ফরিদের দেহ পানিতে ভাসছে।

উল্লেখ্য, এ বছর এ পর্যন্ত ভূ-মধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে কমপক্ষে ২৭০০ মানুষ মারা গেছে জাতিসংঘের হিসাবে। যাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো বাংলাদেশি। খালেদ হোসেন বলেছেন, তাকে সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে যায় লিবিয়ার একটি গ্যাং। তাদের অধীনে যুদ্ধবিধ্বস্ত লিবিয়ায় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে দাসের মতো অবস্থায় থেকে তাকে তিন মাস কাজ করতে হয়েছে। এ সময়ে তাকে কমপক্ষে তিনবার বিক্রি করা হয়েছিল। মারাত্মক স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে থাকা তার পিতা তাকে মুক্ত করতে মুক্তিপণ হিসেবে পরিশোধ করেন ১২ হাজার ডলার। এরপরই মুক্তি পান খালেদ। তিনি বলেছেন, আমাদের ওপর নির্যাতন করা হতো। নারীদের ধর্ষণ করা হতো। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বলাৎকার করা হতো যুবকদের।

এমন অবস্থায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশিদের কাজের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। লিবিয়া হয়ে ইতালি যাওয়া বাংলাদেশির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছেই। ২০১৪ সালে কয়েক ডজন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ২০১৬ সালের জুন থেকে এ বছরের মার্চ পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার। এ তথ্য সরকারি সূত্রের। তবে কোনো কোনো হিসাবে এ সংখ্যা ৩০ হাজার পর্যন্ত বলা হয়। শুধু বিয়ানীবাজারের প্রায় ১ হাজার যুবক গত এক বছরে এভাবে ১০ হাজার ডলারের বিনিময়ে ইউরোপ সফরে গিয়েছেন।

ঢাকা বিরিয়ানী রেস্টুরেন্টকে ৪০ হাজার পাউন্ড জরিমানা

হিসেবে রেস্টুরেন্টটিতে যান এবং তেলাপোকা ও ইঁদুরের উপদ্রব দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রেস্টুরেন্টটি বন্ধ করে দেন।

রেস্টুরেন্টটি ফুড সেফটি সিস্টেমে নিবন্ধিত না থাকার বিষয়টি নজরে এলে কাউন্সিলের এনভায়রনমেন্টাল হেলথ টিম সেখানে ইন্সপেকশন করতে যান। পূর্ণাঙ্গ ফুড হাইজিন নিরীক্ষা করার সময় অফিসাররা তেলাপোকা ও ইঁদুরের মারাত্মক সংক্রমণ দেখতে পান। অফিসাররা রেস্টুরেন্টের সুসজ্জিত কিচেনে তেলাপোকার অবাধ বিচরণ দেখতে পান, যদিও এমন বিচরণ সাধারণত রাতের অন্ধকারে হওয়ার কথা। এতে এটাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে তেলাপোকার এই সংক্রমণ সমস্যা অত্যন্ত মারাত্মক ও দীর্ঘদিনের। আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ইঁদুরের উপস্থিতিরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

রেস্টুরেন্টের চপিং বোর্ড, প্লাস্টিক কাপ, চামচ ইত্যাদি সামগ্রী যেসকল সেলফে রাখা হয়, সেখানে ইঁদুরের বিষ্টা দেখতে পান অফিসাররা। রেকর্ডপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে, তারা পেস্ট কন্ট্রোল কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে এই সমস্যার ব্যাপারে সতর্কীকরণ নোটিশ পেলেও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। এই পরিদর্শনের সময় গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় অফিসাররা তাৎক্ষণিকভাবে রেস্টুরেন্টটি বন্ধ করে দেন। কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ি রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ তেলাপোকা ও ইঁদুরের সংক্রমণ দূর করার যথাযথ উদ্যোগ নেন। পরবর্তী পরিদর্শনের সময়ে এনভায়রনমেন্টাল হেলথ অফিসাররা সংক্রমণ পুরোপুরি দূর হয়েছে বলে আশ্বস্ত হওয়ার পর রেস্টুরেন্টটি আবার চালু হয়। রেস্টুরেন্টের মালিক মিঞা শাহাদত হোসেন তার বিরুদ্ধে আনীত ফুড হাইজিন সংক্রান্ত ৪টি অভিযোগের প্রেক্ষিতে দোষ স্বীকার করে নিলে গত মাসে টেমস ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ৪০ হাজার পাউন্ড জরিমানা করেন।

কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর এনভায়রনমেন্ট, কাউন্সিলর আমিনা আলী এ প্রসঙ্গে বলেন, ফুড হাইজিন বা খাবারের স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য আমরা বারার সকল খাবার বিক্রেতাকে অনুরোধ করছি। কোনো বিক্রেতা যদি আইন ভঙ্গ করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নিতে আমরা পিছপা হবোনা।

রেস্টুরেন্ট বা খাবার দাবার বিক্রির সাথে জড়িতদের উৎসাহিত করতে বারার বাসিন্দা ও ভিজিটরদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, যখন আপনার প্রিয় রেস্টুরেন্টে যাবেন, তাদের ফুড হাইজিন রেটিং রিভিউ করুন। রেস্টুরেন্ট কিংবা টেকওয়ের মূল দরোজার বাইরে ফুড হাইজিন রেটিং স্টিকার সাঁটানো থাকে। তাছাড়া যেকোনো রেস্টুরেন্টের রেটিং কাউন্সিলের ওয়েবসাইট ভিজিট করেও জানা যাবে। যদি কোথাও ফুড হাইজিন সম্পর্কে আপনার মনে কোনো সন্দেহ হয়, তাহলে ০২০ ৭৩৬৪ ৫০০৮ নাম্বারে ফোন করে কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারেন।

অটোম্যাক'র উদ্যোগে গালা ডিনার ও বিজনেস নেটওয়ার্ক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল এস-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলিল। তিনি বলেন, এই ধরনের ব্যবসা দীর্ঘদিন চালানো খুবই কঠিন, কিন্তু জুহেল রহমান আশুক সেই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আজ প্রতিষ্ঠিত।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আব্দুস সামাদ চৌধুরী, শেফ অনলাইনের ডিরেক্টর এম এ সালিক মুনিম, শরীফ আলী, এটিএন বাংলার ডিরেক্টর সুফি মিয়া, মিডিয়া লিংকের ডিরেক্টর মুজিব, আলতাফ হোসাইন, আব্দুল হক, আতিফ মালিক প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, ব্রিটেনে বাংলাদেশী তরুণ প্রজন্মের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের সফলতার হার দিন দিন বাড়ছে। তরুণ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা জুহেল রহমান আশুক দীর্ঘদিন যাবত সফলতার সাথে তিনি এই ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে কমিউনিটিতে স্বনামে প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জুহেল রহমান আশুক বলেন, দীর্ঘদিন থেকে অটোম্যাক তাদের ক্লায়েন্টদের সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে আসছে। এ সময় তিনি আরো দু'টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে অটোম্যাকের কার্যক্রমের ওপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। শেষে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মিয়ানমারকে অবশ্যই সহিংসতা বন্ধ করতে হবে

মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে পারে। এই প্রশ্নের জবাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে যা ঘটছে তাতে আমরা গভীর উদ্বিগ্ন। আমরা জানি বাংলাদেশে ৫ লাখেরও বেশি শরণার্থী রয়েছে। এই পরিস্থিতি বড় ধরনের মানবিক সংকট।

রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার কথা তুলে ধরে থেরেসা মে বলেন, আমরা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও ত্রাণ সংস্থার মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করছি। আমরা বার্মায় রেডক্রসকে অর্থ দিয়েছি। বাংলাদেশে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা করছি।

রোহিঙ্গাদের নিপীড়ন বন্ধে যুক্তরাজ্যের পদক্ষেপ তুলে ধরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমরা বিষয়টি তিনবার উত্থাপন করেছি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, বার্মা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সহিংসতা বন্ধ, শরণার্থীদের নিরাপদে ফিরে আসার সুযোগ দিতে এবং ত্রাণকর্মীদের পূর্ণাঙ্গ যাতায়াতের অনুমোদন দিতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটে উদ্বেগের কারণে মিয়ানমারের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা যুক্তরাজ্য বাতিল করেছে বলেও উল্লেখ করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

ব্রিটিশ এমপি কুইন্স সম্প্রতি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতিকে তিনি মানবিকতার বিপর্যয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২৫ আগস্ট রাখাইনে সামরিক অভিযান শুরুর পর বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পাঁচ লাখ বিশ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা। মাঝখানে কয়েকদিন রোহিঙ্গাদের ঢল কিছু মাত্রায় কমে আসলেও চলতি সপ্তাহে তা আবার বেড়েছে। সোমবার বাংলাদেশে প্রায় এগারো হাজার রোহিঙ্গা প্রবেশ করেছে। জাতিসংঘ মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর অভিযানকে জাতিগত নিধনযজ্ঞের প্রামাণ্য উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। মিয়ানমার সরকার এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

সূত্র: হাউস অব কমন্সের ওয়েবসাইট

হোয়াইটচ্যাপেলে অফিস ভাড়া যাবে

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নিকটে দুটি রুম ভাড়া যাবে। ভাড়া প্রতিমাসে ৩৫০ ও ৪৫০ পাউন্ড। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07852 189 867

এশিয়ান রেস্টুরেন্ট সেক্টরে ব্যতিক্রমী অ্যাওয়ার্ডস 'আরতা'র যাত্রা

সাংবাদিক, মিডিয়া ডিরেক্টর ও বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে ব্যতিক্রমী নানা কর্মসূচীর ঘোষণা দিয়ে মঙ্গলবার এর যাত্রা শুরু হলো এই অ্যাওয়ার্ডস এর। ডকল্যাণ্ডের ক্রাউন প্লাজা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বৃটিশ বাংলাদেশী বা সাউথ এশিয়ান কারি ইণ্ডাস্ট্রির সামগ্রিক উন্নতিতে অ্যাওয়ার্ডস বা মূল্যায়ন একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে এর আয়োজনে থাকতে হবে বৈচিত্রতা এবং অ্যাওয়ার্ডস প্রদানে চাই স্বচ্ছতা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আরতা অ্যাওয়ার্ডস এর ফাউণ্ডার এবং শেফ অনলাইন এর সিইও এম এ মুনিম সালিক ঘোষণা করেন-আরতা অ্যাওয়ার্ডস কালচারে নতুন একটি মাত্রা তৈরি করবে। বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি এর শুরু হবে রেস্টুরেন্ট কাস্টমারদের মনোনয়নের ভিত্তিতে। আর ১৫টি রিজিওনে সরাসরি আলাদা আলাদা অনুষ্ঠান করে রিজিওনাল সেরাদের বাছাই করা হবে। গ্র্যাণ্ড ফিনালের মাধ্যমে রিজিওনাল রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার ঘোষণার পাশাপাশি প্রদান করা হবে একটি চ্যাম্পিয়ান অব দ্য চ্যাম্পিয়ানস অ্যাওয়ার্ডস। গোলডেন সিলভারে খচিত এই ট্রফির মূল্য হবে প্রায় ৪০ হাজার পাউণ্ড। বিবিসি ওয়ার্লড এর নিউজ প্রেজেন্টার সামান্তা সিমন্ড এর উপস্থাপনায় এতে বিশেষ বক্তা হিসেবে অংশ নেন আরতার প্রাস্তাবিত দুই চ্যারিটি পার্টনার অক্সফাম-এর ফাণ্ডরেইজিং ডিরেক্টর টিম হান্টার ও ৯০ দশকের সেরা বৃটিশ ক্রিকেটার ডেভিড ম্যালকম এবং ক্যানারি ওয়ার্ফের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাওয়ার্ড ডোভার। তারা সকলেই-আরতা অ্যাওয়ার্ডস কারী ইণ্ডাস্ট্রিতে ব্যতিক্রমী সংযোজন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ক্যানারি ওয়ার্ফের এমডি-আরতাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, কারি ইণ্ডাস্ট্রির উন্নয়ন ও সামগ্রিক কমিউনিটির কল্যাণে আমরা পাশে থাকতে চাই। আশা করি সত্যি সত্যি আরতা হবে ব্যতিক্রম।

সামান্তা সিমন্ড বলেন, আরতার কমিটম্যান্ট শুনে আমি আশাবাদী এবং এর মিডিয়া লঞ্চিং উপস্থাপন করে আনন্দিত। ডেভিড ম্যালকম বলেন, আমি গর্বিত আরতার যাত্রা শুরুর অনুষ্ঠানে এসে। আমি বিশ্বাস করি, তাদের সাথে ভবিষ্যতে কাজ করতে পারবো। কারি ইণ্ডাস্ট্রির পাশে থাকবো আরতা'র মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে আরতা'র দশজন স্ট্রিয়ারিং কমিটির মেম্বারের মধ্যে ফাণ্ডার মুনিম সালিক, টিম লিডার ক্যানারি ওয়ার্ফের এসোসিয়েট ডিরেক্টর জাকির খান, টিম মেম্বার রাজাক আমিন শাহেদ ও টিম মেম্বার কদরুল ইসলাম বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

এছাড়া অতিথি বক্তা ছিলেন, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কামাল ইয়াকুব, সাবেক প্রেসিডেন্ট পাশা খন্দকার, চেম্বারের সাবেক প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমদ, লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাব প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাহাস পাশা, এটিএন বাংলার সিইও হাফিজ আলম বখশ, বৃটিশ-বাংলাদেশী ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ইয়াফর আলী, সেক্রেটারী শাহনুর খান, শীর্ষ রেস্টুরেটর্স ও আরতা এম্বেসেডর মিঠু চৌধুরী।

পাশা খন্দকার বলেন, কারি ইণ্ডাস্ট্রির নানা অ্যাওয়ার্ডস এর পরও আরতা এসেছে। তবে তারা বলছে, তারা হবে যথেষ্ট ভিন্ন ও ব্যতিক্রম। কামাল ইয়াকুবও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইয়াফর আলী বলেন, আমরা আশা করি যেভাবে বলা হচ্ছে-আরতার আয়োজনে সর্বোচ্চ মান এবং বর্ণাঢ্যতা থাকবে।

মুকিম আহমদ বলেন, কারি ইণ্ডাস্ট্রিতে বিশাল সংকট রয়েছে, যার সমাধানে উন্নত অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আশা করি, আরতা সেই ভূমিকায় নেতৃত্ব দেবে।

অনুষ্ঠানে ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আরতা'র মূল বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়। জানানো হয়, শত-সহস্র কাস্টমারের আকর্ষণ করার জন্য একটি ব্র্যাণ্ড নিউকামার পুরস্কার ছাড়াও স্থানীয় ইংলিশ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারণা চলানো হবে-যাতে তারা পছন্দের রেস্টুরেন্টকে মনোনয়ন করেন। ১৫ রিজিওনে বিশেজ্ঞদের মাধ্যমে হবে প্রাথমিক বাছাই। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে বসবে গ্র্যাণ্ড ফিনালের জমকালো আসর। ২৪শ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ হোটেল ভ্যানু লণ্ডন ও টুইন্টার কন্টিন্যান্টালেই হবে এই চূড়ান্ত আয়োজন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide
FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

এশিয়ান রেস্টুরেন্ট সেক্টরে ব্যতিক্রমী অ্যাওয়ার্ডস 'আরতা'র যাত্রা

লন্ডন, ২০ অক্টোবর: সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হলো এশিয়ান রেস্টুরেন্ট এণ্ড টেকওয়ে এওয়ার্ডর্স-

চ্যাম্পিয়ান অব দ্যা চ্যাম্পিয়ানস পাবেন ৪০ হাজার পাউন্ড

সংক্ষেপে 'আরতা'র মিডিয়া লঞ্চিং। বৃটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রেস্টুরেটার্স, ইণ্ডাস্ট্রি নেতৃবৃন্দ, সিনিয়র

পৃষ্ঠা ৩৯

অটোম্যাক'র উদ্যোগে গালা ডিনার ও বিজনেস নেটওয়ার্ক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ১৯ অক্টোবর: স্বনামধন্য এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অটোম্যাক এক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে গালা ডিনার ও বিজনেস নেটওয়ার্ক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি ব্যাংকুটিং হলে

অনুষ্ঠিত গালা ডিনার ও বিজনেস নেটওয়ার্ক ইভেন্ট অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির ক্লায়েন্ট, শুভানুধ্যায়ী ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক অতিথি অংশগ্রহণ করেন। জুহেল রহমান আশুকের পরিচালনায়

পৃষ্ঠা ৩৯

পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে

মিয়ানমারকে অবশ্যই সহিংসতা বন্ধ করতে হবে

দেশ ডেস্ক : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বলেছেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে বার্মা (মিয়ানমার) কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। গত ১১ অক্টোবর বুধবার হাউস অব কমন্সে এক প্রশ্নের জবাবে থেরেসা মে একথা জানান। ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির কলচেস্টারের এমপি উইল কুইন্স- প্রশ্ন করেছিলেন, কোন ধরনের চাপ রোহিঙ্গাদের নিপীড়ন বন্ধ ও তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে আসার জন্য

পৃষ্ঠা ৩৯

Editor
Taysir Mahmud

Published By
Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN

Telephone
0203 540 0942 • 0203 540 0940 • Advert: 07940 782 876

Email
info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk